# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1464, Saturday, March 19, 2022 FREE www.parichoy.com

আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাই না - হোয়াইট হাউস

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

## আরো আছে...


- সুখী দেশের তালিকায় ৭ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ, সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড - ৫ম পাতায়
- সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ আর নেই - ৫ম পাতায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের ৮০ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে -মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জরিপ - ৫ম পাতায়
- ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা - ৬ষ্ঠ পাতায়
- বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমতে পারে সেপ্টেম্বরে - ৬ষ্ঠ পাতায়
- রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ একাধিক দেশের - ৭ম পাতায়
- চীন-রাশিয়া নিয়ে উভয় সংকটে সৌদি যুবরাজ?-৮ম পাতায়
- পশ্চিমে ভরসার দিন শেষ, রাশিয়া এখন পূর্বমুখী : ল্যাভরভ - ৮ম পাতায়
- আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাই না : হোয়াইট হাউস - ৯ম পাতায়
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি জ্ঞানের পরিধি নয়, ডক্টরেটধারী মানুষের সংখ্যা বাড়াচ্ছে -১০ম পাতায়
- '২১ বছর সবকিছু নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সত্যকে মুছে ফেলা যায় না'-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -১১ পাতায়
- দুর্নীতি হলো ক্যানসার, বহু লোক এর সঙ্গে থাকতে চায় : পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান -১১ পাতায়

# সুখী দেশের তালিকায় ৭ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ, সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

# বাংলাদেশে আসছে আইন, বন্ধ হবে নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা

বিস্তারিত ১০ পৃষ্ঠায়


রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফোন করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি | আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

CORE MULTI SERVICES CREDIT REPAIR
"Free Credit Consultation"
যেকোন স্টেট থেকেই আমাদের সার্ভিস পেতে পারেন
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
আমাদের সেবা সমূহ:
- Late Payments
- Repossessions
- Charge Offs
- Garnishment
- Inquiries
- Collections
- TAX Liens
- Bankruptcy

Debt Settlement / Debt Elemination
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Specialist
Core Multi Services Inc.
37-42, 72nd Street, Suite# 1
Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY | WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING | MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
FAHAD R SOLAIMAN PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

Moinul Islam
917-535-4131
MOINUL4@GMAIL.COM
Buy Sell Rent Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Short Sale
Mega Homes Realty

A Global Leader In IT Training, Consulting And Job Placement
PEOPLE N TECH
Excellence in Professional Skill Development & Job Placement
GAIN SKILL
LAND A JOB
REACH THE TOP
ACHIEVE RECOGNITION
ENJOY LIFESTYLE
Abubokor Hanip
Founder & CEO
Academic Knowledge
Industrial Knowledge
Skill
No more in Entry Level Job
To Start With Mid/ Senior Level job you need
Confidence
Corporate Environment
Experience
We Prepare You For All And Confirm Your Dream Job
We are Certified by and Members of :
NYC
Department of Consumer Affairs
MEMBER BASIS
e-CAB
We Train 50+ Courses
Software Testing | DBA | PMP | Big Data | Blockchain
Cyber Security | IOT | Networking | AR | VR | AWS
Cloud Computing | Web Development | Animation
www.peoplentech.com
Our Presence in: USA CANADA INDIA BANGLADESH
VA: 1604 Spring Hill Rd, 3rd Floor, Suite#302, Vienna, VA 22182; NY: 31-10 37th Avenue, Suite #300, Long Island City, NY 11101
NJ: 2709 Fairmount Ave, 2nd Floor, Atlantic City, NJ 08401; PA: 6796 Market St, 2nd Floor, Upper Darby, PA 19082;
info@peoplentech.com |1-855-562-7448

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’



# এটর্নী মঈন চৌধুরী

## Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্ক.

**917-282-9256**

**Moin Choudhury, Esq**

**Email: moinlaw@gmail.com**

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

# এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
**Immigration**



Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
**Call:917-282-9256**
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

# সুখী দেশের তালিকায় ৭ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ, সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড

বিশ্বের সুখী দেশের তালিকায় ৭ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১০১তম থেকে এগিয়ে ৯৪তম। শুক্রবার (১৮ মার্চ) ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিটি দেশের মানুষের মানসিক সুখ, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সামাজিক তথ্যাদির ভিত্তিতে মূলয় বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়।

জাতিসংঘের সহযোগিতায় প্রস্তুত সুখী দেশের এ তালিকাটি বলছে, ৭ দশমিক ৮২১ পয়েন্ট নিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে ফিনল্যান্ডকে। আর ২ দশমিক ৪০৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সব নিচে রয়েছে আফগানিস্তান। এ তালিকার ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২৫তম, ২০২০ সালে ১০৭তম, ২০২১ সালে ১০১তম এবং এ বছর ৫ দশমিক ১৫৫ পয়েন্ট নিয়ে ৯৪তম। অর্থাৎ তিন বছরে ৩১ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।

তালিকার শীর্ষ দশে থাকা বাকি দেশগুলো হলো যথাক্রমে ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ, সুইডেন, নরওয়ে, ইসরায়েল ও নিউজিল্যান্ড। তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে শুধু নেপালের অবস্থান বাংলাদেশের ওপরে। এবছর দেশটির অবস্থান ৮৪তম। এছাড়া ভারত রয়েছে ১৩৬তম, পাকিস্তান ১২১তম ও শ্রীলঙ্কা ১২৭তম অবস্থানে।

## সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ আর নেই

**ঢাকা:** চলে গেলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। ১৯ মার্চ শনিবার সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের ৮০ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে -মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জরিপ

**হাল হাসনাইন:** বাংলাদেশে মোট মাদকাসক্তদের ৮০ শতাংশের বয়সই ৩৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে তরুণদের মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। মাদকসেবীদের ওপর পরিচালিত মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। কর্মক্ষম বয়সীরা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ায় দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলেও মত তাদের।

সারা দেশের মাদকসেবীদের ওপর ডিএনসির পরিচালিত বয়সভিত্তিক জরিপের তথ্য বলছে, ২০২০ সালে মোট মাদকাসক্তদের মধ্যে ৪ দশমিক ৫৭ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৫ বছরের নিচের এ বয়সীদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এর পরের ধাপে অর্থাৎ ১৬ থেকে ২০ বছর বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীদের হার ১৭ দশমিক ২৬ শতাংশ। আর ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের মধ্যে মাদক সেবনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা গেছে। ১৭ দশমিক ২৬ শতাংশ মাদকসেবীর বয়স ২৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। আর ৩১ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে মাদকাসক্তির হার ১৫ দশমিক ২৩ শতাংশ। ৩৬ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর হার ৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ৪১ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর হার ৩ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। ৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ মাদকসেবীর বয়স ৪৬ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। আর ২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ মাদকসেবীর বয়স ৫০ বছরের ওপরে।

হিসাব করে দেখা যায়, মোট মাদকসেবীদের মধ্যে ৩৫ বছরের মধ্যে মাদকাসক্তির হার ৮০ শতাংশের ওপরে। অথচ ৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, দেশের কর্মক্ষম হিসেবে তাদের বিবেচনা করা হয়। কিন্তু দেশের মোট মাদকাসক্তের সিংহভাগই এ কর্মক্ষম বয়সী। অথচ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৫টি দেশের জনসংখ্যাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ ওইসব দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# বুশ, ওবামা, ট্রাম্প, বাইডেন না পারলেও পুটিন পেরেছেন

**আরাফাতুল ইসলাম:** গত দেড় যুগ ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা একটি বিষয় খুব করে চেষ্টা করেছেন। কখনো ভর্ৎসনাও করেছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। পুটিনের অবশ্য আলাদা করে কোনো চেষ্টা করতে হয়নি। তার এক উদ্যোগেই কাজ হয়ে গেছে।

বলছি জার্মানির কথা। ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির এই দেশ দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর নিজেদের বেশ খানিকটা সামলে নিয়েছে। এখন আর যা-ই হোক সরাসরি যুদ্ধে জড়াতে রাজি নয় জার্মানি। অবস্থা এমন যে দেশটির সামরিক বাহিনী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শুধু দুর্বলতার কারণে শিরোনাম হয়েছে অনেকবার। বিমান বাহিনীর বিমান যখন-তখন অকেজো হয়ে যায়, সমরাস্ত্রগুলো সেকেলে, পরমাণু বোমা নেই - এমনকি প্রতিরক্ষাখাতে বাজেট বাড়াতেও বড় অনিহা ইউরোপের কেন্দ্রের দেশটির।

জার্মানি বরং জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে নিজেদের পাশাপাশি জোটভুক্ত দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোর দিয়েছে। জোটের কোনো দেশ বিপদে পড়লে সেদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। মানবতার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

# অ্যামনেস্টি মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস এ মনোনীত আল জাজিরার 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস ম্যান'

এ বছরের মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস এর জন্য ফাইনালিস্ট বা চূড়ান্ত তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের নাম প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ১১ টি ক্যাটাগরিতে প্রতি বছর উক্ত পুরস্কার প্রদান করে সংস্থাটি। এ বছর ওইনভেস্টিগেশন্স ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছে কাতার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেল আল জাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস ম্যান'।

এক বিবৃতিতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে- পুরস্কার ঘোষণার জন্য বিচারক প্যানেলের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাজ্যের হাই-প্রোফাইল সাংবাদিকবৃন্দ, অতীতে উক্ত পুরস্কার বিজয়ীরা এবং অ্যামনেস্টির প্রতিনিধিরা। ০৪ মে ২০২২, তারিখে লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে এ বছরের পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

উল্লেখ্য, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস গুরুত্বপূর্ণ সব মানবাধিকারের গল্প বলার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সাহস ও সংকল্পের প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে মানবাধিকার সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠত্ব উদযাপন করে থাকে।

## কে কি বললেন

হায়েনার দল আর যেন বাঙালির অর্জনগুলো কেড়ে নিতে না পারে -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রাষ্ট্রপতি হওয়ার ইচ্ছা ছিল হতে পারিনি, দুঃখ নেই -সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত

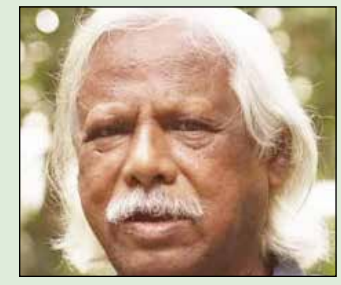

অনুগ্রহ করে যেকোনো একটা শ্রমিকের বাড়িতে যান। তার দুপুরের খাবারের প্লেটটা দেখেন, কতটুকু খাবার আছে। আজ শ্রমিকের যদি অন্ন (খাবার) না জোটে, কল-কারখানা টিকে থাকবে না, দেশ টিকে থাকবে না -প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্ট্রি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

আওয়ামী লীগের অধীনে কোন নির্বাচন কমিশন দিয়েই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে -বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

## কৃষ্ণসাগরে দানা শস্যের ২০০ জাহাজ আটকে রেখেছে রাশিয়া

# ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা

যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মখে রয়েছে বলে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ। জাতিসংঘ বলছে, এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন দরিদ্র দেশগুলোর মানুষেরা।

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার কারণে এরই মধ্যে দেশে দেশে জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়তে শুরু করেছে। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি শুধু নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারেও পড়েছে প্রভাব। দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা।

আইএমএফ সতর্ক করে বলেছে, যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনের চাষিরা গমসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করতে না পারায় বিশ্বে খাদ্য সরবরাহে বিশৃঙ্খলতা তৈরি হতে পারে। এই যুদ্ধ চলতে থাকলে খাদ্য নিরাপত্তায় 'চরম অনিশ্চয়তা' তৈরির আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন সংস্থাটির ইউক্রেনীয় নির্বাহী পরিচালক ভ্লাদিস্লাভ রাশকোভান। সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ''৬ মার্চ পর্যন্ত রুশ বাহিনীর হামলায় ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরের ২০২টি বিদ্যালয়, ২৪টি হাসপাতাল, বহুতল ভবনসহ ১৫০০-র বেশি বাসভবন, সড়ক, অসংখ্য অবকাঠামো সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস হয়েছে।

**বিপাকে দরিদ্র দেশগুলো**

সোমবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাবের পাশাপাশি দরিদ্র দেশগুলোর মানুষেরা খাদ্য, জ্বালানি ও সারের আকাশচুম্বি দামের মুখোমুখি হচ্ছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ''রাশিয়া ও ইউক্রেন বিশ্বের অর্ধেক সূর্যমুখী তেল এবং ৩০ শতাংশ গমের চাহিদা মেটায়। সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, এরইমধ্যে বিভিন্ন শস্য পণ্যের দাম ২০০৭-০৮ সালের রেকর্ড ছাড়িয়েছে।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ৪৫টি আফ্রিকান দেশ এবং স্বল্পোন্নত দেশ তাদের অন্তত এক তৃতীয়াংশ গম ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে আমদানি করে। ১৮ টি দেশ তাদের অর্ধেক আমদানি মিটিয়ে থাকে দেশ দুইটি থেকে। এর মধ্যে আছে মিশর, কঙ্গো, বুরকিনা ফাসো, লেবানন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাতের মূল্য শেষ পর্যন্ত তাই দরিদ্র মানুষগুলোর ঘাড়ে পড়বে বলে সতর্ক করেন গুতেরেস।

**খাদ্যের দাম আরো বাড়ার আশঙ্কা**

ইউক্রেন সংকটের কারণে বিশ্বে খাদ্যের দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা এফএও। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার কারণে দেশটির কৃষকরা চাষাবাদ করতে না পারলে এবং সামনের দিনের রাশিয়া রপ্তানিতে লাগাম টেনে ধরলে এমন পরিস্থিতি হবে বলে মনে করছে তারা।

সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়া বিশ্বের শীর্ষ এবং ইউক্রেন পঞ্চম বৃহৎ গম রপ্তানিকারক দেশ। দেশ দুইটি যৌথভাবে বিশ্বের ১৯ শতাংশ বার্লি,১৪ শতাংশ গম এবং চার শতাংশ ভুট্টার চাহিদা মিটিয়ে থাকে। সব মিলিয়ে বিশ্বে খাদ্য শস্য রপ্তানির এক তৃতীয়াংশেরই যোগান দেয় তারা। শুধু তাই নয় রাশিয়া বিশ্বে সার রপ্তানিতেও রয়েছে নেতৃত্বে। শুক্রবার এফএও-এর মহাসচিব কু ডঙ্গিও বলেন, ''এই দুই প্রধান রপ্তানিকারক দেশের কৃষি কার্যক্রম বাধগ্রস্ত হলে বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার চরম অবণতি ঘটতে পারে।''

*বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

# বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমতে পারে সেপ্টেম্বরে

**ঢাকা:** গম উৎপাদনে অন্যতম প্রধান দেশ কানাডা। আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ দেশটিতে নতুন মৌসুমের গম ঘরে তোলা শুরু হবে। গমের আবাদ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রসহ উত্তর আমেরিকার অন্যান্য দেশেও গম কাটা শুরু হবে ওই মৌসুমে। তাই তখন বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দামও কমা শুরু হবে। কমে আসতে পারে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি।

গত মঙ্গলবার (১৫ মার্চ) রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকাস্থ কানাডা হাইকমিশনের সেমিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা।ওগম প্রক্রিয়াকরণ, মান যাচাই ও বেকিংয়ের ক্ষেত্রে সিরিয়ালস কানাডা নির্দেশিকার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে এর আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য দেন ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলস ও কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এনজেলা ডার্ক। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য দেন সিরিয়ালস কানাডার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডিয়েন ডিয়াস, পরিচালক ড্যানিয়েল র‍্যামেজ, তিন ব্যবস্থাপক-ইউলিয়া বারসুক, রবার্ট কাবরাল, ক্রিস্টিনিয়া পিজি প্রমুখ।

বিশ্ববাজারে গমের দর বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যায় বক্তারা বলেন, গত মৌসুমে খরার কারণে কানাডসহ অন্যান্য দেশে গমের উৎপাদন ব্যাপক হারে কম হয়েছে। এ ছাড়া জ্বালানি তেলের বাজারে অস্থিরতাও দরবৃদ্ধির জন্য দায়ী। সম্প্রতি ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ খাদ্যশস্যের

বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে তোলে। তবে পূর্বাভাস বলছে, আগামী মৌসুমে আবহাওয়া অত্যন্ত অনুকূল থাকবে। ফলে গমের উৎপাদন অনেক বেশি বাড়বে। সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে দর কমে আসবে বলে মনে করেন তারা। গম উৎপাদন এবং রপ্তানিতে অন্যতম প্রধান দেশ কানাডা। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি গম আমদানি করে কানাডা থেকে। দেশটির গমের সপ্তম বৃহৎ আমদানিকারক দেশ বাংলাদেশ। গত অর্থবছরে আট লাখ ৭৫ হাজার টন গম আমদানি হয়েছে কানাডা থেকে। বাংলাদেশে গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের বাজার আরও বাড়াতে চায় কানাডা। এ উদ্দেশ্যেই বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষায় নির্দেশিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলস বলেন, উন্নয়ন অংশীদারিত্ব থেকে বাংলাদেশ-কানাডা সম্পর্ক বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত হচ্ছে। দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রায় ২৫০ কোটি ডলারের। এ বাণিজ্যের ৮০ শতাংশই কৃষি পণ্যভিত্তিক।

# জরিমানা দিতে হলো প্রতিবাদী সেই রুশ সাংবাদিককে

**মস্কো:** টিভিতে সংবাদ পাঠ অনুষ্ঠান চলার সময় ক্যামেরার সামনে যুদ্ধবিরোধী প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়ানো সেই রুশ সাংবাদিক মারিনা ওভসায়ানিকোভাকে ৩০ হাজার রুবল (২৮০ ডলার) জরিমানা করেছেন মস্কোর একটি আদালত। তাকে আদালতে হাজির করার পর ওই ঘটনায় শুনানি শেষে এ জরিমানা করা হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

গত সোমবার (১৪ মার্চ) রাশিয়ার টেলিভিশন সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ওয়ানে সংবাদ পাঠ অনুষ্ঠান চলার সময় সংবাদ পাঠিকার পেছনে যুদ্ধবিরোধী প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়ান মারিনা, যিনি ওই টিভি চ্যানেলের অন্যতম সম্পাদক। মারিনার প্রদর্শিত সেই প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল-যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ বন্ধ করুন, প্রোপাগান্ডায় বিশ্বাস করবেন না, তারা আপনাকে মিথ্যে বলছে।' মুহূর্তের মধ্যেই সেই ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ভাইরাল হয়।

এ ঘটনায় মারিনার বিরুদ্ধে 'আনঅথরাইজড পাবলিক ইভেন্ট' আয়োজনের অভিযোগ আনা হয়।

মঙ্গলবার (১৫ মার্চ) দেওয়া রায়ে মস্কোর ওস্তাকিনস্কি জেলা আদালতের বিচারক বলেন, তিনি আইনের লঙ্ঘন করেছেন। এজন্য তাকে ৩০ হাজার রুবল জরিমানা করা হয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে অন্যকোনো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে প্রাথমিকভাবে তার আইনজীবীর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

### ইউক্রেনের কারণেই যুদ্ধবিরতি সম্ভব হচ্ছে না, জার্মানির চ্যান্সেলর শুলজের যুদ্ধবিরতির আহ্বানে - পুতিন

# ইউক্রেন ইস্যুতে পুতিন-এরদোগান ফোনালাপে শান্তি চুক্তির জন্য মস্কোর বিভক্ত শর্ত

**আঙ্কারা:** ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গত ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে ইউরোপের অন্যতম দুই ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে এ আলাপ হয়। আলাপে ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্ভাব্য একটি শান্তি চুক্তির ব্যাপারে কথা বলেন পুতিন। চুক্তির জন্য বিভক্ত শর্ত দিয়েছেন রুশ প্রধান।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফোনালাপে পুতিনকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার আহ্বান জানান রিসেপ তায়েপ এরদোগানে। আলোচনার জন্য দুই দেশের দুই প্রধানকে আতিথ্য দিতেও রাজি তুরস্ক।

পুতিন-এরদোগান ফোনালাপের পর বিষয়টি নিয়ে তুরস্ক প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা ও মুখপাত্র ইব্রাহিম কালিনের সঙ্গে কথা বলেন বিবিসির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জন সিম্পসন। কালিন অন্যতম একজন যিনি দুই নেতার ফোনালাপ শুনেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ইউক্রেনের সঙ্গে চুক্তির জন্য বিভক্ত শর্ত দিয়েছেন রুশ প্রধান। বেশ কয়েকটি শর্ত বা দাবির মধ্যে প্রথম চারটি দাবি সম্ভবত ইউক্রেনের জন্য পূরণ করা কঠিন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাশিয়ার শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতমগুলো হলো- ইউক্রেনকে মানতে হবে, তাদের নিরপেক্ষ থাকা উচিৎ এবং ন্যাটোতে যোগদানের জন্য আবেদন করা উচিত নয়। যদিও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইতোমধ্যেই বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। ইউক্রেনকে একটি নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে; যাতে দেশটি রাশিয়ার জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়। ইউক্রেনে রাশিয়ান ভাষার জন্য সুরক্ষা থাকতে হবে। এবং কথিত নাৎসী-মুক্তকরণ প্রক্রিয়া চালাতে হবে।

খবরে আরো বলা হয়, নাৎসী-মুক্তকরণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি জেলেনস্কির জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, তিনি নিজে ইহুদি এবং তার কয়েকজন আত্মীয় হলোকাস্টে মারা গেছেন। কিন্তু আঙ্কারা বিশ্বাস করতে চায়, জেলেনস্কির জন্য শর্তগুলো গ্রহণ সহজ হবে। সম্ভবত সব ধরনের নব্য-নাৎসিবাদের নিন্দা করা এবং তাদের দমনের প্রতিশ্রুতি দেওয়াই ইউক্রেনের জন্য যথেষ্ট হবে।

জটিলতা দেখা দিতে পারে রুশ দাবির দ্বিতীয় ভাগে। এর মধ্যে অন্যতম পূর্ব ইউক্রেইনের ডনবাস অঞ্চল এবং ক্রিমিয়া নিয়ে দর কষাকষি। এ বিষয়ে কালিন স্পষ্ট কিছু না বললেও বিবিসি মনে করছে, ইউক্রেনের কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অঞ্চল দুটির দাবি ছেড়ে দিতে বলবে রাশিয়া। এমনও হতে পারে, ২০১৪ সালে দখলকৃত ক্রিমিয়া রাশিয়ারই অংশ হিসেবে মনে নিতে হতে পারে ইউক্রেনকে।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়, দাবি পূরণ হওয়া সাপেক্ষে চুক্তির আগে ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে পুতিন মুখোমুখি বসতে চান বলে ফোনালাপে উল্লেখ করেছেন। যদিও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আগে থেকেই এ কথা বলে আসছেন। এরদোগান বলেছেন, বিদ্যমান সংকটে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পথ দেখাতে পারে। তাই যেকোনো চুক্তি বা সমঝোতার জন্য দুই নেতার বৈঠকের প্রয়োজন। এ জন্য আতিথেয়তা দিতেও কোনো অসুবিধা নেই তার।

বিভক্ত শর্ত আলোপ করলেও ইউক্রেনের জন্য তা মানা, না মানা দুই বিষয়েই উদ্বেগ থাকবে। কারণ, শর্ত না মানলে আবারো হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যদি মেনে নেন, তাহলে নিজ দেশের বাসিন্দাদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারেন জেলেনস্কি। খবর বিবিসি।

ইউক্রেনের কারণেই যুদ্ধবিরতি সম্ভব হচ্ছে না, জার্মানির চ্যান্সেলর শুলজের যুদ্ধবিরতির আহ্বানে- পুতিন

মস্কো: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে টেলিফোন করেছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজ। টেলিফোনে রুশ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ একাধিক দেশের

অ্যামেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ নিয়ে সরব হয়েছে। রাশিয়ার উপর আরো নিষেধাজ্ঞা জারি। ১৭ই মার্চ বৃহস্পতিবারই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরাসরি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলেছিলেন। এবার সরব হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও। রাশিয়ার বিরুদ্ধে রীতিমতো প্রস্তাব পাশ হয়েছে ইইউ পার্লামেন্টে। অভিযোগ, হামলার নামে ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ চালিয়েছে রাশিয়ার সেনা। এদিকে এখনো মারিউপলের থিয়েটারে উদ্ধারকাজ চলছে। উদ্ধারকারীদের বক্তব্য, কেউ বেঁচে আছে আছে বলে তারা মনে করছেন না। উদ্ধারকাজ বার বার ব্যাহত হচ্ছে কারণ, রাশিয়ার লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া হামলা চালানোর পর এখনো পর্যন্ত ৪২ জন স্বাস্থ্যকর্মীর উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে তারা আহত মানুষের সেবার কাজে যুক্ত ছিলেন। ডাব্লিউএইচও-র দাবি, মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। বাকিরা আহত। মারিউপলের থিয়েটারে আশ্রয় নেওয়া এবং বেঁচে যাওয়া এক ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ওই থিয়েটারটির ১০০ মিটারের মধ্যে কোনো ভবন নেই। ইউক্রেন আগেই রাশিয়াকে সতর্ক করেছিল যে, ওই ভবনে সাধারণ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তারপরেও এই ঘটনা ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান অনুযায়ী, দুপুর দুইটা নাগাদ একটি বিদেশি বিমান ওই ভবনের খুব কাছ দিয়ে উড়ে যায়। পাইলট খুব নীচ ফ্লাই করছিলেন। থিয়েটারটি স্পষ্টভাবেই দেখতে পেয়েছেন তিনি। এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তার উপর একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন বোমা নিক্ষেপ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, যে উচ্চতা থেকে বোমাটি ফেলা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার রাশিয়া থিয়েটারটিকেই টার্গেট করেছিল। মারিউপলের ঘটনার পর বিশ্বের একাধিক দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়। সকলেরই বক্তব্য রাশিয়া যুদ্ধাপরাধ করছে। মার্কিন কংগ্রেসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে রেসেলিউশন নেওয়া হয়েছে। রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়াম আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরো কড়া নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্তও হয়েছে। ডাচ পার্লামেন্টও সে দেশে রাশিয়ার ২০০ মিলিয়ন ইউরোর সম্পত্তি ফ্রিজ করে দিয়েছে। যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান এবং অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারের জন্য রাশিয়াকে সেফ প্যাসেজ তৈরি করে দিতেই হবে। ইউক্রেন বার বার অভিযোগ করছে, সেফ প্যাসেজেও হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। কিন্তু সত্যিই কি ইউক্রেন ছাড়তে চাইছেন সকলে? হিসেব বলছে, এখনো পর্যন্ত ২০ লাখেরও বেশি মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। আশপাশের দেশে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু বহু মানুষ ঘর ছাড়তেও চাইছেন না। ক্যানাডার এক ঐতিহাসিক সম্প্রতি কিয়েভে গিয়েছিলেন। তার বাবা সেখানে থাকেন। ওই ঐতিহাসিক ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, বাবাকে নিয়ে তিনি ক্যানাডা ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবা বাড়ি ছাড়তে রাজি হননি। প্রয়োজনে লড়াই করবেন বলেও জানিয়েছেন। বহু যুবক সেনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে। রয়টার্স, এপি, এএফপি

## রাশিয়া সন্ত্রাসী রাষ্ট্র -ভলোদিমির জেলেনস্কি

ইউক্রেনে রাশিয়ার চলমান সামরিক অভিযান গড়িয়েছে তৃতীয় সপ্তাহে। রুশ সেনাদের চালানো হামলায় পূর্ব ইউরোপের এই দেশটির সামরিক-বেসামরিক বহু অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। উঠছে বেসামরিক প্রাণহানির অভিযোগও।

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। বুধবার (১৬ মার্চ) রাতে দেওয়া এক ভিডিওবার্তায় তিনি এই মন্তব্য করেন বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

ভিডিওবার্তায় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, 'রাশিয়া সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বকে অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতি দিতে হবে।'

প্রতিবারের মতো এবারও তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়ে ইউক্রেনকে আরও অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে রাশিয়াকে মোকাবিলায় ইউক্রেনে নো-ফ্লাই জোন ঘোষণারও দাবি জানান জেলেনস্কি।

ইউক্রেনীয় এই প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, রাশিয়ার সাথে যেকোনো আলোচনা সফল হওয়ার জন্য তার দেশের 'প্রকৃত সুরক্ষা' নিশ্চিত করা একটি পূর্বশর্ত। রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় কিয়েভের অগ্রাধিকার পুরোপুরি পরিষ্কার বলেও মন্তব্য করেন জেলেনস্কি।

## পুতিনকে জেলনস্কির সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে চান এরদোগান

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লামিদির পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান।

ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার (১৭ মার্চ) কথা হয় এ দুই নেতার। এরদোগান পুতিনকে প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলনস্কির সঙ্গে পুতিনকে কথা বলিয়ে দিতে চান। পুতিন-এরদোগান কথোপকথোনের পর এক বিবৃতিতে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এরদোগান পুতিনকে বলেছেন, কিছু বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে দুই নেতার মধ্যে কথা হওয়া জরুরি। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আসতে পারে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোকে কেন্দ্র করে ২০০৮ সাল থেকে দ্বন্দ্ব চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। ওই বছরই ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিল ইউক্রেন। সম্প্রতি দেশটিকে পূর্ণ সদস্যপদ না দিলেও 'সহযোগী সদস্যপদ' হিসেবে মনোনীত করার পর আরও বাড়ে এই দ্বন্দ্ব।

ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন প্রত্যাহারে ইউক্রেনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে গত দুই মাস রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তে প্রায় দুই লাখ সেনা মোতায়েন রেখেছিল মস্কো।কিন্তু এই কৌশল কোনো কাজে আসেনি। উপরন্তু এই দু'মাসের প্রায় প্রতিদিনই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা অভিযোগ করে গেছেড় যে কোনো সময় ইউক্রেনে হামলা চালাতে পারে রুশ বাহিনী।

অবশেষে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দুই ভূখণ্ড দনেতস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় রাশিয়া; এবং তার দু'দিন পর, ২৪ তারিখ ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরুর নির্দেশ দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

# চীন-রাশিয়া নিয়ে উভয় সংকটে সৌদি যুবরাজ?

**রিয়াদ:** ইউক্রেনে সামরিক অভিযান পরিচালনার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে রাশিয়াকে সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। এই কাজে সফল হতে দরকার সৌদি আরবের সহায়তা। আর তাই তেলের উৎপাদন বাড়াতে সৌদির ওপর চাপ প্রয়োগ করছে বৈশ্বিক পরাশক্তি এই দেশ দু'টি।

তবে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কথামতো চলতে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি খুব কমই প্রস্তুত। একইসঙ্গে মার্কিন ডলার বাদ দিয়ে চীনা মুদ্রায় চীনের কাছে তেল বিক্রির হুমকিও সামনে এনেছে রিয়াদ।

এই পরিস্থিতিতে বুধবার (১৬ মার্চ) বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্রুড ওয়েল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরবে গেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। এর একদিন আগেই অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেট ম্যাকগার্কের নেতৃত্বে একটি মার্কিন প্রতিনিধি দল দেশটিতে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার (১৭ মার্চ) এক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, তেল উৎপাদনে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দু'টি দেশ হচ্ছে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের এই দু'টি দেশকে তেল উৎপাদনের আহ্বান জানিয়েছিল পশ্চিমা দেশগুলো। কিন্তু পশ্চিমাদের সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে দেশ দু'টি।

২০১৮ সালে ওয়াশিংটন পোস্টের কলামিস্ট এবং সৌদি রাজপরিবারের কঠোর সমালোচক জামাল খাশোগির হত্যাকাণ্ড ইস্যুতে পশ্চিমা দেশগুলোর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স ও দেশটির কার্যত শাসক মোহাম্মদ বিন সালমান। এছাড়া সৌদির মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং ইয়েমেন যুদ্ধ নিয়েও হরহামেশায় হয় পশ্চিমাদের সমালোচনা। আর এ কারণেই এখন পর্যন্ত এমবিএস নামে পরিচিত এই যুবরাজ্যের সঙ্গে সরাসরি কোনো চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

রয়টার্স বলছে, সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক শীতল হওয়ায় রাশিয়া ও চীনের সাথে সম্পর্ক মজবুত করেছেন মোহাম্মদ বিন সালমান। এমনকি বেইজিং-মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হলেও ওয়াশিংটনের সঙ্গে সৌদির এখনও ঘনিষ্ঠ নিরাপত্তা সম্পর্ক রয়েছে।

দু'টি সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তাসংস্থাটি জানিয়েছে, সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর গত

মঙ্গলবারই দেশটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন ব্রেট ম্যাকগার্ক ও অন্যান্য মার্কিন প্রতিনিধিরা। এসময় তেল উৎপাদন আরও বাড়াতে এবং ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ বন্ধে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে দেশটিকে চাপ দেন তারা।

সৌদির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদের এই বৈঠকের ব্যাপারে জ্ঞাত ওই দু'টি সূত্রের একটি রয়টার্সকে জানায়, 'সৌদি আরবের এই দু'টি (তেল উৎপাদন ও ইয়েমেন যুদ্ধ) ফাইল ওয়াশিংটন ছেড়ে দেবে এমনটা ভেবে থাকলে সেটি ভুল হবে।'

মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ এক কর্মকর্তা বলেছেন, ইয়েমেনসহ বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেট ম্যাকগার্কের নেতৃত্বে ওই মার্কিন প্রতিনিধি দল। তবে এর বেশি বিস্তারিত আর কিছু জানাতে অস্বীকৃতি করেন তিনি।

অন্যদিকে মস্কো ইউক্রেন আক্রমণ করার পরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর চাপ সৃষ্টির এবং রাশিয়ান হাইড্রোকার্বন থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ইতোমধ্যেই (পশ্চিমাদের) 'প্রধান আন্তর্জাতিক অংশীদার' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

কিন্তু আরব আমিরাতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক বিশ্লেষক আবদুল খালেক আবদুল্লাহ বলছেন, (সৌদি ও আমিরাতের কাছ থেকে) বরিস জনসনের খুব বেশি আশা করা উচিত নয়। টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেছেন, 'বরিস খালি হাতেই ফিরে যাবেন।'

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের এই সফরের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সৌদি সরকার। তবে আপাতত পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংস্থা এবং রাশিয়াসহ মিত্রদের মধ্যকার ওপেক প্লাস নামে একটি তেল সরবরাহ চুক্তি ত্যাগ করার কোনো লক্ষণ দেখায়নি সৌদি আরব।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে গত ২ মার্চ ওপেক প্লাসের সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে রুশ আগ্রাসনের কারণে পশ্চিমা দেশগুলো মস্কোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা শুরু করলেও ওপেক প্লাসের মন্ত্রী পর্যায়ের ওই বৈঠকে ইউক্রেন ইস্যুটি এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং বিদ্যমান নীতি অব্যাহত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এছাড়া চীনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে রিয়াদ। একইসঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে চলতি বছর সৌদি সফরের আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে, সৌদি আরব কিছু অপরিশোধিত তেল চীনের কাছে চীনা মুদ্রা ইউয়ানে বিক্রি করার জন্য *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# ভারত রাশিয়ার তেল কিনলে আপত্তি নেই যুক্তরাষ্ট্রের

**ওয়াশিংটন ডিসি:** টানা প্রায় ৩ সপ্তাহ ধরে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে রাশিয়া। মস্কোর এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। এছাড়া রাশিয়ার তেল কেনার ওপরও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ওয়াশিংটন।তবে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, ভারত ছাড়কৃত মূল্যে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনলে তা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করবে না।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি বলেছেন, সব দেশের কাছে আমাদের বার্তাটা স্পষ্ট। আমরা যে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছি তা মেনে চলা উচিত। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ভারত যদি ডিসকাউন্টে রাশিয়ার তেল কেনে তাহলে কি হবে? তিনি জানিয়েছেন, 'আমার মনে হয় না, এটি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবে।'

তবে সাকি বলেছেন, 'এটিও চিন্তা করা দরকার, ইতিহাসের পাতায় এই সময় নিয়ে কী লেখা হবে, কোনদিকে আপনারা থাকবেন? রাশিয়ার নেতৃত্বকে সমর্থন করার অর্থ হলো তাদের আগ্রাসনকে সমর্থন করা। এই আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর হতে বাধ্য।'

এখনও পর্যন্ত রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে ভারত কোনো পক্ষকেই সমর্থন করেনি। তারা দুই পক্ষকেই আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেছে। তবে জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি ভারত। আবার রাশিয়ার পক্ষেও ভোট দেয়নি দেশটি। তারা ভোটদানে বিরত থেকেছে।

এখনও পর্যন্ত বাইডেন প্রশাসন ভারতের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তেল কেনার ক্ষেত্রেও তাদের কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছে। তাছাড়া পাকিস্তানে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রকেও তারা নিছক দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোরে ইউক্রেনে হামলা শুরু করে রাশিয়ান সৈন্যরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে ইউক্রেনে এই হামলা শুরু করে। একসঙ্গে তিন দিক দিয়ে হওয়া এই হামলায় ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পড়েছে বৃষ্টির মতো। সর্বাত্মক হামলা শুরুর পর এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব ইউরোপের এই দেশটির বহু শহর কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর'র তথ্য অনুযায়ী, ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন ৩০ লাখ ইউক্রেনীয়। - ডয়চে ভেলে ও এনডিটিভি

# রাশিয়ার স্থল অভিযান ব্যর্থ, দাবি ইউক্রেনের

**কিয়েভ:** ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী বলেছে, স্থল অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় রাশিয়ার সামরিক বাহিনী এখন বিমান থেকে ইউক্রেনের বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে। গত ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী এই দাবি করেছে।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, রাশিয়ার ব্যর্থ স্থল অভিযানের মানে হল, তারা এখন আকাশ যুদ্ধের দিকে মনোনিবেশ করছে। ইউক্রেনীয় বিভিন্ন শহরের অবকাঠামো এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা লক্ষ্য করছে।

রাশিয়ার অব্যাহত বিমান হামলা সত্ত্বেও ইউক্রেন আকাশ এবং স্থল যুদ্ধে জয়ের দাবি করেছে। দেশটি বলেছে, তারা বৃহস্পতিবার শত্রুপক্ষের অন্তত ১০টি বিমান গুলি চালিয়ে ভূপাতিত করেছে। তবে ইউক্রেনের এই দাবি নিরপেক্ষভাবে যাচাই *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

# পশ্চিমে ভরসার দিন শেষ, রাশিয়া এখন পূর্বমুখী - ল্যাভরভ

**মস্কো:** ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার যে বোঝাপড়া ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র শাসিত বিশ্বব্যবস্থা কোনো অবস্থাতেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয় বিশ্বের বৃহত্তম এই দেশটি।

এ কারণে এখন থেকে বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয় বা প্রাচ্য দেশগুলোর সঙ্গে মিত্রতায় গুরুত্ব দেবে রাশিয়া, ভরসাও রাখবে তাদেরই ওপর।

১৮ই মার্চ শুক্রবার রুশ সংবাদ মাধ্যম আরটি ইংলিশকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন সের্গেই ল্যাভরভ, যিনি ২০০৪ সাল থেকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন।

আরটি ইংলিশকে ল্যাভরভ বলেন, 'এটা সত্যি যে, ১৯৯১ সালের পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার এক ধরনের বোঝাপড়া ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল; কিন্তু আমাদের পশ্চিমা অংশীদাররা যদি মনে করেড় এখনও আমরা তাদের ভরসা করি, সেক্ষেত্রে তারা বিভ্রান্তিতে আছে এবং এই বিভ্রান্তি স্থায়ী হবে না।' 'আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গে আমি বলবড় এই দেশ আসলে বিশ্বকে একটি গ্লোবাল ভিলেজ হিসেবে দেখতে চায় না, তারা চায় একটি অ্যামেরিকান ভিলেজ; অর্থাৎ এমন একটি বিশ্ব যেখানে কেবল তাদেরই আধিপত্য চলবে।'

'তাদের কল্পিত অ্যামেরিকান ভিলেজের অবস্থা অনেকটা সেসব পানশালার মতো, যেখানে শক্তিমানরা বন্দুকের জোরে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখে। চীন, ভারত, ব্রাজিলের মতো বিশ্বের অনেক দেশই আর আঙ্কল স্যামের (যুক্তরাষ্ট্র) তাদের আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।' ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর শীতলযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক চরম তিক্ততায় পৌঁছায়। দীর্ঘ প্রায় ৫ দশক এই যুদ্ধ চলার পর ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে

সমাপ্তি ঘটে তার। ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যে দ্বন্দ্ব, সেটিও মূলত পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোকে ঘিরেই। ২০০৮ সালে ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করার পর থেকেই দু'দেশের মধ্যে সংকট তৈরি হয়।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রুশ বাহিনীকে ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযানের' নির্দেশ দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই নির্দেশের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে পুতিন বলেছেন, 'রাশিয়াকে হুমকি দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেইনকে ব্যবহার করার চেষ্টা প্রতিহত করা এবং দোনেতস্ক ও লুহানস্কের রুশভাষীদেরকে ইউক্রেইনের 'গণহত্যার' হাত থেকে বাঁচাতে এই 'বিশেষ সামরিক অভিযান' জরুরি হয়ে পড়েছিল।

এদিকে সামরিক অভিযানের শুরু থেকেই রাশিয়ার ওপর একের পর এক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশ ও সংগঠন। ইতোমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রুশ ব্যাংকগুলোর বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সুইফট থেকেও রাশিয়াকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে।

আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কাজ করা সংস্থা ক্যাস্টেলাম ডট এআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে বর্তমানে শীর্ষে আছে রাশিয়া। ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে গত দু'সপ্তাহে দেশটির বিরুদ্ধে ২ হাজার ৭৭৮টি নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

অতীতেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে রাশিয়ার ওপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পশ্চিমা দেশগুলো। ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর জারিকৃত নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলোসহ রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক মোট নিষেধাজ্ঞার সংখ্যা এখন ৫ হাজার ৫৩০।

এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার ভূমিকা কেমন হবেড় প্রশ্নের জবাবে ল্যাভরভ বলেন, 'আমরা প্রাচ্যকে গুরুত্ব দেবো। আমরা এখন ভরসা রাখব নিজেদের ওপর এবং সেইসব মিত্রদের ওপর, যারা এখনও আমাদের সমর্থন করে।' 'তবে আমরা পশ্চিমাদের জন্য দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি না, যেমনটা তারা আমাদের সঙ্গে করেছে।'

# আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাই না - হোয়াইট হাউস

ছবির ক্যাপশন :
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি

**ওয়াশিংটন ডিসি:** টানা তিন সপ্তাহ ধরে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান চলছে। বৈশ্বিক এই পরাশক্তিকে মোকাবিলায় পশ্চিমা সামরিক সরঞ্জামের পাশাপাশি ইউক্রেনে নো-ফ্লাই জোন আরোপের দাবি জানিয়ে আসছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
বুধবার (১৬ মার্চ) মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়ার সময়ও এই দাবি জানান ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। তবে বাইডেন তার আগের জায়গাতেই অনড়। বাইডেন প্রশাসনের দাবি, নো-ফ্লাই জোন ঘোষণার মতো পদক্ষেপ রাশিয়ার সাথে বৃহত্তর যুদ্ধ শুরুর ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি।
রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর কয়েকদিন পর থেকেই কয়েকবার ইউক্রেনে 'নো-ফ্লাই জোন' ঘোষণা করতে পশ্চিমাদের প্রতি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আহ্বান জানিয়েছেন। তবে সামরিক জোট ন্যাটো, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অনেক আইনপ্রণেতাই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।
কারণ হিসেবে তারা বলেন, ইউক্রেনে নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হলে তা পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাশিয়ার সাথে সরাসরি পশ্চিমের সংঘাত সৃষ্টি করবে। এটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণও হতে পারে। এছাড়া হোয়াইট হাউস এখন পর্যন্ত রাশিয়ার তৈরি মিগ যুদ্ধবিমানগুলো ইউক্রেনে পাঠানোর প্রস্তাবেও সমর্থন জানায়নি।
বুধবার (১৬ মার্চ) মার্কিন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ভাষণের পর হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা আগেই বলেছি, নো-ফ্লাই জোন ঘোষণার পর সেটি বাস্তবায়ন করে দেখানোর প্রয়োজন হবে। এর ফলে আমাদেরকে রাশিয়ার প্লেনগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি করতে হবে, ন্যাটোকেও রাশিয়ার প্লেন গুলি করে নামাতে হবে।'
সংবাদমাধ্যম আরটি বলছে, জেলেনস্কির বুধবারের ভাষণের পর নো-ফ্লাই জোন আরোপের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার আগের মত পরিবর্তন করবেন কি না, একজন সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে জেন সাকি বলেন, 'আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাই না।'
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন জেলেনস্কির ভাষণ শুনেছেন এবং এটিকে 'আবেগপূর্ণ এবং শক্তিশালী' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।
এর আগে বুধবার (১৬ মার্চ) সকালে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ প্রদান করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। ভাষণে জেলনস্কি বলেন, ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে এবং গত আট বছর ধরেই ইউক্রেন রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিহত করে আসছে।
তার ভাষায়, আমরা এক সেকেন্ডের জন্যও হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবিনি। রাজধানী কিয়েভে প্রতিদিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে রুশ দখলদাররা। কিন্তু তারপরও আমরা হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারিনি।
এ সময় তিনি আবারও ইউক্রেনে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রশ্ন করেন, আমাদের এই চাওয়া কি খুব বেশিকিছু?
পরে বুধবার (১৬ মার্চ) রাতে দেওয়া এক ভিডিওবার্তায় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, 'রাশিয়া সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বকে অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতি দিতে হবে।'

## রাশিয়ায় ব্যবসা বন্ধ করতে পারছে না আমেরিকার বার্গার কিং

**মস্কো:** ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই রাশিয়ার উপর একের পর এক কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে পশ্চিমা বিশ্ব। সেই নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে রাশিয়া থেকে নিজেদের ব্যবসাও গুটিয়ে নিচ্ছে পশ্চিমা কোম্পানিগুলো। কিন্তু বাধ সেধেছে মার্কিন ফুড চেইন নেটওয়ার্ক বার্গার কিংয়ের ক্ষেত্রে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের কারণে রাশিয়া থেকে নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে পারছে না প্রতিষ্ঠানটি।
মার্কিন ফাস্ট ফুড চেইনটির মালিক বলেছেন, রাশিয়ার ৮০০টি বার্গার কিং স্টোরের অপারেটর তাদের স্টোর বন্ধ করতে 'অস্বীকৃতি' জানিয়েছে।
রেস্টুরেন্ট ব্র্যান্ডস ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করার পরপরই বার্গার কিংয়ের রাশিয়ান অংশীদার আলেকজান্ডার কোলোবভকে সেখানকার আউটলেটগুলো বন্ধ করতে বলেছিল তারা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত মানতে এবং আউটলেট বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। রেস্টুরেন্ট ব্র্যান্ডস ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট ডেভিড শিয়ার কর্মীদের উদ্দেশে এক খোলা চিঠিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
মূলত ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির কারণে রাশিয়া ছাড়তে পারছে না বার্গার কিং। কেননা ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ম অনুসারে, কোনো কোম্পানির ব্র্যান্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো পক্ষ ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ জন্য তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। বিনিময়ে ব্র্যান্ডগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ পায়। কিন্তু সেসব ব্যবসা পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা তাদের থাকে না।
ডেভিড শিয়ার বলেছেন, কোম্পানিটি ব্যবসায় তার ১৫ শতাংশ অংশীদারিত্বের মধ্যে রয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে 'জটিল' চুক্তির কারণে রাশিয়া থেকে বাজার ছেড়ে যাওয়া কঠিন মনে করছে বার্গার কিং। তাই এখনো রাশিয়ায় ব্যবসা চালু রাখতে বাধ্য হচ্ছে পশ্চিমা এই ব্র্যান্ডটি।

## পুটিন যুদ্ধাপরাধী - বাইডেনের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতায় মস্কো

**মস্কো:** পুটিনকে যুদ্ধাপরাধী বলেছিলেন বাইডেন। ক্রেমলিন তার তীব্র বিরোধিতা করে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে। গত ১৬ মার্চ বুধবার ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মন্তব্য করেছিলেন,ও ইউক্রেনে পুটিন যা করছেন, তা যুদ্ধাপরাধ। পুটিন যুদ্ধাপরাধী২ পরদিন ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার মস্কো বাইডেনের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তারা বলেছে, বাইডেনের বক্তব্য মিথ্যা এবং সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। ক্ষমাহীন মন্তব্য করেছেন বাইডেন। তাস নিউজ খবরটি প্রথম প্রকাশ করে।
বস্তুত, বুধবার (১৬ মার্চ) ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মার্কিন কংগ্রেসে একটি ভিডিও বক্তৃতা করেন। সেখানে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ছবি তুলে ধরেন প্রেসিডেন্ট। অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে রাশিয়া। এরপরেই অ্যামেরিকা ইউক্রেনকে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্যের কথা ঘোষণা করে। বাইডেন স্বয়ং এই ঘোষণা করেছেন। বলা হয়েছে, মানবিক সাহায্যের পাশাপাশি ইউক্রেনকে ড্রোন এবং অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল সিস্টেম দেওয়া হবে। দেশের সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে ইউক্রেনের ওই অস্ত্রের প্রয়োজন বলে অ্যামেরিকা মনে করে।
বস্তুত, এর আগে তার বক্তৃতায় জেলেনস্কি বলেছিলেন, অ্যামেরিকা-সহ পশ্চিমা দেশগুলি ইউক্রেনকে সাহায্য করলেও তা যথেষ্ট নয়। ইউক্রেনের আরো সাহায্য প্রয়োজন।
জার্মানির বার্তা
এদিকে ইউক্রেনে লড়াইয়ের কারণে শরণার্থীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক ইউরোপের বাইরের দেশগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সকলে যেন শরণার্থী সংকটের বিষয়টি মানবিক চোখে দেখেন। এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।
এখনো পর্যন্ত প্রায় ৩০ লাখ শরণার্থী ইউক্রেন ছেড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে অনেকেই সব হারিয়ে দেশ ছেড়েছেন। অনেকে হারিয়েছেন গোটা পরিবারকে। মানবিক চোখে এই মানুষদের আশ্রয় দিতে হবে বলে মনে করেন বেয়ারবক। অ্যামেরিকাকে বিশেষ করে সাহায্যের হাত বাড়ানোর কথা বলেছেন বেয়ারবক।
প্রতিযোগিতায় না
এদিকে এরই মধ্যে শুরু হচ্ছে মাল্টি স্পোর্ট ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে রাশিয়া এবং বেলারুশ অংশ নিতে পারবে না। মিউনিখে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। রাশিয়া এবং বেলারুশের ক্রীড়া কর্মকর্তারা তো বটেই, খেলোয়াড়রাও সেখানে অংশ নিতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রয়টার্স, এপি, এএফপি, টাস নিউজ

## ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করছেন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা

**ওয়াশিংটন ডিসি:** ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মন্তব্যকে যৌক্তিক বলে মনে করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন । গত ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ব্লিনকেন জানান,ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে, । এই অপরাধ প্রমাণে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা প্রামাণিক তথ্য যোগাড়ের কাজ করছেন।
এর আগে বুধবার (১৬ মার্চ) মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন সাংবাদিকদের বলেন, তার বিশ্বাস রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একজন 'যুদ্ধাপরাধী'। তবে পরে হোয়াইট জানায় গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরুর পর কোনও আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ব্লিনকেন বলেন, ব্যক্তিগতভাবে, আমি একমত। তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানানো যুদ্ধাপরাধ। বাইডেনের মন্তব্যকে অগ্রহণযোগ্য এবং ক্ষমার অযোগ্য ভাষা আখ্যা দেয় ক্রেমলিন। মস্কো বলছে তারা ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে। এর উদ্দেশ্য প্রতিবেশী দেশটিকে 'নিরস্ত্রীকরণ করা এবং নাৎসীমুক্ত' করা। বেসামরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর কথা অস্বীকার করেছে তারা।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, রাশিয়া সম্প্রতি হাসপাতাল, স্কুল, বেসামরিক মানুষেরা আশ্রয় নেওয়া একটি থিয়েটারে হামলা চালিয়েছে। অ্যান্টনি ব্লিনকেন দাবি করেন, এসব হামলা বেসামরিকদের ওপর হামলার দীর্ঘ তালিকার একটি অংশ মাত্র।খবর রয়টার্স।

# বাংলাদেশে আসছে আইন, বন্ধ হবে নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা

**ঢাকা:** বাংলাদেশে ধর্ষণ মামলায় সাক্ষ্য আইনের দুইটি ধারা প্রকারান্তরে ধর্ষণের শিকার নারীর চরিত্র হননের সুযোগ করে দিয়েছে। তার সুযোগ নেন আসামি পক্ষের আইনজীবী। সরকার আইনের এই দুইটি ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই আইনটি পাশ হলে ধর্ষণ মামলায় আদালতে নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাকে হেনস্থা করার সুযোগ থাকবে না। ধর্ষণ মামলায় বিচার পাওয়া সহজ হবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আইনের এই দুইটি ধারার সুবিধা নিয়ে আসামির আইনজীবীরা ধর্ষণের শিকার নারীকে এক অর্থে দ্বিতীয়বার আদালতে মৌখিকভাবে ধর্ষণের সুযোগ নেয়, যা একজন নারীর জন্য চরম অবমাননাকর। ট্রমার মধ্য দিয়ে যাওয়া নারীকে আরো গভীর ট্রমায় নিয়ে যায়। এই দুইটি আইন বাতিল হলে আদালতে নারীকে নতুন করে হেনস্থা হতে হবে না। ধর্ষণের মামলা প্রমাণও অনেক সহজ হবে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান জানান, ওই দুইটি ধারা হলো ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) এবং ১৪৬(৩) ধারা।

এই দুইটি ধারায় ধর্ষণের শিকার নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে। ১৫৫(৪) ধারায় নারীর সাক্ষ্য নেয়ার সময় সরসরি তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। সেখানে ধর্ষণের শিকার নারীর চরিত্র, তার অতীত যৌন জীবন, সম্পর্ক- সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করা যায়।

এসব প্রশ্ন করে নারীকে শুধু মানসিকভাবে দুর্বলই নয়, তাকে খারাপ চরিত্রের বলে প্রমাণের চেষ্টা করে ধর্ষণ মামলার আসামিদের বাঁচানোর চেষ্টা করার সুযোগ ওই আইনে দেয়া আছে। আর ১৪৬(৩) ধারায় জেরার সময়ও নারী ও পুরুষ উভয়কে চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করা যায়। তবে আইনজীবীরা এটা নারীর ওপরই প্রয়োগ করেন। অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান বলেন, এই দুইটি ধারা ব্রিটিশ আমলের। এই আইন ধর্ষণ মামলার বিচারে বড় বাধা। কারণ, আইন দুইটির কারণে ঘটনা বাদ দিয়ে আদালতে আইনজীবীরা নারীর চরিত্র হননে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কারণ, দুশ্চরিত্রা প্রমান করতে পারলে আইনে আসামি সুবিধা পান। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে নারীকে নতুন মামলার ফাঁসিয়ে দেয়ারও সুযোগ আছে।"

তার মতে, এই দুইটি ধারা বাতিল অত্যন্ত সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। এর ফলে ধর্ষণের শিকার নারী বিচার দাবিতে আরো সাহসী হবেন। ওই আইনের কারণে কোনো কোনো নারী ধর্ষণের বিচার চাইতেই ভয় পান।

ধর্ষণ মামলার আইন ও এর নানা দিক নিয়ে গবেষণা করছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা। তিনি বলেন, এই আইনটি বাতিল হলে আইনগতভাবে নারীর চরিত্র নিয়ে কথা বলার সুযোগ আর থাকবে না। এই আইনটির কারণে নারীর চরিত্র হননের সুযোগ আছে। আর মূল ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে নারীর জীবনের ইতিহাস প্রকাশের প্রবণতা স্পষ্ট। এটা ধর্ষণের বিচার না হওয়ার একটা পুরুষতান্ত্রিক আইন।"

তবে তার মতে এই আইন বাতিলই যথেষ্ট নয়। তার কথা, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্ষণের মতো অপরাধকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে দেখার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। ধর্ষণের মামলা যে নারীর অতীত যৌন জীবনের ইতিহাস খোঁজা নয়, কার সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল বের করা নয়, এটা আমাদের বুঝতে হবে। একই সাথে ধর্ষণ মামলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ও জরুরি।"

জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির প্রধান অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, একজন যৌনকর্মীর সঙ্গেও তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বা সম্মতি ছাড়া কিছু করা যাবে না। এটা আমাদের বুঝতে হবে। ওই আইন থাকায় যা হচ্ছে, তা হলো, আদালতে ধর্ষণের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি জ্ঞানের পরিধি নয়, ডক্টরেটধারী মানুষের সংখ্যা বাড়াচ্ছে

**সাইফ সুজন:** টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রে স্থান পাচ্ছে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে প্রযুক্তি ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ছে। এক্ষেত্রে ডক্টরাল গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) বা সমমানের গবেষণায় জ্ঞানের গভীরতার পাশাপাশি তার প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করতে হয়। ফলে পিএইচডি গবেষকরা সামাজিক রূপান্তরে বড় প্রভাব রাখতে পারেন।

পিএইচডি বা সমমানের গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলোই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। বাংলাদেশেও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে পিএইচডি গবেষকের সংখ্যা বাড়ছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণায় বিজ্ঞান বা প্রকৌশল নয়, গুরুত্ব পাচ্ছে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়। গত এক দশকে বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে দেয়া পিএইচডি গবেষণায় সবচেয়ে এগিয়ে ইসলামিক স্টাডিজ, বাংলা ও আরবি বিভাগ।

জার্মান তথ্য সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টার তথ্যমতে, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পিএইচডি ও সমমানের ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫৬৮টি। এর মধ্যে ৮২ হাজার ৮৯৫টি ডক্টরেট ডিগ্রিই দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণার জন্য। যা দেশটিতে ওই শিক্ষাবর্ষে দেয়া মোট ডক্টরেট ডিগ্রির ৪৪ শতাংশ। একই শিক্ষাবর্ষে লিগ্যাল প্রফেশনস অ্যান্ড স্টাডিজ বিষয়ে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি পেয়েছেন ৩৪ হাজার ৩৮৭ জন। আইন বিষয়ে পিএইচডির এ সংখ্যা মোট ডক্টরেট ডিগ্রির ১৮ শতাংশ। দেশটিতে ওই সময়ে শিক্ষা বিষয়ে গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ১৩ হাজার ২০ জনকে, যা মোট ডিগ্রির ৭ শতাংশ। একই প্রবণতা দেখা যায় যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পিএইচডি গবেষণার ক্ষেত্রে।

তবে পিএইচডি গবেষণায় সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র

দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষড়এক দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৭৫৩ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কলা অনুষদে দেয়া হয়েছে ২৮৮টি পিএইচডি, যা অনুষদভিত্তিক হিসাবে সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা জীববিজ্ঞান অনুষদ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ১৩৭ জনকে। আর সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ৯২ জনকে। একই সময়ে ব্যবসায় শিক্ষায় ৬৭, বিজ্ঞানে ৪০, প্রকৌশলে ২৬, ফার্মেসিতে ১৯ ও মেডিকেল অনুষদে ১৪ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। এর বাইরে আইনে নয়জন, পরিবেশ বিজ্ঞানে ছয় ও চারুকলা অনুষদ থেকে চারজন পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন।

বিভাগভিত্তিক হিসেবে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়ার ক্ষেত্রেও শীর্ষ তিন বিভাগই কলা অনুষদের। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষড় এক দশকে সবচেয়ে বেশি পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ইসলামিক স্টাডিজে। এ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ৮১ জন গবেষককে, যা এক দশকে বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে দেয়া পিএইচডি ডিগ্রির ১০ শতাংশের বেশি। পরের অবস্থানে থাকা বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন ৬৬ জন। আরবি বিষয়ে গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ৪৩ জনকে। একই সময়ে প্রাণিবিদ্যায় ৩৭, মার্কেটিংয়ে ৩১, উদ্ভিদবিজ্ঞানে ২৯ ও অণুজীববিজ্ঞানে ২৭ জন গবেষককে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। এর বাইরে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশে ১৬, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞানে ১৫ ও লোকপ্রশাসনে ১৪ জন পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, প্রকৌশল কিংবা স্বাস্থ্য-চিকিৎসায় সবচেয়ে বেশি পিএইচডি ডিগ্রি দিচ্ছে, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন চিত্র কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান বণিক বার্তাকে বলেন, বিজ্ঞান কিংবা প্রকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোয় পিএইচডি ডিগ্রি কম থাকার প্রধান কারণ আর্থিক। বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের শিক্ষকরা অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকরি করেন। এ কারণে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

# ইভিএম এখনো বুঝে উঠিনি, বিষয়টি নিয়ে পরে কথা বলবো - সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল

**চট্টগ্রাম:** ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এখনও বুঝে উঠতে পারেননি বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি বলেন,ইভিএম আমরা এখনও বুঝে উঠিনি। বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। গত ১৮ মার্চশুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন সিইসি । এ সময় সব দলের সহযোগিতায় যেকোনো নির্বাচন আয়োজন করতে চান বলে কাজী হাবিবুল আউয়াল জানান।

তিনি বলেন,আমাদের কাজ হচ্ছে আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করা। জাতীয় নির্বাচন হোক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম থেকে র‍্যাবকে বাদ দেওয়া উচিত - এইচআরডব্লিউ

**নিউইয়র্ক:** জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম থেকে র‍্যাবকে বাদ দেওয়া উচিত বলে মনে করে নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। গত ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার এইচআরডব্লিউর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশে নির্যাতন, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার গুরুতর অভিযোগ নিয়ে জাতিসংঘের যে উদ্বেগ সে বিষয়ে দেশটির সরকারের যথাযথ জবাব দেওয়া উচিত। এইচআরডব্লিউ বলছে, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি হিউম্যান রাইটস অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্টের আওতায় গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# ‘২১ বছর সবকিছু নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সত্যকে মুছে ফেলা যায় না’-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

**ঢাকা:** জাতীয় শিশু দিবসসহ প্রত্যেকটি জাতীয় দিবস সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে দীক্ষা দেয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমি বলব আমাদের পক্ষ থেকেও উদ্যোগ নিতে হবে ছেলে মেয়েসহ সবাই যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই সত্যগুলো জানতে পারে। কারণ ২১টি বছরতো সবকিছুই নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু সত্যকে কেউ মুছে ফেলতে পারে না। আজকে সেটাই প্রমাণ হয়েছে।

তিনি বলেন, আবার যেন কখনো কোনো হায়েনার দল বাঙালির যে অর্জন সেগুলোকে যেন কেড়ে নিতে না পারে। তার জন্য দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের এই গতিধারাটা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এই উন্নয়নের প্রত্যেকটি ধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করেই তাদের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

১৮ মার্চ শুক্রবার বিকেলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনায় সভাপতির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের ইতিহাসটা শিখাতে হবে। তিনি বলেন, ২১ শে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা দিবস, বাংলা ভাষার জন্য এ দেশের মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে গেছে। যে দিবসটা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃ

ভাষা দিবস। এটা কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্মের সব শিশুদের জানতে হবে এবং শিখাতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এই বিজয় এবং স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে যে আত্মত্যাগ সেই আত্মত্যাগ সম্পর্কেও সবাইকে জানতে হবে। তাহলেই তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে।

আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন- আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান এমপি, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আব্দুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপি, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, দলের কেন্দ্রীয় ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সিরাজুল মোস্তফা, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলি প্রমুখ।

দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা আজম এমপি, গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলী খানও বক্তৃতা করেন এবং গণভবন থেকে দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের যে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ ভাগেরও ওপরে তাকে আমরা এখন ২০ ভাগে নামিয়ে এনেছি। সেনসাস রিপোর্ট বের হলে এই সংখ্যা আরো কমে আসবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তার সরকার জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমর্থ হওয়ার পরপরই পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# দুর্নীতি হলো ক্যানসার, বহু লোক এর সঙ্গে থাকতে চায় -পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

ঢাকা: পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, দেশে দুর্নীতির সমস্যা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমরা উপলব্ধি করতে পারি দুর্নীতি হলো ক্যানসার। কিন্তু বহু লোক এই ক্যানসারের সঙ্গে থাকতে চায়। আমরা চাই দুর্নীতি বন্ধ করতে। এখন দেশে প্রচুর উন্নয়নকাজ হচ্ছে। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগও তৈরি হচ্ছে। কোথাও দুর্নীতি হলে সেখানে আমরা প্রতিকারের ব্যবস্থা করি। বুধবার (১৬ মার্চ) সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত ‘বাংলাদেশ-জাপান পার্টনারশিপ ফর দ্য নেক্সট ডেভেলপমেন্ট জার্নি শিরোনামের সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এ কথা বলেন। সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে আয়োজিত সংলাপটি সঞ্চালনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, রপ্তানি বাড়াতে সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) দিকে যাচ্ছে। জাপানের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য করা যায় কি না, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ প্রতি বছর বাড়ছে। হলি আর্টিসানের ঘটনা এবং সাম্প্রতিক কোভিডের কারণে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হলেও গত এক দশকে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে তিন গুণের বেশি। জেট্রোর এক জরিপের তথ্য উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগকারীদের ৬৮ শতাংশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

# সমালোচনার ঝড়: স্বাধীনতা পুরস্কারের তালিকা থেকে আমির হামজার নাম বাদ

**ঢাকা:** সমালোচনার ঝড় ওঠায় দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কারের তালিকা থেকে আমির হামজার নাম বাদ দিয়েছে সরকার।১৮ মার্চ শুক্রবার ৯ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানের সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সেখানে সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত আমির হামজার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

এবারের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত ১০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করা হয় গত ১৫ মার্চ। প্রয়াত আমির হামজার নাম ঘোষণা করা হয় সাহিত্য ক্যাটাগরিতে। নাগরিক মহলে অচেনা আমির হামজার নাম দেখে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। ‘বাঘের থাবা, ‘পৃথিবীর মানচিত্রে একটি মুজিব তুমি ও ‘একুশের পাঁচালি

নামে আমির হামজার তিনটি বইয়ের হদিস পাওয়া যায়। তার জন্মস্থান মাগুরায় তিনি গানের আসরে বসে গান লিখতেন, সুর করতেন বলে অনেকে তাকে ‘চারণ কবি’ হিসেবে চিনতেন। তিনি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন বলে স্থানীয়রা জানায়।

তবে তিনি ১৯৭৮ সালে আমির হামজা একটি খুনের মামলার প্রধান আসামি ছিলেন বলেও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসে। বিচারিক আদালতের রায়ে ওই মামলায় তার যাবজ্জীবন সাজা হলেও পরবর্তীতে বিএনপি সরকারের আমলে ‘রাজনৈতিক বিবেচনায়’ সাধারণ ক্ষমা পান। আমির হামজার ছেলে আসাদুজ্জামান সরকারি কর্মকর্তা। এখন তিনি খুলনা জেলা পরিষদের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# ‘পল্লীবন্ধু পদক’ পাচ্ছেন ডা. জাফরুল্লাহ, শাইখ সিরাজসহ ৮ জন

**ঢাকা:** জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্মরণে প্রবর্তিত ‘পল্লীবন্ধু পদক’ পাচ্ছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীসহ আট বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮ মার্চ শুক্রবার দলের বনানী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তাদের নাম ঘোষণা করেন জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদের।

আগামী রোববার এরশাদের ৯৩তম জন্মদিনে রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হবে। পল্লীবন্ধু পদক ২০২১ এর জন্য মনোনীতরা হলেন- স্বাস্থ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, সাহিত্যে কবি ফজল সাহাবুদ্দিন (মরণোত্তর), কৃষিতে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ, সঙ্গীতে এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর), শিক্ষায় অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্ল্যাহ, গ্রামীণ উন্নয়নে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক (মরণোত্তর) ও ক্রীড়ায় গোলাম সরোয়ার টিপু, শিল্পে বীর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পপতি আব্দুল ওয়াহেদ বাবুল। পদকের সঙ্গে উত্তরীয়, ক্রেস্ট, সম্মাননা পত্র এবং এক লাখ টাকা সম্মানী দেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য সাহিদুর রহমান টেপা, এসএম ফয়সাল চিশতী, মীর আব্দুস সবুর আসুদ, হাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন, শফিকুল ইসলাম সেন্টু, অ্যাডভোকেট মো. রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া প্রমুখ।

# রাজধানী ঢাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আসছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি

**গাফফার খান চৌধুরী:** রাজধানী ঢাকায় গতানুগতিক অপরাধ কমে গেছে। বেড়েছে তথ্য প্রযুক্তিকেন্দ্রিক অপরাধ। প্রযুক্তিকেন্দ্রিক অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের অধিকাংশ সময়ই আইনের আওতায় আনা যাচ্ছে না। এ জন্য প্রযুক্তি দিয়েই প্রযুক্তিকেন্দ্রিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। চালু হচ্ছেøসেভ ঢাকা প্রকল্প। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। রাজধানীকে পুরোপুরি প্রযুক্তির আওতায় আনা হবে। বসানো হবে ৫০ হাজার শক্তিশালী গোয়েন্দা ক্যামেরা। তবে অর্থাভাবে প্রতিবছর ১০০-২০০ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ঢাকার প্রবেশ ও বের হওয়ার পয়েন্টগুলোতে গোয়েন্দা ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীতে ম্যানুয়াল বা গতানুগতিক অপরাধ কমে গেছে। বাড়ছে প্রযুক্তিকেন্দ্রিক অপরাধ। প্রযুক্তিকেন্দ্রিক অপরাধ ম্যানুয়াল সোর্স দিয়ে প্রতিরোধ বা অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা কঠিন। প্রায় সময়ই তাদের আইনের আওতায় আনা যায় না। বিশেষ করে এখন অপরাধীরা ম্যানুয়ালভাবে অপরাধ করতেও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এতে করে তাদের চেহারা চেনা যায় না। বিশেষ করে এটিএম বুথ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধের সময় অপরাধীরা নিজেদের চেহারায় পরিবর্তন আনে। যেটি খুবই উদ্বেগের বিষয়। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দেনদরবার চলছিল। শেষ পর্যন্ত সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশের পর প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, রাজধানী ৫০টি ছাড়াও আশপাশের

# বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিয়ে রাশিয়ার অভিযোগ কতটা যৌক্তিক?

ঢাকাস্থ রাশিয়ার দূতাবাস অভিযোগ করেছে যে, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের একটা অংশ ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মস্কোর বিরুদ্ধে যায় এমন পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রচার করছে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন ভিন্ন কথা।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে লেখা এক খোলা চিঠিতে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মানতায়েত্সকি দাবি করেছেন, ঢাকার কয়েকটি সংবাদমাধ্যম পশ্চিমা গণমাধ্যমের মতো রাশিয়াবিরোধী পক্ষপাতদুষ্ট খবর প্রচার করছে।

ঢাকার একটি পিআর এজেন্সি রোববার রাষ্ট্রদূতের চিঠিটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাঠায়। পরবর্তীতে সোমবার সেটি দূতাবাসের ভেরিফাইড ফেসবুক পাতাতেও প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে ডয়চে ভেলেকে চিঠিটির সত্যতা নিশ্চিত করেছে রাশিয়া দূতাবাস।

রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মানতায়েত্সকির স্বাক্ষর করা চার পাতার চিঠিতে মূলত ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মস্কোর অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রদূত সেখানে এই দাবিও করেছেন যে, মস্কো এবং ঢাকার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কিছু গণমাধ্যম বর্তমানে এই অবস্থান নিয়েছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ''ইউক্রেনের পরিস্থিতি এবং সেখানে রাশিয়ার পদক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশের কিছু গণমাধ্যমের এই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণকে আমি সেই সব শক্তির ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার অংশ

মনে করছি, যারা রাশিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যকার উভয়ের জন্য লাভজনক সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ককে সবসময় অবমূল্যায়নের চেষ্টা করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে দুদেশের মধ্যে এই সম্পর্কের সূচনা হয়েছিলøু

রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যের সমালোচনা

ঢাকার বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম চিঠিটি প্রকাশ করেছে, তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, বাংলাদেশের গণমাধ্যম 'পক্ষপাতদুষ্ট - এমন দাবি করে রাষ্ট্রদূত কার্যত সাংবাদিকদের সততা এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যা আপত্তিকর।

''রাষ্ট্রদূত যদি সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিবেদন নিয়ে কথা বলতেন এবং সেই সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতেন, তাহলে তা অনেক পেশাদার ব্যাপার হতোøু বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

তিনি বলেন, ''বাংলাদেশের গণমাধ্যম ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিমা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে নেয়া তথ্য প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন সমালোচনামূলক বিশ্লেষণও প্রকাশ করছে। যদিও সবজায়গাতেই গণমাধ্যমের মধ্যে সাধারণত এক ধরনের অ্যাজেন্ডা সেটিংয়ের চেষ্টা দেখা যায়, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের গণমাধ্যমে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ক্ষেত্রে মস্কোর অবস্থানের ব্যাখ্যাও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সূত্রে প্রকাশ করেছেøু

ঢাকার দ্য ডেইলি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# পরিবারের যথাযথ আবেদন পেলে হারিছ চৌধুরীর ডিএনএ পরীক্ষা করবে সিআইডি

**ঢাকা:** হারিছ চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে যথাযথ আবেদন পেলে তার ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও সিআইডির প্রধান ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন। ডিএনএ পরীক্ষা করতে হলে

আইনি প্রক্রিয়ায় এগোতে হবে জানিয়ে সিআইডি প্রধান বলেন, 'আমরা গণমাধ্যম মারফত একটা চিঠির কথা শুনছি। তবে এ রকম কোনো চিঠি আমরা হাতে পাইনি। পরিচয় শনাক্তে ডিএনএ নমুনা পরীক্ষায় কেউ আগ্রহী হয়ে থাকলে তাকে আইন অনুযায়ী এগোতে হবে।' এর আগে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# জার্মানির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিবের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

ঢাকা: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে জার্মানির রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টারের রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার এ বৈঠকে দেশের

গণতন্ত্র, মানবাধিকার পরিস্থিতি, আইনের শাসনসহ আগামী জাতীয় নির্বাচনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।বিকেল ৩টা থেকে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে মহাসচিবের সঙ্গে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামা ওবায়েদ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আমাদের মধ্যে দুই দেশের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের এলসি স্থগিত, রুশ আক্রমণে বাণিজ্যে বাধা

রুশ সামরিক বাহিনী ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর মধ্যে ইউক্রেনের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এলসির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আর রাশিয়ার ব্যাংকগুলোর সঙ্গে খোলা এলসির বিষয়ে 'ধীরে চল নীতি' অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে দুদেশের সঙ্গেই নতুন কোনো এলসি খোলা হচ্ছে না। যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ব্যাংকগুলো। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সার্বিক পরিস্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংককে জানানো হচ্ছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। এখন পর্যন্ত যুদ্ধের প্রায় ১৭ দিন অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যেই দুই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মূলত ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডা কর্তৃক রাশিয়ার ওপর আরোপিত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কারণে। এর মধ্যে ব্যাংক লেনদেনে ও রাশিয়ান পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞাই প্রধান। ইউক্রেনের সঙ্গে বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে রুশ বাহিনীর আক্রমণের কারণে ওই দেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনা প্রায় ভেঙে পড়েছে। যে কারণে ব্যাংক, বন্দর কাজ করতে পারছে না। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো ইউক্রেনের সঙ্গে এলসির কার্যক্রম স্থগিত করেছে। ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশ গম, লৌহ, সিলভারসহ নানা খনিজ পদার্থ আমদানি করে। এগুলোর জন্য প্রায় সব এলসিই বেসরকারিভাবে করা হয়। এর মধ্যে সোনালী ও জনতা ব্যাংকের এলসিই বেশি। এছাড়া সরকারিভাবে কিছু গম আমদানি করা হয় ইউক্রেন থেকে। ২৪ ফেব্রুয়ারির পর থেকে ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশি পণ্যবাহী কোনো জাহাজ ছেড়ে আসেনি। এদিকে বাংলাদেশ থেকেও ইউক্রেনগামী কোনো পণ্যবাহী জাহাজ ছেড়ে যায়নি। ইউক্রেনের সঙ্গে বাণিজ্য হয় মূলত সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে। দেশটির সঙ্গে সিঙ্গাপুরের জাহাজ চলাচলও বন্ধ রয়েছে। কেননা ইউক্রেনে রাশিয়ার অব্যাহত হামলার পর দেশটির প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া বন্দরের কার্যক্রমও ঠিকমতো চলছে না। কাস্টমস বিভাগও কাজ করতে পারছে না। অনলাইন ব্যবস্থাপনাও অচল হয়ে পড়েছে। ফলে কনটেইনারের নাম্বার থেকে শনাক্ত করার কাজও বাধার মুখে পড়েছে। এর মধ্যে ইউক্রেনে বাংলাদেশের জাহাজে রুশ বাহিনী কর্তৃক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। এ জন্য আগে খোলা আমদানির এলসির মধ্যে যেসব পণ্য গত এক সপ্তাহ আগে জাহাজীকরণ করা সম্ভব হয়নি সেগুলো জাহাজীকরণ করতে নিষেধ করছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। ব্যাংকগুলোর মাধ্যমেও তারা এ ব্যাপারে যোগাযোগ করছেন।

ইউক্রেনের ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে বেলজিয়াম ভিত্তিক অনলাইনে আর্থিক লেনদেনকারী সংস্থা সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশনের (সুইফট) কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও নিরাপত্তার কারণে এখন লেনদেনও বন্ধ রয়েছে। ফলে ইউক্রেনে আমদানির বিল পরিশোধ যেমন বন্ধ, তেমনি রপ্তানির বিল দেশে আনাও বন্ধ রয়েছে। রেমিট্যান্সের অর্থ আসাও প্রায় বন্ধ।

ইউক্রেন থেকে রেমিট্যান্সের অর্থ দেশে আনতে ফেব্রুয়ারিতে জনতা ব্যাংক ওই দেশের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করেছে। ওই চুক্তি অনুযায়ী রেমিটেন্সের অর্থ ওই ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে আসার কথা। কিন্তু সেটি কার্যকর হওয়ার আগেই যুদ্ধের কারণে সব স্থগিত হয়ে গেল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি-বাণিজ্য খুবই কম। এর মধ্যে ইউক্রেনে বাংলাদেশ ২০০৫-০৬ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## তৈরি পোশাকের পর স্বর্ণ হবে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য

**ঢাকা:** বর্ণাঢ্য আয়োজনে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ জুয়েলারি এক্সপো-২০২২ শুরু হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথমবারের মতো এই মেলার আয়োজন করা হয়। আগামী শনিবার (১৯ মার্চ) পর্যন্ত চলবে মেলা। আয়োজকদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে জুয়েলারি রপ্তানির যুগে নিয়ে যাওয়া।

তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ খাতের ব্যবসায়ীরা আশা প্রকাশ করেন, লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে তৈরি পোশাকের পর সোনা বা জুয়েলারি হতে পারে প্রধান রপ্তানি পণ্য। দেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে গড়া নতুন ডিজাইনের অলংকারের পরিচিতিও ঘটবে এই মেলার মাধ্যমে। গত ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুরে ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের পরিচালক কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন এই এক্সপোর উদ্বোধন করেন। এ সময় বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাজুস) সাবেক ও বর্তমান নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এক্সপোর উদ্বোধন করে ইমদাদুল হক মিলন বলেন, 'যেকোনো ভালো কিছুকে সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়; সোনা এতই মূল্যবান। বাংলাদেশে জুয়েলারি এক্সপো হবে তা কিছুদিন আগেও আমরা ভাবিনি। এটা সম্ভব হয়েছে বাজুসের বর্তমান সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে।'

বাজুসের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, নতুন সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীর বাজুসের ক্রান্তিকালে এসে হাল ধরেছেন। এ শিল্পের বিকাশে অনেক বড় বিনিয়োগ নিয়ে এসেছেন। স্বর্ণ ব্যবসাকে শিল্পে রূপান্তরিত করে রপ্তানির স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তিনি।

বাজুসের সাবেক সভাপতি দিলীপ রয় বলেন, 'বর্তমান সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর সব জেলা, উপজেলার ব্যবসায়ীরা বাজুসের পতাকাতলে এসেছেন। গার্মেন্টের পর এ শিল্প সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় করবে বলে এখন আমরা বিশ্বাস করি। এটা হলে সরকারও বিপুল রাজস্ব পাবে। বিদেশিরা সোনার জন্য বাংলাদেশে আসবে।'

সাবেক সভাপতি এনামুল হক খান দোলন বলেন, 'এই এক্সপোর মাধ্যমে স্বর্ণশিল্প নিয়ে বাজুসের ভাবনা দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে। এটি এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তাই আজ আমাদের আনন্দের দিন।'

### চট্টগ্রাম ওয়াসার শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার প্রকল্প-২ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

## চট্টগ্রামের উন্নয়ন করতে পারলে সারাদেশের উন্নয়ন হবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

**চট্টগ্রাম :** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে নামকরণ করা চট্টগ্রাম ওয়াসার শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার প্রকল্প-২ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১৬ মার্চ বুধবার গণভবন থেকে প্রধানমমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। উৎপাদনে যাওয়ার এক বছর পর প্রকল্পটি উদ্বোধন করা হলো।

২০২১ সালের ১৬ মার্চ প্রকল্পটি উৎপাদনে যায়। প্রকল্পটির উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ কোটি ৩০ লাখ লিটার হলেও পাইপলাইনের ধারণক্ষমতা কম হওয়ায় আপাতত ৮ কোটি লিটার উৎপাদন করা হচ্ছে। নতুন পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হলে পুরোদমে পানি পরিশোধন করে চট্টগ্রাম নগরবাসীর মধ্যে সরবরাহ করা হব। এটা হলে নগরীর বিদ্যমান পানিসংকট অনেকটাই কেটে যাবে।

ঢাকারগণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী যখন যুক্ত হন তখন চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু চিটাগাং বে ভিউ হোটেলের বলরুমে উপস্থিত চিলেন স্থানীয়সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান, চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকোশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ।

পানি পরিশোধনাগার প্রকল্পের উদ্বোধনকালে চট্টগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনা বলেন, 'চট্টগ্রাম দেশের গুরুত্বপূর্ণ জেলাই নয়, আমাদের বাণিজ্য নগরীও। সুতরাং চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করা আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করি। চট্টগ্রামের উন্নয়ন করতে পারলে সারা বাংলাদেশই উন্নত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি সর্বক্ষেত্রে চট্টগ্রামের বিরাট অবদান রয়েছে।'

এ সময় পানি শোধনাগার প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া চট্টগ্রামের বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও বলেন। তিনি বলেন, 'চট্টগ্রামে আরও পাঁচটি পানি পয়োশোধনাগার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

এ সময় কণফুলী নদীর তলদেশে টানেলে নির্মাণে সাবেক সিটি মেয়র প্রয়াত এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর একটি স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'একটি টানেল নির্মাণ হোক এটি তিনি (মহিউদ্দিন চৌধুরী) চেয়েছিলেন। তার এটা দাবিও ছিল। এখন এই টানেলের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি আমাদের মাঝে নেই।'

চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী একেএম ফজলুল্লাহ জানান, রাঙ্গুনিয়ার সরফভাটা এলাকায় কর্ণফুলী নদী থেকে পানি উত্তোলন করে পরিশোধনের পর চট্টগ্রাম নগরীতে সরবরাহের লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। বর্তমানে দৈনিক ৩৬ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করে চট্টগ্রাম ওয়াসা। প্রকল্পটি চালুর ফলে দৈনিক ৫০ কোটি লিটারের বেশি পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার প্রকল্প-২ চট্টগ্রাম ওয়াসার সবচেয়ে বড় প্রকল্প। জাপানের জাইকা, বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসার যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয় ৪ হাজার ৪৯১ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

এর মধ্যে জাইকা ৩ হাজার ৬২৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা, বাংলাদেশ সরকার ৮৪৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসা ২৩ কোটি ৭ লাখ টাকা অর্থায়ন করে।-সমকাল

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father in Law,
Mother in Law, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

## We Pay Highest Payment

No training is necessary and we do not charge any fee.

**Call Today:**

**Dr. Md. Mohaimen**
**718-457-0813**
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**

**Nusrat Ahmed**
President
**718-406-5549**

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

| Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl | 87-54 168th Street, 2nd Fl | 1 Blacksmith Lane | 2148 Starling Ave. | 175 B Forbell Street | 859 Fillmore Ave |
| Jackson Heights, NY 11372 | Jamaica, NY 11432 | Dix Hill, NY 11731 | Bronx, NY 10462 | Brooklyn, NY 11208 | Buffalo, NY 14212 |
| 917-744-7308, 718-457-0813 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 |

# Immigrant Elder Home Care LLC.

# হোম কেয়ার

## ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

## $২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

**নিম্মি নাহার, (Nimme Nahar)**

মোবাইল

**৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭**

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

# এমন স্বাধীনতাই কি প্রত্যাশা ছিল

আহমদ রফিক

যুগে যুগে কবিরা ভাষা থেকে শুরু করে দেশ, মাটি, মানুষ, এমনকি দেশের 'জন্মবৃত্তান্ত' নিয়ে আবেগঘন পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন। সেই ঐতিহ্য দেশ, কাল বা ভূখ- নির্বিশেষে বিশ্বজনীন চরিত্র অর্জন করেছে। ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশ এবং বাঙালি লেখকরা।

এর অন্তর্নিহিত চেতনার মর্মবস্তুটি হলো স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা এবং তা ব্যক্তি থেকে সমষ্টিগত পর্যায়ে বিস্তৃত- ইতিহাস তার পাতায় এ সত্যটি লিখে রেখেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনার বিস্তার ও পরিবর্তন নানা তাত্ত্বিক মতাদর্শের মধ্য দিয়ে যেমন জাতিগত স্বাধীনতা, সম্প্রদায়গত স্বাধিকার এবং ব্যক্তিক পর্যায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার নানা পর্যায়ে- যেমন বাকস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং যা প্রকাশের স্বাধীনতায় পর্যবসিত। তার নানা রূপ যেমন ব্যক্তিমাধ্যম, গণমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম ইত্যাদি।

স্বাধীনতা একটি জাদুকরী শব্দ। এর জন্য আত্মদানের আবেগ অপরিসীম এবং তা যথারীতি ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে প্রসারিত। একসময় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ তাদের বুদ্ধি, শক্তি, চাতুর্য ও বিচক্ষণতায় বিশ্বের এপিট-ওপিঠ জয় করে ফেলেছিল। একদিকে উত্তর আমেরিকা, অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশ- মাঝখানে বহু ভূখ-। উপনিবেশবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যেকেরই মূল চরিত্র শাসনের পাশাপাশি শোষণ। আর তার বিরুদ্ধে ক্রমজাগ্রত স্বাধীনতার চেতনা। একই বর্ণ, একই জাতিসত্তার হয়েও সেই চেতনার টানে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ- মূল চেতনা, এ দেশ আমার, এ মাটি আমার, এর ফসলের অধিকার পুরোপুরি আমার। এখানে দূরদেশি কেন প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বিস্তার করবে?

না, তা হতে পারে না। নানা বিন্যাসে সব স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্মকথা, মর্মবস্তু ওই একই সত্যের প্রতিফলন। অর্থাৎ নানা স্তরে, নানা শ্রেণিতে ব্যক্তিসত্তাসহ গণতান্ত্রিক অধিকারের সর্বমাত্রিক প্রতিষ্ঠা। এমন একটি আদর্শের ওপর ভর করে সর্বদেশীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ- জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা নিয়ে। বলাবাহুল্য, অনেক আত্মদান, অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জন সে ভূরাজনৈতিক স্বাধীনতা। বিপুল আত্মদানেও প্রাপ্তির গর্ব অনেক।

কিন্তু কেউ কি ভেবে দেখেছেন ভূরাজনৈতিক স্বাধীনতা চেতনার উল্টো পিঠ, নেতিবাচক দিকের কথা, এর সহমর্মিতার বিপরীত চেতনার কথা, গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়ার মতো ঘটনাবলির কথা। বিশ্বজুড়ে উদাহরণ ছড়ানো। দু-একটি সূত্রের উল্লেখই যথেষ্ট। তাতেই বোঝা যাবে আলোর নিচে আঁধারের অস্তিত্ব।

আমেরিকার ভূরাজনৈতিক স্বাধীনতার উদাহরণই ধরা যাক। এর নায়কদের অধীনে তখন চরম অমানবিক দাস প্রথা, চরম নির্মমতা বিরাজ করছে, সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিসর্জিত, বর্ণভেদে ব্যক্তিস্বাধীনতা লুণ্ঠিত, এমনকি তাদের জীবনের মূল্য কানাকড়িরও নয়। তবু ব্যতিক্রমই সত্য। স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়ে দিতে অন্তত একজন প্রেসিডেন্ট গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক সত্য এবং দাসদের জীবনের মূল্য প্রতিষ্ঠা করে গেলেন নিজের জীবনের বিনিময়ে। তিনি আব্রাহাম লিংকন। অন্য কীর্তিমানরা পেছনে পড়ে রইলেন আদর্শিক বিচারে।

কিন্তু সে গণতন্ত্রের শপথবাণী, তার মূল্যবোধের বাস্তবায়ন কি ঘটেছে উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রযুক্তির পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সামাজিক সর্বস্তরে? কিছুটা ঘটেছে সাধারণ মাত্রায়। যেমন অভিভাবক সন্তানকে দৈহিক পীড়নে শাসন করতে এলে সে পুলিশ ডাকার অধিকার রাখে। বলতে পারে এ শরীর আমার, এখানে হাত দেওয়ার অধিকার অন্য কারও নেই। আবার এর বিপরীতটাও বাস্তব- খেলনা পিস্তল হাতে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণকে পুলিশ খুন করে ফেলেও বিচারে মুক্তি পেয়ে যায়। অনুরূপ বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট ঘটনা গণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণভেদে নিয়মতান্ত্রিক সত্যের মতোই ঘটে থাকে। বিচার সেখানে অন্ধ বা তার দুচোখ বাঁধা। উদাহরণ একা যুক্তরাষ্ট্র নয়। অন্য দুটো উদাহরণ আমি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকি।

যে প্রবল আত্মদানে ব্রিটিশ উপনিবেশ কেনিয়ার মাও মাও বিদ্রোহ সফল হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সেই যুদ্ধের নায়ক জম্মু কেনিয়াট্টা ক্ষমতায় আসীন হয়ে কী অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সঙ্গী দুর্নীতি। অনুরূপ আত্মদানের ফরাসি উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি তথা স্বাধীনতা অর্জনের পর ক্ষমতা নিয়ে কী অবিশ্বাস্য লড়াইটা না চলল আলজেরিয়ায়।

দুই সামরিক, আধা সামরিক শাসন এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসনের নামে সেখানে স্বৈরশাসনের আধিপত্য এবং দলীয় বিবাদে গণতন্ত্র নির্বাসিত।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীদের আত্মদানের ইতিহাস দীর্ঘ, অন্যদের কারাজীবনের দৈর্ঘ্যও কম নয়, যদিও শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হাঙ্গামার জেরে আপসের স্বাধীনতা। কিন্তু কাগজে-কলমে হলেও বাস্তবে গণতন্ত্র ও সেক্যুলার চেতনা কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম দ্বিভাজনে? যে জন্য রাজনীতির একাংশে স্লোগান উঠে ছিল : 'ইয়ে আজাদি (স্বাধীনতা) ঝুটা হ্যায়।'

পাকিস্তান পূর্ববঙ্গে অনিয়মতন্ত্র ও দুঃশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। পূর্ব-পশ্চিমে বিপুল বহুমাত্রিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। গণতন্ত্র নির্বাসনে। প্রতিবাদের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নতুন মানচিত্র ঘিরে। নতুন পতাকা নিয়ে প্রচ- আবেগ বাঙালিমাত্রেরই এবং তা সর্বস্তরে সর্বশ্রেণিতে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। পরাশক্তির বিরোধিতা। প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রী চীনও বিরোধী দলে এবং গোটা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্র। অর্থনীতি বিপর্যস্ত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কিছু রাষ্ট্রিক অসহযোগিতার মুখে সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বাস্তবায়ন গুরুত্ব পায়নি। যাকে বলে সমাজ বদল, সে তো অনেক দূরের কথা। বরং দুর্বোধ্য কারণে একাত্তরের সহমর্মিতার বোধ নির্বাসিত প্রায়।

যথারীতি রাজনৈতিক নৈরাজ্য। একাত্তরের ঐক্যও একই পথে। ফলে ১৯৭৫-এর শোকাবহ ঘটনা এবং পালা করে দুই জেনারেলের হাতে শাসন সামরিক ও স্বৈরশাসনই বলা চলে। স্বাধীনতার পূর্বোক্ত নেতিবাচক দিক দেশ-কালভেদে ভিন্ন চরিত্রে প্রকাশ। তার চেয়েও বড় অঘটন স্বাধীনতার ঐক্য বিসর্জিত, জাতি রাজনৈতিক দিক বিচারে বিভাজিত।

আর পূর্বোক্ত উদাহরণগুলোর মতো এখানেও শাসনব্যবস্থায় নৈরাজ্য-দুর্নীতি তার ব্যাপক সঙ্গী। সমাজও অভাবিত মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত, অবক্ষয়ে জীর্ণ। সামাজিক সুবিচার, ন্যায়নীতি প্রত্যাশার বাইরে। সমাজের সেক্যুলার চরিত্রও প্রশ্নবিদ্ধ, জীবনাচারে সাংবিধানিক সৎ মূল্যবোধগুলো অবহেলিত। স্বাধীনতা সমাজকে যে সুযোগ-সুবিধাগুলো দিয়েছে, সেসবের অধিকাংশই চর্চার বাইরে।

শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের পরও দেশাত্মবোধভিত্তিক রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠেনি। দেশপ্রেম ও দেশস্বার্থ গুরুত্বহীন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একমুখী, তা একাত্তরের আদর্শিক চেতনাভিত্তিক নয়। হলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সহিংসতার অভাবিত বৃদ্ধি ঘটত না, অবিশ্বাস্যমাত্রায় নারী নির্যাতনের নৃশংসতা বৃদ্ধি পেত না, দুর্নীতি সর্বস্তরে ব্যাপক মাত্রায় দেখা দিত না।

নীতি-নৈতিকতাকে অতিক্রম করে চলেছে অনৈতিকতার নানামাত্রিক চরিত্র। ব্যতিক্রম নয় শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষায়তনে ছাত্র-শিক্ষকদের অংশবিশেষ শুদ্ধাচার অন্তর্নিহিত। ছাত্র রাজনীতির একাংশ সহিংসতায় লিপ্ত এবং দূষিত। কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা তার প্রমাণ বহন করছে। শিক্ষকদের একাংশে নীতিবোধের অভাব, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রভাবই প্রধান।

স্বভাবত এসবের প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থীদের ওপর। মাদক বাণিজ্য ও মাদকাসক্তি ভয়ানক শক্তি নিয়ে, নানা প্রশ্রয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যা সমাজের জন্য বলতে হয় অশনিসংকেত। সমাজে সহিংসতার প্রাধান্য। পূর্বোক্ত কথার পুনরোক্তিতে বলতে হয় জীবনের দাম কানাকড়ি। একদিকে শ্রেণিবিশেষে বিপুল অর্থনৈতিক উন্নতি, অন্যদিকে সমাজে ব্যাপক দুর্নীতি। সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণিগত বৈষম্য কতটুকু কমেছে?

আগেও বলেছি, আবারও বলছি স্বাধীনতার মূল্যায়নের জন্য সমাজে দুর্নীতির জরিপ অত্যাবশ্যক। বুঝে নেওয়া দরকার কোন শ্রেণিতে দুর্নীতির হার কতটা? এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয়দেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ তাদের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# দূষণের আবর্তে বাংলাদেশ

চপল বাশার

দূষণ, দূষণ আর দূষণ। বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ, প্লাস্টিকদূষণ-সব ধরনের পরিবেশদূষণ বাংলাদেশকে আঁকড়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। কোনো প্রতিকার নেই, দূষণ বেড়েই চলেছে। দেশের মানুষ বেঁচে আছে অসহায় অবস্থায়।

দেশে বায়ুদূষণ এখন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। বায়ুদূষণে আক্রান্ত সারা দেশ। প্রতিটি জেলাতেই বায়ুদূষণের হার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি। গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে বায়ুর মান তুলনামূলকভাবে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। রাজধানী ঢাকার বায়ুর মান সবচেয়ে বেশি অস্বাস্থ্যকর। বিশ্বের খারাপ বায়ুর মানের তালিকায় মাঝে-মাঝেই ঢাকা শীর্ষস্থানে চলে যায়। অন্য সময় দুই বা তিন নম্বরে থাকে।

একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা বিশ্বের প্রধান প্রধান শহরের বায়ুর মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এ সংস্থা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) রেকর্ড করেছে, তাতে ঢাকার স্কোর ছিল ২৪২। বিশ্বের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এ স্কোর। ঢাকার পরেই ছিল যৌথভাবে কাজাখস্তানের নূর-সুলতান নগরী ও পাকিস্তানের লাহোর। এ দুই শহরের একিউআই স্কোর ওইদিন ছিল ১৮৭। একিউআই স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে 'অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়। এর উপরে গেলে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়, যা মানুষের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে।

বায়ুদূষণে গড় আয়ু কমছে

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এ দেশের মানুষের গড় আয়ু এখন প্রায় ৭৩ বছর। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা মনে করেন, বায়ুদূষণ না থাকলে এবং বায়ুর মান স্বাস্থ্যকর থাকলে মানুষের গড় আয়ু অবশ্যই আরও বেশি থাকত। লাইফ ইনডেক্সের গবেষণা তথ্যে দেখা যায়, বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু প্রকৃতপক্ষে কমছে। ১৯৯৮ সালে বায়ুদূষণের কারণে গড় আয়ু কমেছিল প্রায় দুই বছর আট মাস। ২০১৯ সালে একই কারণে সারা দেশে মানুষের গড় আয়ু কমেছে পাঁচ বছর চার মাস।

আর রাজধানী ঢাকায় কমেছে প্রায় সাত বছর সাত মাস। বায়ুদূষণের কারণে রাজধানীর বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যহানি কতটুকু ঘটছে তা প্রত্যেক ঢাকাবাসীই অনুভব করেন। দূষিত বায়ু ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার ঘরেই যায়, বায়ুর চলাচল তো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বায়ুদূষণের ফলে ফুসফুসের রোগ, বক্ষব্যাধিসহ বিভিন্ন রোগ বাড়ছে। মৃত্যুও বাড়ছে। অতএব গড় আয়ু কমবেই।

বিভিন্ন গবেষণায় বায়ুদূষণের প্রধান কারণ হিসাবে যেসব উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্প-কারখানা, যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, বিভিন্ন নির্মাণকাজের ধুলা, সমন্বয়হীন সংস্কারকাজ ও রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, শহরের বর্জ্য উন্মুক্ত জায়গায় পোড়ানো, নিম্নমানের কয়লা ও তরল জ্বালানি ব্যবহার ইত্যাদি। কারণগুলো যেহেতু চিহ্নিত, তাহলে তা দূর করা যাবে না কেন? এটা করতে পারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন গুরুতর এ সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং সমস্যা সমাধানে আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়া। আমরা অসহায় জনগণ কি কিছু করতে পারি?

পানিদূষণ সর্বত্র, মানুষ যাবে কোথায়?

পরিবেশদূষণের ক্ষেত্রে বায়ুর পরেই রয়েছে পানিদূষণ। দেশের কোথায় দূষণমুক্ত পানি পাওয়া যাবে, সেটা একটা গবেষণার বিষয়। দেশে পানির উৎস নদী ও জলাশয়। জলাশয় বলতে পুকুর, দীঘি, বিল ও হাওড়ই প্রধান। এ ছাড়াও ভূগর্ভ থেকে তোলা পানিও আমাদের প্রয়োজন মেটায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানির প্রধান উৎস নদী। অসংখ্য নদনদী দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। নদীর পানি দিয়েই কৃ

ষিকাজে সেচসহ মানুষের সব চাহিদা মেটানো হয়।

দেশে নদীর প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য কোথাও নেই। কোনো কোনো সূত্রমতে দেশে নদীর সংখ্যা ২৩০ এবং এ সংখ্যাটিই সাধারণত উল্লেখ করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ২০০৫ সালে বলেছিল, নদীর সংখ্যা ৩১০। পরে ২০১১ সালে বলেছে, দেশে ছোট-বড় নদীর মোট সংখ্যা ৪০৫ এবং এই সংখ্যাতেই পাউবো স্থির রয়েছে। নদীর সংখ্যা যাই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে দূষণমুক্ত কোনো নদী দেশে আছে কি? প্রতিটি নদীই তো দখল-দূষণের শিকার। কোনো নদীই মানুষকে দূষণমুক্ত পানি দিতে পারছে না। এজন্য কি নদী দায়ী, না মানুষ? মানুষের কর্মকাণ্ডেই নদীর পানি দূষিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলে মানুষই বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নদীর দূষণ দেখতে রাজধানী ঢাকা থেকে দূরে যেতে হবে না। মহানগরীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গার কী অবস্থা হয়েছে দখলে-দূষণে, তা জনগণ, সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সবাই জানে। সদরঘাট দিয়ে যারা লঞ্চে বা বিভিন্ন নৌযানে যাতায়াত করেন, তারা আরও ভালো জানেন। নদীর পানি কালো হয়ে গেছে। দুর্গন্ধে টেকা দায়। এই নদীতে এককালে মাছ পাওয়া যেত। সেটা এখন ইতিহাস। মাছ কেন, পোকামাকড়ও এই দূষিত বিষাক্ত পানিতে বাঁচতে পারে না। বুড়িগঙ্গা নদীর দুই তীর দখলমুক্ত করতে মাঝে-মাঝেই অভিযান চালানো হয়। অভিযান শেষ হলেই আবার দখল হয়ে যায়। এভাবেই চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। বুড়িগঙ্গার তলদেশে এখন বালু বা মাটি নেই। আছে পলিথিন, প্লাস্টিক ও শক্ত বর্জ্যরে আবরণ। এ আবরণ কত মিটার পুরু, সেটিও গবেষণার বিষয়।

ঢাকা ওয়াসা বুড়িগঙ্গার দূষিত পানি পরিশোধন করে ঢাকাবাসীকে সরবরাহ করে। ওয়াসার দাবি পরিশোধিত এই পানি বিশুদ্ধ এবং পান করার যোগ্য। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি তাই? নগরবাসী ওয়াসার পানি পাইপলাইনে পান। তারপর সেটা গ্যাসের চুলায় ভালোভাবে ফুটিয়ে নেন যাতে জীবাণুমুক্ত হয়। এরপর ফুটানো পানি ঠাণ্ডা করে ফিল্টারে দেওয়া হয় ময়লামুক্ত করার জন্য। তবেই ওয়াসার পানি পান করার উপযুক্ত হয়।

ওয়াসাকে পানির জন্য দাম দিতে হয় এবং এই দাম নিয়মিত বাড়ানো হচ্ছে। চুলা ব্যবহারের জন্য গ্যাস কিনতে হয়। সেটার দামও দফায় দফায় বাড়ছে। ওয়াসার পানি ময়লামুক্ত করতে ফিল্টার মেশিন কিনতে হয় কয়েক হাজার টাকা দিয়ে। এই মেশিনের ফিল্টার পরিবর্তন করতে হয় নিয়মিত, না হলে মেশিন কাজ করবে না। বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি পান করতে নগরবাসীকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। আর এই খরচ শুধু বাড়ছেই। শুধু ঢাকা নয়, সব মহানগরীতেই ওয়াসার মতো সংস্থা আছে পানি সরবরাহের জন্য। সবখানেই একই অবস্থা। শহরাঞ্চলের মানুষ পানিদূষণের শিকার। গ্রামাঞ্চলের মানুষ খাবার পানির জন্য জলাশয়ের ওপর নির্ভর করতে পারে না দূষণের কারণে। তারা নলকূপের পানি ব্যবহার করে, যেখানে সুযোগ আছে। নলকূপের পানিতেও আবার আর্সেনিক দূষণের আশঙ্কা। মানুষ যাবে কোথায়?

সরব ঘাতক শব্দদূষণ

এরপর আছে শব্দদূষণ। অনেকে শব্দদূষণকে শব্দসন্ত্রাস নামে আখ্যায়িত করেন। কৃত্রিম বা যান্ত্রিকভাবে সৃষ্ট শব্দ যখন মাত্রা অতিক্রম করে তখন পরিবেশ দূষিত হয়, মানুষের শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন বিশেষজ্ঞের অভিমত-'শব্দদূষণের মতো সরব ঘাতক আর নেই। সাধারণভাবে আমরা যে শব্দ চাই না, সেটাই শব্দদূষণ। মানুষ ও প্রাণীর শ্রবণসীমা অতিক্রম করে এবং শ্রবণশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সে শব্দকেই শব্দদূষণ হিসাবে জেনে থাকি।'

বিশ্বের বাসযোগ্য শহরের তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান তলানিতে। এর অন্যতম প্রধান কারণ শব্দদূষণ। এ দূষণ এখন ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ নেই, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কারণ দেশে মোটরগাড়ি ও যান্ত্রিক যানবাহনের সংখ্যা আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। প্রতিদিন শত শত নতুন গাড়ি রাস্তায় নামছে। এত গাড়ির কারণে যানজট বাড়ছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শব্দদূষণ। প্রতিটি গাড়ি ও যান্ত্রিক বাহন কারণে-অকারণে তীব্র মাত্রায় হর্ন বাজাতে থাকে। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# যার আবির্ভাবে গর্বিত বাঙালি

সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া একটি গ্রাম। গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট একটি নদী বাইগার, আঁকাবাঁকা পথে মধুমতী নদীতে মিশেছে। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যে অপরূপ সৌন্দর্যে সাজানো গোছানো টুঙ্গিপাড়া গ্রামটি যেন গোটা মানবজাতির তীর্থস্থানে রূপায়িত। কেননা এই গ্রামেই আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শেখ লুত্ফর রহমান ও সায়রা খাতুন দম্পতির ঘরে। এই দম্পতির ছয় সন্তানের মধ্যে শেখ মুজিব তৃতীয় সন্তান। আদর করে খোকা বলে ডাকত পরিবারের সবাই। তবে কিশোরকালে গ্রামের সবাই 'মিয়া ভাই, বলে সম্বোধন করতেন। কে জানত এই খোকা বা মিয়া ভাই একদিন বিশ্বসেরা মানব হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে? কে জানত শোষিত মানুষ ও অধিকারহারা বাঙালির ত্রাণকর্তা হিসেবে বিস্ময়কর উত্থান ঘটবেন? প্রকৃতির এটাই বিধান।

যুগে যুগে এভাবেই কোনো না কোনো মহাপুরুষের হাত ধরে সভ্যতার উত্থান ঘটে কিংবা কোনো জাতির আত্মমর্যাদার ভিত্তি গড়ে ওঠে। শেখ মুজিব এমনি একজন ক্ষণজন্মা মহান ব্যক্তি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির মর্যাদায় অভিসিক্ত মুজিব আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। পারিবারিক তথ্যে জানা যায় শেখ মুজিবের আকিকার সময় তার নানা শেখ আব্দুল মজিদ নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। নাম রাখার সময় শেখ মুজিবের মাকে বলে যান, 'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগত্ জোড়া খ্যাত হবে।' ঠিকই তার দোয়া, আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে যায়।

শেখ মুজিবের শৈশব কাটে টুঙ্গিপাড়ায়। তাদের পূর্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত গিমাডাঙ্গা স্কুলে তার প্রাথমিক শিক্ষা হাতে খড়ি। পিতা শেখ লুত্ফর রহমানের কর্মস্হল ছিল গোপালগঞ্জে। মুজিব গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে পড়েন, এখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। উল্লেখ্য, শেখ লুত্ফর রহমান কিছু দিনের জন্য মাদারীপুর বদলি হলে শেখ মুজিবকে অল্প কিছু দিন মাদারীপুর স্কুলেও পড়তে হয়। ছোটবেলায় মুজিব রোগা প্রকৃতির ছিলেন। এ নিয়ে পরিবারে সবারই আফসোস ছিল কেন তাদের সন্তান হৃষ্টপুষ্ট হয় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এমনি হৃষ্টপুষ্ট হন যে, যে হৃষ্টপুষ্টের দ্বারা গোটা পৃথিবীর অসহায় ঘুমন্ত মানুষদের জাগিয়ে তোলেন। তিনি কৈশোরকাল থেকেই অধিকার সচেতন ছিলেন। গোপালগঞ্জে একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক সফরে আসেন এবং মিশনারি স্কুল পরিদর্শন করেন। কিশোর মুজিব তখন স্কুলের শিক্ষার্থী। স্কুল ঘরটি ছিল অনেকটাই জীর্ণ। বৃষ্টি পানি ঢুকত স্কুল ঘরে। শেরে বাংলার কাছে সত্ সাহসের সঙ্গে অভিযোগ তুলে ধরেন সেই সঙ্গে মেরামতের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। তার দুরদর্শিতার জন্য সবাই বিস্মিত। নেতৃত্বের প্রতিভা তার মধ্যে তখন থেকেই জ্বলজ্বল করছিল। শৈশবেই তিনি ছিলেন অপরিসীম মানবিক। গ্রামে শেখ পরিবারের আর্থিক অবস্হা ছিল মোটামুটি ভালো। গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষের প্রতি ছিল শেখ পরিবারের সহানুভূতি। আর মুজিব হয়ে ওঠেন ছোটবেলা থেকেই দানবীর। সহপাঠীদের বই দেওয়া, নিজের পরনের চাদর গরিবকে দিয়ে দেওয়া, বৃষ্টি-রোদ নিবারণের নিজের ছাতাটি পর্যন্ত দান করে দিতেন। মুজিবের স্কুল মাস্টার একটা সংগঠন গড়ে তোলেন। সেই সংগঠনের মাধ্যমে মেধাবী, গরিব ছেলেমেয়েদের সাহায্যের জন্য বাড়ি বাড়ি চাল, ধান, টাকা তোলা হতো। মুজিব সেই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ কাজে পরিবার থেকেও তিনি উত্সাহ পেতেন, প্রেরণা পেতেন। তিনি যেখানেই অন্যায় অবিচার দেখতেন সেখানেই প্রতিবাদী হয়ে সংগঠিত করতেন মানুষদের, যাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে

সবাই রুখে দাঁড়াতে সাহস পায়। গ্রামীণ সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে যেমন ছিল মিতালি, তেমনি মানুষের প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন ক্রীড়া সংগঠন। তিনি নিজেও ভালো ফুটবল খেলতেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যউসব দিকেই তার নজর ছিল প্রখর।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এ সময় হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। রাজনীতির পথে যাত্রা শুরু এখান থেকেই। ১৯৪৬ সালে মুজিব বিএ পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসন মুক্ত হয়। জন্ম হয় দুটি রাষ্ট্রের। একটি পাকিস্তান, অন্যটি ভারত। পাকিস্তানের দূরবর্তী অন্য একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানউযেটি আজকের বাংলাদেশ। ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংগঠিত হলে মানবতাবাদী অসম্প্রদায়িক মুজিব সেই দাঙ্গা দমনে ভূমিকা রাখেন। দেশ ভাগের পর ১৯৬৪ সালেও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুজিব সে দাঙ্গা দমনে সক্রিয়ভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। এ সময় মুজিব আওয়ামী লীগের শীর্ষতম নেতা হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য, বিএ পাশ করার পর তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায়সংগত দাবি আদায়ের আন্দোলন চলছিল। তারা সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেন। সেখানে মুজিব সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। কিছু দিন পর মুক্তি পেলেও বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে তার নিয়মিত জেলখানায় আসা-যাওয়া শুরু হয়। তার দ্বিতীয় আবাসস্থল হিসেবে জেলখানা নির্ধারিত হয়ে যায়। এভাবেই শেখ মুজিব কিংবদন্তি রাজনৈতিক নায়কে পরিণত হন।

পাকিস্তান জন্মের পর পাকিস্তানি দুঃশাসন এবং বাঙালির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে শেখ মুজিব ঝাঁপিয়ে পড়েন, বাঙালি জাতিকে অধিকার সচেতন করতে সংগঠনকে শক্তিশালী করেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন বিভিন্ন পর্যায়ের। এক ক্রমবিকাশের মধ্যে সে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হওয়ার অনেক সুযোগ লাভ করে। যারা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি, তারা জীবনযুদ্ধে ব্যর্থকাম হয়েছে। জীবনের এই ধারা বৈচিত্র্যকে দেহধারী মানুষ এড়াতে পারে না; মহামানব, মহাপুরুষ কেউ যেন এ থেকে বাদ পড়েনি। সবাইকে জীবনের 'মোর' ঘুরাতে হয়েছে। শেখ মুজিব জীবনের 'মোর' ঘুরিয়ে দিয়েছেন। বাঙালির জীবনের 'মোর' ঘুরানোর মহানায়ক তিনিই। 'মোর' ঘুরান দুটি শব্দ একটি অর্থবহ কথা। অর্থের বৈচিত্র্যে কথাটি অনুধাবনযোগ্য। রাস্তায় চলতে গেলে 'মোর' ঘুরি, জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে কত 'মোর' ঘুরাতে হয়। কখনো কখনো 'মোর' ঘুরাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়তে হয়; মোটরযানের 'মোর' ঘুরাতে এমনি অসংখ্য দুর্ঘটনার খবর রয়েছে। জীবনের 'মোর' ঘুরাতেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। কত অনিশ্চয়তা, ব্যর্থতা জীবনকে ঘিরেই। একটি লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে 'মোর' ঘুরানোর কাজটি খুবই সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়। তবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। শেখ মুজিব সে কাজটি যথার্থভাবে করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের জাতির পিতা হতে পেরেছেন। তিনি ছিলেন কর্মকুশলী। জীবনে শুদ্ধতা, কল্যাণকর্মে নিষ্ঠা, এটিই তার কর্মকুশলতা। এই কর্মকুশলতার ওপর ভিত্তি করেই একটি জাতি বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। তিনি প্রতিটি বাঙালির সত্যিকারের মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। একটা জাতি 'মোর' ঘুরিয়ে কীভাবে পুণ্যময় জীবনের অধিকারী হতে পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই সেটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর অভ্যুদয়

আফসান চৌধুরী

পূর্ববঙ্গে মফস্বলের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের একটা দীর্ঘ প্রেক্ষাপট আছে। প্রথমে সংক্ষেপে সেটি তুলে ধরা যাক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলায় জমিদারি ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ১৭৯৩ সালে। ১৭৯৩ থেকে ১৮১১ড়এই ১৮ বছরেই ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, কলকাতার বাবুরা জমিদারি চালাতে পারবে না। ইংরেজরা মনে করেছিল, জমিদারি ব্যবস্থার কারণে এখানে ইংল্যান্ডের মতো কৃষি বিপ্লব হবে। কিন্তু এখানে তা হয়নি। তদুপরি আশানুরূপ খাজনাও পাওয়া যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় ইংরেজরা আরেকটা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, যারা তালুকদার, মজুমদার, শিকদার প্রভৃতি নামে পরিচিত এ পত্তনি আইনের মাধ্যমে। এ মধ্যস্বত্বভোগীদের দিয়েই খাজনা আদায়ের কাজটি করা হয়। এরা ছিল কৃষক ও জমিদারদের মধ্যখানে। তারা কৃষকদের চিনত। ফলে খাজনাও বেশি আদায় হচ্ছিল। এ প্রক্রিয়ায় বাবু জমিদাররা অনেকটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যদিও তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল একটি অনুগত গোষ্ঠী হিসেবে। আগের জমিদারদের অনেকেই বাদও পড়ে যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়। ফলে তাদের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারা ছিল প্রধানত তুর্ক আফগানদের বংশধর। পরে তাদেরই একটা মধ্যশ্রেণী গিয়ে ফকির, সন্ন্যাসী, ফরায়েজিসহ অন্য আন্দোলনগুলো করে। ইতিহাসে আমরা যেসব আন্দোলন দেখেছি, তার সবই মধ্যশ্রেণী নেতৃত্ব দিয়েছে। তবে সব আন্দোলন তারা করেছে কৃষক শ্রেণীর সহায়তায়। এর কারণ তারা রুটি-রুজি হারিয়েছিল। আর তাদের সহযোগী হয়েছে কৃষক। ওই মধ্যশ্রেণী জানত, কৃষক ছাড়া তারা কিছুই করতে পারবে না। কাজেই কৃষকদের নানা বঞ্চনার কথা তুলে ধরে তারা তাদের সংগঠিত করেছিল। এ স্বার্থ সংঘাতের বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে।

আরেকটা দিক থেকে বিষয়টি দেখা যাক। ইংরেজ আমলে মফস্বলের স্থানীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত বাংলার বাইরের লোকেরা। বিশেষ করে গুজরাট থেকে আসা মাড়োয়ারিরা। তারা মফস্বলের সব মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য পৌঁছে দিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকাটি পালন করত মাড়োয়ারিরা, এমনকি পাট ব্যবসাও। মফস্বলের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ কিন্তু স্থানীয় মানুষের হাতে ছিল না। ফলে তাদের ক্ষোভ বাড়তে লাগল। বিশেষ করে মফস্বলের মানুষ যখন শিক্ষিত হওয়া শুরু করল।

বলতে গেলে উনিশ শতকে এসে পূর্ববঙ্গে মফস্বলের রাজনীতিটা খুব সবল এবং জঙ্গি হয়। তখনকার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে ঢাকাও একটা মফস্বল। এটা তখন কেন্দ্র ছিল না, কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ১৯০৫ সালে এসে ঢাকাকে একটা উপকন্দ্র করার চেষ্টা করা হয়। তখন বিভিন্ন দিক থেকে বাধা আসে। উপকেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিল বৈরী। আবার মফস্বলের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক অনেক স্বাভাবিক ছিল। সেদিক থেকে রাজনীতি নতুন গতি পেল। বিশেষ করে ১৯০৫ (বঙ্গভঙ্গ) সালের পর থেকে রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া রাজনীতিটা অনেক বেশি সফল হয়। ইংরেজরা চেয়েছিল কিছু গোষ্ঠীকে খুশি করে টিকে থাকতে। তারা যুদ্ধ করতে চায়নি। জানত যে যুদ্ধ করে তারা জিততে পারবে না।

ইংরেজরা প্রথম খুশি করার চেষ্টা করেছিল দুই বিবদমান মধ্যবিত্তকে। অর্থাৎ আগের মধ্যবিত্ত ও নতুন মধ্যবিত্ত। এজন্য ব্রিটিশরা তাদের চাকরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। ইংরেজরা আসলে ভয় পেত কৃষককে সবচেয়ে বেশি। কারণ কৃষকরাই একমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে রাজি ছিল। ঐতিহাসিকভাবেই কৃষকের দালালি করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজদের দালালি করার জন্য যা যা করার কথা, কৃষকরা একটাও করতে পারতেন না। খাজনা আদায় করতে গিয়ে তাদের ওপর নির্যাতন হয় সবচেয়ে বেশি। কৃষকদের বিদ্রোহের ফলে কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। তাদের কোনো রাষ্ট্র ছিল

না। উপনিবেশে কৃষকের কোনো লাভ ছিল না। এ কারণে তারা এতটা বিদ্রোহ করেছেন। ফলে কৃষকই হয়ে উঠলেন বিদ্রোহী সমাজ। তাদের সংগঠিত করেছে রাজনৈতিক মধ্যস্বত্বভোগী, যাদের বেশির ভাগের বাস মফস্বলে। সময়ান্তরে তারাই আমাদের রাজনীতিতে হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় নিয়ন্তা।

আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের তিনজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থান মফস্বলের এ রাজনৈতিক পটভূমিতে। সবার কাছে পরিষ্কার ছিল, তারা কার সঙ্গে লড়াই করছে? ১৯৩৮ সালে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী সভা করতে পারেননি স্থানীয় কংগ্রেস ও স্বদেশীদের কারণে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার বন্ধুবান্ধব স্থানীয় কংগ্রেস ও স্বদেশীদের সরিয়ে দিয়ে সভা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। গোপালগঞ্জে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বঙ্গবন্ধুকে জেলে যেতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক শত্রু-মিত্রের দ্বন্দ্বটা তৈরি হয়েছে মফস্বল তথা গোপালগঞ্জ থেকে। গোপালগঞ্জ একটা মফস্বল। এখানে কোর্ট-কাছারি আছে। মফস্বলে এর চেয়ে বেশি কিছু থাকে না। এখানেই তার রাজনৈতিক হাতেখড়ি। এক্ষেত্রে গোপালগঞ্জ না বুঝলে শেখ মুজিবুর রহমানকে বোঝা যাবে না।

অন্যদিকে মওলানা ভাসানী মাদ্রাসাকেন্দ্রিক কৃষকপন্থী রাজনীতি থেকে উঠে এসেছিলেন। মাদ্রাসার অবস্থান খারাপ হয়ে যাওয়ায় তিনি আসামে চলে যান, যে অভিবাসনটা বিত্তহীন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্য স্বাভাবিক ছিল। তিনি সেখানে লড়েছেন পূর্ববঙ্গের দরিদ্র কৃষকের জন্য, যারা ওখানে গেছে কাজ করতে। তাহলে মফস্বল ও গ্রামের মজলুম নেতা রাজনীতি করছেন প্রবাসে, আসামে। ১৯৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে করিমগঞ্জকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করেন। মওলানা ভাসানী গ্রাম থেকে উঠে আসা করিমগঞ্জে রাজনীতি করা মানুষ। সেই অর্থে রাজনৈতিক দিক থেকে মধ্যস্বত্বভোগী। একইভাবে ফজলুল হক একজন মধ্যস্বত্বভোগী। মফস্বলের লোক। চাখার কলেজ থেকে শুরু করে সবই তখন মফস্বলের কেন্দ্র। কোনোটাই ঢাকার নয়, কোনোটাই কলকাতার নয়। সুতরাং আমাদের রাজনীতিতে মফস্বলের মৌলিক ভূমিকা রয়েছে।

১৯৪৭ সালের পর রাজনীতিটি ভাষা আন্দোলনের কারণে ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ঢাকা ছিল করাচির সঙ্গে লড়াইয়ের কেন্দ্র। অর্থনৈতিক ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে মফস্বলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা তৈরি হয়েছে বিশেষ করে পাট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৭ সালের পর অনেক মাড়োয়ারিরা এ ব্যবসা ছেড়ে চলে যায়। সে জায়গাটি দখল করে বাংলাদেশের কিছু মানুষ, পাকিস্তানের কিছু মানুষ। এ মানুষগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ঢাকা ও গ্রামের। অতএব বিচ্ছিন্ন রাজনীতি ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক এমন ভাবনাটি ভ্রান্ত। এমনকি পরবর্তীকালে কৃষিতে অর্জিত আয়ের ওপর নির্ভর করে মানুষ উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে আসে। মফস্বলের মানসিকতাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক পাটাতন তৈরি করেছে। মূল আন্দোলন দানা বেঁধেছে মফস্বল থেকে, কৃষকের কাছ থেকে।

১৯৭১

আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও বিদ্রোহ, প্রতিরোধ হয়েছে বড় বড় শহরে নয়, মফস্বলে। ৩৬টি জায়গায় সাধারণ মানুষ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিটিই মফস্বলে। মফস্বলের এসব যুদ্ধ বাংলাদেশের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে আঘাত পেয়েছে, সেখান থেকে তাদের পক্ষে আর ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান ভেবেছে ঢাকাই হলো বাংলাদেশ। এটা আসলে বাংলাদেশ নয়। বাংলাদেশটা ঢাকার বাইরেড়মফস্বলে-গ্রামে। ওইখানে মানুষ সফলভাবে বিদ্রোহ করেছে।

আমরা ঢাকার দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির কথা ভাবি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তিনি ঢাকার কথা বলেননি। গ্রাম ও মফস্বলের কথা বলেছেন। আমরা মনে করি, ঢাকায় মিছিল না হলে আন্দোলন জমবে না। ঢাকায় তাকে মিছিল করতে হয়নি। তিনি সারা জীবনই মিছিল-লড়াইয়ের মধ্যে ছিলেন। কৃষককে কি পলিটিক্যাল ক্লাস করতে হয়েছে? করতে হয়নি। বিভিন্ন আসনের জনপ্রতিনিধি কারা নির্বাচন করে? মফস্বল ও গ্রামের মানুষই। গোটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক চাপটা মফস্বলের রাজনীতিবিদই ধারণ করেন। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# যে বুঝবে না বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

দাউদ হায়দার

সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলে পড়ি। উঁচু ক্লাসে। যুক্ত হয়েছি ছাত্র ইউনিয়নে। ক্লাসের পরে, পড়ন্ত বিকেলে, স্কুল ফাঁকা। কয়েকজন ফাঁকা ক্লাসরুমে আড্ডা দিই। মূল ঘটনা ভিন্ন। সঙ্গে একবার কি দুইবার কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম হাজির। মার্ক্সিজম, কমিউনিজম বিষয়ে জানান, বোঝান। উদ্দীপ্ত হই। রক্তে ক্রমে মিশে যায়। ভিন্ন রাজনীতি দু'চক্ষের বিষ। নাম শুনলে ক্ষিপ্ত। বলতে শুরু করেছি- আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিবুর রহমান আমেরিকার দোসর, সাম্রাজ্যবাদী। দূর হ। মস্কো-রাশিয়া আমাদের আদর্শ। স্বপ্ন।

ছাত্র ইউনিয়নের চেয়ে ছাত্রলীগের ছাত্রের সংখ্যা বেশি। দেশব্যাপী সমর্থকও। পেশিশক্তি, দাপট আইয়ুব বা মোনায়েম খানের এনএসএফের। সরকারি সাহায্যপুষ্ট। হত্যা করলেও সাত খুন মাফ। ওরা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। কয়েকটি কলেজেও। পঁচাত্তর নয়, 'পাঁচপাত্তর' নামে এক ছাত্রনেতার নাম চারদিকে খুব ফেটেছে। এনএসএফের পাণ্ডা। কখন কাকে গুম করে, ভয়ে তটস্থ। কিন্তু রবীন্দ্রমন্ত্রে বলীয়ান :'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি।' দাঁড়ালে কার সাধ্য হেলায়?

ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়েছি। বাড়ি থেকে সাবধান, হুঁশিয়ারি। ছাত্র ইউনিয়নের মিটিং থেকে এক দিন একটু রাত করে ফেরায় সোনাউ (জিয়া হায়দার) কৈফিয়ৎ চান। বলি। থাপ্পড় মেরে মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। 'লেখাপড়া নেই, রাজনীতি? আগে লেখাপড়া, পরে রাজনীতি।' মার খেয়ে জেদ আরও চাপল। মুখে অপ্রকাশিত। ছাত্র ইউনিয়নের সব মিটিংয়ে হাজির। সন্ধ্যার আগে ঘরে ফেরা। বিদ্যাসাগরের 'গোপাল সুবোধ বালক'।

রুশপন্থি সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে নানা কুকথা, গুজব। একটি বসন্তে ঝলমলে নরম রোদ মৃদুমন্দ বায়ু, ফুল, গাছগাছালি, প্রকৃতি শোভাময়। একজনের হাতে খোলা ছাতি, মাথায় দিয়ে যাচ্ছেন। 'কেন ভাই? রোদবৃষ্টি তো কিছুই নেই।' ছত্রধারীর উত্তর- 'মস্কোয় বৃষ্টি হচ্ছে।'

ব্রেজনেভের মাথাব্যথা, সর্দি হওয়ার আশঙ্কা- ভেবেই ফার্মেসিতে গিয়ে ওষুধ, অ্যাসপিরিন কিনে পকেটে রাখে পূর্ণ কমিউনিস্টরা (রুশপন্থি)।

বহুমান্য লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও কম যাননি। ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি, 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে। ছাত্র ইউনিয়নকে 'হারমোনিয়াম পার্টি' বলে বিদ্রুপ করেছেন। করতেই পারেন। ভুলে গেছেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (ষাটের দশকের কথা বলছি) এবং বাংলাদেশে বাংলার ঐতিহ্য, সুস্থ সংস্কৃতির ধারা এখনও বহমান; হারমোনিয়াম পার্টিরই অবদান। হোক তা নবান্ন, বসন্ত, বৈশাখ, সংগীত উৎসব। চারুকলা, নাট্যমেলা। দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসব। বাউল মেলা। বাংলার আদি তথা ঐতিহ্যের সংস্কৃতি চারিয়ে দেওয়ার মূলে অন্য কোনো রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের আছে কি? কতটা?

শেখ মুজিবুর রহমান জেলে, মুক্তির আন্দোলন শুরু। জোয়ারতরঙ্গ ক্রমেই উত্তাল। সহপাঠী-বন্ধু সেলিম (প্রয়াত) গানবাজনায় মশগুল, ছাত্রলীগে নিবেদিতপ্রাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাদের চেনেন ওঁর বাবার সুবাদে, বললেন একদিন :'দুই-এক লাইনের মধ্যে, কবিতার মতো করে স্লোগান লিখে দে।' লিখলুম চারটে। নিয়ে গেলেন নেতাদের কাছে। পরদিন বললেন :"দোস্ত, দুটি বাদ। 'আগলতলা ষড়যন্ত্র মানি না/ পাকিস্তান চিনি না।' 'আমরা সবাই ভাই ভাই/ মুজিব ছাড়া মুক্তি নাই।' চলবে না। বাদ সেধেছেন ছাত্র সংগ্রাম কমিটির কয়েকজন নেতা। তবে 'কারাগার ভাঙবো/ শেখ মুজিবকে আনবো' এবং 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা/ বাংলাদেশের ঠিকানা' পছন্দ করেছেন। দু-একটি শব্দ বদলাবেন।"

হয়ে গেল :'জেলের তালা ভাঙবো/ শেখ মুজিবকে আনবো।' 'তোমার-আমার ঠিকানা/ পদ্মা মেঘনা যমুনা।'

সেলিমের মুখেই শুনলাম, 'তোর নেতা সাইফউদ্দিন মানিক বলেছেন, বাংলাদেশ কেন লিখেছেন জিজ্ঞেস করো। ছেলেটাকে চিনি।' মোহাম্মদ ফরহাদের কাছে শুনেছি :'তোমার না আর কারোর লেখা প্রমাণ নেই। কপিরাইট নেই।' কপিরাইট কী, জানতুম না।

না জানলেও বিস্ময় মানি, শেখ মুজিবুর রহমান ভিন্ন দলীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও গোটা দেশ একাত্ম, তাঁর মুক্তির সংগ্রামে। প্রত্যেকে মরিয়া। মুসলিম লীগ, জামায়াত, পাকিস্তানপ্রেমী বাদে।

১৯৬৯ সালে, গণআন্দোলনকালে শেখ মুজিবকে নিয়ে, শেখ মুজিবের মুক্তি নিয়ে দলমত নির্বিশেষে দেশ এতটা উত্তাল, এতটা সংগ্রামমুখর; নানা স্লোগান রচনা কল্পনাতীত। সব মনে নেই, একটি :'মুজিব ছাড়া দেশ নাই/ মুজিব ছাড়া জীবন নাই।'

বিপ্লব, সংগ্রামেই জনতার মুখরিত আন্দোলনেই বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা, স্লোগান রচিত। বাংলাদেশেও। যেমন বাংলা ভাষা আন্দোলন, শহীদ দিবস নিয়ে সাহিত্যের মূল্যের চেয়ে সমকালীনতার চিত্রপট ঐতিহাসিক। দেশীয় আঙ্গিক। চারিত্রিক। প্রেক্ষাপটে। যেমন, কার লেখা জানিনে, 'যে দেখেনি পাকিস্তানি শাসন/ সে বুঝবে না বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।'

দেখেছি পাকিস্তানি শাসন (জন্ম :২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল), বুঝেছি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (৭ মার্চ ১৯৭১-এ, রেসকোর্সে)।

সকাল ১১টার আগেই হাজির। মঞ্চের সামনে বসে। পাছে, জায়গা যদি না পাই!! শুনলাম :'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

রক্তে আন্দোলন। কথামালায় সংগ্রাম, স্বাধীনতার বীজ। উদ্দীপ্ত দেশ। মানুষ। শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে যান বঙ্গবন্ধু। সব বন্ধু আপন, আত্মিক হয় না। শেখ মুজিবুর রহমান হন।

বলবার কথা এই, পূর্ব পাকিস্তানে বহু নেতার আগমন, গমন। শেখ মুজিব কেন স্লোগানে, কবিতায়, ছড়ায় বহুধা? তৈত্তরীয় উপনিষদে :'সংকটকালের ত্রাতা কে? ত্রাতাই মান্য জীবনে।'

শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে যান বঙ্গবন্ধু। দেশের বঙ্গবন্ধু। বন্ধুর জন্মদিনে উদ্বেলিত। মাথা নত। শুভেচ্ছা।

'যে দেখেনি পাকিস্তানি শাসন/ সে বুঝবে না বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।' দাউদ হায়দার জার্মান প্রবাসী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। সমকাল এর সৌজন্যে

# বাঙালির হৃদয়ে লেখা তাঁর নাম

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, একটি জাতি ও রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাস, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা আবার কষ্ট-বেদনাকে জয় করার অদম্য সাহসড়সব কিছুর অপর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। অজপাড়াগাঁয়ের ছেলে, মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে, নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য যে পথ দেখিয়ে গেছেন এবং নিজের জীবন ও কর্মের ভেতর দিয়ে তিনি যে উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন, তা পৃথিবীতে বিরল।

একজন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক কর্মী থেকে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ সোপান। কিন্তু জীবনকাল স্বল্প।

এই স্বল্প সময়ে রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলি ও তার সব বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ পরস্ফুটিন ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে। অকুতোভয় সাহস, দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি, সীমাহীন ত্যাগড়সব ধরনের বস্তুগত প্রলোভনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান, মানুষের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, মানবতার প্রতীক, ক্ষমা করার উদারতা, প্রতিহিংসা-প্রতিশোধমুক্ত মনড়সব কিছুই তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এই স্বল্প জীবনের পরিসরে। আর এর মূল উৎস ছিল বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ। তিনি ছাত্ররাজনীতি থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতা হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশের আনাচকানাচে ঘুরেছেন খেয়ে, না খেয়ে। এর মাধ্যমে গরিব-দুঃখী মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন তিনি তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছেন। একই সময়ে তাঁর স্পর্শে মাটির মানুষ স্ফুলিঙ্গের মতো জেগে উঠেছে, প্রতিবাদী হয়েছে, বন্দুকের নলের সামনে বুক পেতে দিয়েছে এবং চূড়ান্ত বিজয় আনার জন্য ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে।

বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের মৌলিক দর্শন ও আদর্শ, যা বাহাত্তরের সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছিল এবং মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত যে পথ ধরে তিনি মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, তার সব কিছুই তিনি ধারণ করেছিলেন বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মধ্য থেকে। মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রসেস ও ফিল্টারিং করে নিজের চেতনায় পরস্ফুটিত করেছেন এবং ফিনিশড প্রডাক্ট বা পাকা পণ্যরূপে মানুষের সামনে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরেছেন। সেগুলো বাস্তবে রূপ দিয়েছেন প্রথমে ছয় দফা এবং পরবর্তী সময়ে বাহাত্তরের সংবিধানে। বঙ্গবন্ধুর কথা ও সুর আর বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা ও সুর ছিল এক ও অভিন্ন, যার কারণে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো বাংলাদেশের মানুষ তাঁর পেছনে ছুটেছে, মৃত্যুকে পরোয়া করেনি।

তবে সব কিছুর পরেও বঙ্গবন্ধু একজন মানুষ এবং জীবনের শেষ সাড়ে তিন বছর তিনি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনায় সহজাত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রশাসনের পদ্ধতিগত ভুলত্রুটি সেই সময়ে হয়নি, এমন কথা বলা যাবে না। তা নিয়ে আলোচনা করার মধ্যেও কোনো দোষ নেই। কিন্তু একজন মহান নেতার পালকগুলো যেভাবে সোনালি রঙে ভরপুর থাকে, সেখানে সহজাত কিছু ধূসর পালক সেই মহান নেতাকে ছোট করে না, বরং মানুষরূপে তাঁর স্বাভাবিক চরিত্রকে আরো বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করে। ওই ধূসর পালকগুলো তখন আর মানুষের চোখে পড়ে না, মানুষ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। যুগে যুগে সারা বিশ্বে যত মহান নেতা আমরা পেয়েছি তাঁদের সবার বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন :

'ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বেড়দেখো তাঁরে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া;
জীবনের ধূলি ধুয়েড়দেখো তাঁরে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডেড়ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তাঁরে;'

এই ধরনের একজন মহান নেতা, জাতিকে যাঁর দেওয়ার মতো যখন আরো অনেক কিছু বাকি ছিল, স্বাভাবিক জীবনচক্রের ধারায় সময়ও ছিল। কিন্তু তার কিছুই আর

সম্ভব হলো না। বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য। দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী চক্রের সহায়তায় একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করল এই মহান নেতাকে। তারপর দুর্যোগের যে ঘনঘটা জাতির ওপর ভর করেছে, তা থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারছি না।

বঙ্গবন্ধু রাজনীতিকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শুরু থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল গরিব-দুঃখী মানুষের অধিকার আদায় এবং সব ধরনের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করা। ভূ-রাজনীতির বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে ওই সময়ে বাঙালি জাতির নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান না এলে এবং তাঁর নির্দেশিত পথ ধরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন না হলে আর কোনো দিন আদৌ বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কি না তা এক বড় প্রশ্ন। গত শতকের ষাট দশকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন, এই সময়ের ঘটনাবলি, যেগুলো আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে, তার প্রতিটির উদ্ভাবক তিনি। শুধু উদ্ভাবন নয়, তার প্রতিটির সফল বাস্তবায়নও তিনি বাংলার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে করেছেন, ধাপে ধাপে স্থাপিত হয়েছে গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক, যার পথ ধরে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

ষাট দশকে স্বাধীনতার পথকে এগিয়ে নেওয়ার একেকটি আন্দোলন ও সংগ্রামে অন্য সব বাঙালি নেতা যখন পিছিয়ে গেছেন, দেশদ্রোহের অভিযোগকে ভয় পেয়েছেন, তখন শেখ মুজিব একাই ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে লক্ষ্যে অটুট থেকে এগিয়ে গেছেন। তাঁকে অনুসরণ করেছে লাখো কোটি কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা। তাই বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রতিটি পদে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে একটিই নাম, শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নেই। বাংলাদেশকে জানতে হলে শেখ মুজিবকে জানতে হবে। এই দুই সত্তাকে আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা যাঁরা করেছেন তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আজকের বাস্তবতাই তার প্রমাণ।

১৯৭৫ সালের পর পুনরুত্থিত একাত্তরের পরাজিত গোষ্ঠী ও নতুনভাবে আবির্ভূত অপশক্তি চিরতরে মুজিবের নাম মুছে ফেলার জন্য মৃত মুজিবের ওপর অনবরত একের পর এক আঘাত করেছে। এখনো তাদের সেই অপচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে উল্টো। সোনার ওপর যত বেশি আঘাত করা হয় তত বেশি সেটি উজ্জ্বল ও খাঁটি হয়। তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আঘাতের পর আঘাতে আরো উজ্জ্বল হয়ে খাঁটি সোনার মতো পরস্ফুটিত হয়ে মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়েছেন। জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব আরো বহুগুণ শক্তিশালী এবং অপ্রতিরোধ্য। এখন আর কেউ সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কারণ নতুন প্রজন্মের কাছে মিথ্যাচারীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন না হলে আর কখনো আমরা স্বাধীন হতে পারতাম না, যে কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি, তার ওপর একটু সামান্য আলোকপাত করি। সত্তরের দশকের শেষ প্রান্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তান দখলের মধ্য দিয়ে এবং তারপর নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে যে বিশ্বব্যবস্থা ও ক্ষমতাবলয়ের সমীকরণ দেখা যায়, তাতে সহজেই বোঝা যায় একাত্তরে ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভূমিকা রেখেছিল, তা সত্তরের দশকের পর আর রাখা সম্ভব হতো না। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ওই সময়ে সেই ঐতিহাসিক সুদৃঢ় ভূমিকা না রাখলে বা রাখতে না পারলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ভিয়েতনামের মতো দীর্ঘায়িত হতে পারত অথবা স্বাধীনতা অর্জন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বরের পর ১৬-১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত একদিকে ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার বিপরীতে চীন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বিশ্লেষণ করলেই আমার উপরোক্ত কথার যথার্থতা বোঝা যায়। তাই আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওই সময়ে আবির্ভাব, বাঙালি জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ এবং তাঁর দূরদৃষ্টি না থাকলে হয়তো আজও আমরা পাকিস্তানিদের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতাম। সুতরাং বাঙালি এবং বাংলাদেশ নামের সার্বভৌম রাষ্ট্রের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম, আন্দোলন, যা কিছু নিয়ে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# ইউক্রেন যুদ্ধ ও সভ্যতার সংকট

টমাস মিনে

ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের ভয়াবহতা ও আতঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপের ক্রমবর্ধমান এই যুদ্ধক্ষেত্রটি আমেরিকার জন্য একটি নতুন অঞ্চল হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন যে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসনের মুখে 'আমরা আরো একীভূত ইউরোপ, আরো একীভূত পশ্চিমা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছি।' তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। পোলিশ জাতীয়তাবাদী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আমলারা হঠাত্ ভাই ভাই হয়ে গেছেন। ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন। নিজের দেশের কথাই বলি। আমেরিকান রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে মতবিরোধ করলেও এখন তা একপাশে সরিয়ে রেখেছেন এবং স্নায়ুযুদ্ধের মধ্য থেকে উত্থিত একটি দুষ্টসাম্রাজ্যের ইউরোপে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে একসঙ্গে বিরোধিতা করছেন।

রাশিয়ার আক্রমণ ন্যাটোর জন্য চিকিত্সাশাস্ত্রের সিপিআরের মতো ফার্স্টএইড হিসেবে কাজ করছে। রাশিয়ার এই আক্রমণ ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য প্রদান করছে। ওয়াশিংটন বহুবছর ধরে অনুরোধ করে আসছে ইউরোপীয়রা যেন তাদের নিরাপত্তাবিধান বাবদ অর্থ পরিশোধ করে। আমেরিকা ইউরোপের দেশগুলি রক্ষায় বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্হার মাধ্যমে যে অর্থব্যয় করছে, তারা যেন তা শেয়ার করে। এর ফলে জার্মানিতে সেই দেশের সামরিক বাজেট বৃদ্ধি এবং ন্যাটো জোটে দেশটির অবদান বাড়ানোর পক্ষে একটি অভূতপূর্ব ভোটঅনুষ্ঠিত হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তুরস্ককে অনেকে ন্যাটোর একটি দুবর্ত্ত সদস্য দেশ হিসেবে বিবেচনা করে আসছেন। কেননা এই দেশটি রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কিনেছে এবং সিরিয়ার যুদ্ধের সময় পুতিনের কৌশলগত মিত্রে পরিণত হয়। সেই তুরস্ক আজ ন্যাটো সদস্য হিসেবে ভালো অবস্হানে ফিরে এসেছে। ইউক্রেন যুদ্ধে তারা বায়রাক্টার ড্রোন সরবরাহ করছে যা রাশিয়ার সেনাদের হতাশ করছে। তুরস্ক বসপোরাস ও দারদানেলস প্রণালী বন্ধ করেছে যাতে রাশিয়ার কোনো যুদ্ধ জাহাজ প্রবেশ করতে না পারে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে একীভূত ইউরোপের কথা তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলেছেন তা আজ বাস্তব। এই উক্তি আপাতত স্ববিরোধী বলে মনে হলেও সত্যবর্জিত নয়। ইউরোপীয় সংহতি কেবল আমেরিকান শক্তি এবং বিশেষত্বের মাস্তুলের সঙ্গে আবদ্ধ করার মাধ্যমেই অর্জনযোগ্য বলে মনে হয়। ভূ-রাজনৈতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ইউরোপের ধারণা ফরাসিদের কাছে অতি প্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে বের হয়ে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করবেড়এটা বলা যতটা সহজ, করা ততটা সহজ নয়। দিন যতই যাচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন অবর্ণনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। যদিও বলা হয় যে ইউরোপীয়রা ইউরোপে বাস করে এবং তাদের হুমকি থেকে যে আমেরিকা নিরাপত্তা প্রদান করছে, মস্কো থেকে তাদের অবস্হান ৫,০০০ মাইল দূরে। তাঁরা মনে করেন, ইউরোপ এবং আমেরিকা যত বেশি তাঁদের নিরাপত্তা স্বার্থকে একত্রিত করবে, ইউরোপ তত কম বিশ্বে তার নিজস্ব অবস্হান গড়ে তুলতে পারবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে তত কম মধ্যস্হতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

কিন্তুসমস্যা হলো 'পশ্চিমা বিশ্বের' ধারণা। ওয়েস্ট মানে হলো কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা। পুতিনের সভ্যতাগত পরিচয় এবং সংঘাতের অত্যন্ত সংক্রমিত যুক্তি ভাগ করে নেওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর ফলাফল হতে পারে একটি বর্ধিত প্রতিযোগিতা যেখানে প্রতিটি প্রতিপক্ষ অন্যকে বিশ্বাস করতে পারে না।

কারণ পুতিনের ইউক্রেন আগ্রাসনে পশ্চিমা সভ্যতা হুমকির মুখে এমন ধারণাকে দেরিতে হলেও পুনরুজ্জীবিত করেছে। ২০১৭ সালে পোল্যান্ডে দেওয়া এক বক্তৃতায়, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিরক্ষার ধারণাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ন্যাটোর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলায় পশ্চিমা উদারপন্থিদের কাছে এই বক্তব্যও ফাঁপা কথা বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। এখন 'পশ্চিমের' আলোচনা আবার ফিরে এসেছে, এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'মুক্ত বিশ্ব' এবং 'পশ্চিমি সভ্যতা' পদগুলিও।

স্নায়ুযুদ্ধের সূচনায়, 'মুক্ত বিশ্ব' শব্দটি 'পশ্চিমের' স্হানে প্রতিস্হাপিত হয়। কারণ আমেরিকান শক্তি আরো বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার দাবি করে এই সময়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যত্র কমিউনিস্ট 'দাস সমাজের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে স্নায়ুযুদ্ধের পর আমেরিকান রক্ষণশীল চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন পশ্চিমা সভ্যতার ধারণাটিকে নাটকীয়তার রূপ দেন এবং একে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি দেখান যে, পশ্চিমা সভ্যতার মূল্যবোধগুলি অভিবাসী ও সন্ত্রাসবাদীদের উত্থানে হুমকির মধ্যে পড়েছে।

স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি পূর্ব-পশ্চিমের বিভাগকে দ্রবীভূত করার কথা ছিল। পুতিন নিজে একসময় পশ্চিমের ক্লাবে যোগদান করতে আগ্রহী ছিলেন। এর প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে বেশি কেউ অনুধাবন করেনি। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন তিনি প্রথম ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি রাশিয়ার ন্যাটোতে যোগদানের কথা বলেছিলেন। 'আপনি কখন আমাদের ন্যাটোতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন?' ২০০০ সালে পুতিন ন্যাটো জোটের তত্কালীন সেক্রেটারি জেনারেল জর্জ রবার্টসনকে এমন প্রশ্নই করেছিলেন। মিস্টার রবার্টসন তখন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ক্লাবটির একটি আবেদন প্রক্রিয়া রয়েছে। এরপর পুতিন তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'ও, আচ্ছা, আমরা অনেক দেশের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াতে চাচ্ছি না। এটা কোনো ব্যাপার না।'

সে সময় এটাও কল্পনা করা হতো যে, একদিন ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এমনকি স্নায়ুযুদ্ধের শেষের দিকে ফ্রান্সের তত্কালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরা 'ইউরোপীয় কনফেডারেশন' নামে একটি নতুন সংস্হার ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য যাতে সোভিয়েত রাশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়। ক্ষমতায় থাকার প্রথম বছরগুলিতে পুতিনকে পশ্চিমা রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকরা ইতিবাচকভাবেই দেখেছিলেন। ২০০১ সালে দ্য টাইমস-এর টমাস এল ফ্রিডম্যান তাঁর পাঠকদের 'পুতিনের জন্য রুটিন রাখতে' পরামর্শ দিয়েছিলেন, যখন ম্যাডেলিন অলব্রাইট তাঁকে একজন 'কাজ করতে পারে এমন ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বিল ক্লিনটন তাঁকে এমন একজন বলে মনে করেছিলেন যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারে।' ক্লিনটন সম্ভবত বেশি সঠিক ছিলেন। তিনি যে লেনদেনমূলক মনোভাব চিহ্নিত করেছিলেন তা রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিকে বোঝার চাবিকাঠি বলে মনে হয়েছিল। পুতিন 'পশ্চিম' আসলে কী এ ব্যাপারে উত্তরাধিকারসূত্রেই একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেন। তাঁর কাছে 'পশ্চিম' হলো 'প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ সহযোগী'। গ্লেব পাভলভস্কির মতে, এটা উদার পুঁজিবাদী ব্যবস্হার সমার্থক, যা তিনি সোভিয়েত ব্যঙ্গচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পেরেছিলেন যার অর্থ হলো অলিগার্চ বা অভিজাতদের সহ্য করো, রাষ্ট্রীয় শিল্পের বেসরকারিকরণ করো, ঘুষ দাও এবং গ্রহণ করো, রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে হ্রাস করো ও ক্ষমতা ভাগাভাগি করো ইত্যাদি। এছাড়া পুতিন ভেবেছিলেন তাঁর পূর্বসূরি মিখাইল গর্বাচেভ এবং বরিস ইয়েলত্সিন ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তাঁরা 'পশ্চিম' অর্থের মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পুতিন নিজে অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের কাছে একজন বুদ্ধিমান আবেদনময়ীর মতো কাজ করেছেন। তিনি 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ'-এ স্বাক্ষর করেন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তানে যুদ্ধের জন্য ঘাঁটি ব্যবহার করার অনুমতি দেন এবং এর মাধ্যমে দেশে একটি 'সন্ত্রাসী' বিদ্রোহের আগুন নেভাতে সক্ষম হন। ক্ষমতায় আসার পর থেকে পুতিন মস্কোকে আর্থিক শুদ্ধতার একটি প্যারাগন বানিয়েছেন এবং একজন প্রাক্তন সহকারীর মতে, তিনি রাশিয়ায় একটি আমেরিকান-কাঠামোর দ্বি-দলীয় ব্যবস্হা সহাপনের ধারণাটি বাস্তবায়ন করেন।

কিন্তু অর্থনীতিতে পুতিনের সভাপতিত্বে একটি রাষ্ট্র-বিচ্ছিন্ন বোনানজায় বিপর্যস্ত হওয়ার হুমকির মুখে, তিনি রাষ্ট্রীয় খাতকে তীরে তোলার চেষ্টা করেন এবং ঘরে বসে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপের দিকে মনোনিবেশ করেন। অতীতের ওয়ারশ চুক্তির দেশগুলি ন্যাটোর সম্প্রসারণকে স্বাগত জানায়। আর তিনি বিশ্বে রাশিয়ার অবস্হান সম্পর্কে আরো সভ্যতাগত বোঝাপড়ায় স্হানান্তরিত হন, যা 'পূর্ব' মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি: অর্থোডক্স চার্চ, পিতৃতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র, সমকামিতাবিরোধী আদেশ, পাশাপাশি বৃহত্তর জাতিগত রাশিয়ান পরিচয়ের ধারণা। এজন্য বাধা কিয়েভ- ইউক্রেন। পুসি রায়ট এবং অন্যরা যারা এই নব্য-সভ্যতামূলক চিত্রটিতে সরাসরি আঘাত করেছিল তাদের মতো প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

এরপর পুতিন কর্তৃত্ববাদী-নেতৃত্বাধীন উদারীকরণ অর্থনীতির পথ অনুসরণ করেন। চীনেও বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সভ্যতাগত বোঝাপড়ার বিষয়টি ছিল। ফলে সেখানে চীনা সভ্যতার প্রচার-প্রসারে বিশ্বব্যাপী কনফুসিয়াস *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# ভারত-বাংলাদেশের ইউক্রেন ডিলেমা

মাসুম খলিলী

এক.

এই কলাম লেখার সময় সর্বশেষ খবর ছিল রাশিয়ার সেনাবাহিনীর চতুর্দিকের অবরোধের মাঝে কিয়েভ একটি দুর্গ নগরীতে পরিণত হয়েছে। একসময়ের রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কিয়েভে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীও রুশ বাহিনীর বিধ্বংসী হামলা ঠেকানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। ইউক্রেনের রাজধানী দখলে এই হামলা এবং এর প্রতিরোধের ধরন কেমন হবে সেটি স্পষ্ট নয়। তবে রাশিয়ার সেনাবাহিনী এর আগে সিরিয়ার আলেপ্পো ও চেচনিয়ার গ্রজনিকে যেভাবে স্থল ও বিমান হামলায় অনেকটা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল তেমন পরিস্থিতি কিয়েভের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এরপরও এখানকার আবালবৃদ্ধ নাগরিক প্রতিরোধের জন্য একাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রেমলিনের হুমকি উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের অনেক দেশ সহায়তাও করছে ইউক্রেনকে।

সর্বব্যাপী আক্রমণ আর আলোচনা দু'টিই চালাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তবে কেজিবি থেকে রাজনীতিতে আসা পুতিন আসলেই কী চান সেটি বলা মুশকিল। জীবাণু অস্ত্র গবেষণার যে ইস্যু রাশিয়া চীনকে সাথে নিয়ে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ পর্যন্ত তিনি গেছেন তাতে মনে হয় রুশ সামরিক বিধ্বংসী ক্ষমতা ইউক্রেনকে পদানত করার জন্য পুরো মাত্রায় পুতিন ব্যবহার করবেন। রাশিয়ার আক্রমণের ধরন যা-ই হোক না কেন ইউক্রেন শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার দখলে চলে যাবে বলেই মনে হয়। যদিও ইউক্রেনের এখনকার প্রতিরোধ যুদ্ধ একসময় গণযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। হতে পারে এটি আফগান যুদ্ধের মতো দীর্ঘস্থায়ী।

ইউক্রেনের পরিণতি যা-ই হোক সেটি আজ আলোচনার বিষয় নয়। আজকের আলোচনা হলো ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ফোরামের ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ ও ভারত যে ভূমিকা নিচ্ছে তার প্রভাব দক্ষিণ এশিয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কতখানি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্ব ফোরামে বিশেষত জাতিসঙ্ঘে ভারতের বক্তব্য ও অবস্থান আর বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় একই। ২ মার্চের ভোটাভুটিতে নেপাল ও ভুটানের মতো দেশ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা করে আনা সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশ বিরত ছিল ভোট দানে। দেশ দু'টি কেন এই পদক্ষেপ নিলো এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এর প্রভাব কতখানি কী পড়তে পারে সেটি নিয়ে আজকের আলোচনা।

দুই.

দ্বিমুখী বিপদে ভারত

এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো ভারত ইউক্রেনে আগ্রাসনের জন্য মস্কোকে নিন্দা করা নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভারত মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বানকে সমর্থন করে, ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি তার বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করে আর সঙ্কট সমাধানের জন্য কূটনীতি ও সংলাপের প্রয়োজনের ওপর জোর দেয়। কিন্তু এ জন্য রাশিয়ার নিন্দা করতে দিল্লি সম্মত নয়। এই বক্তব্যে একধরনের স্ববিরোধিতা হয়তো রয়েছে তবে এই অবস্থানের অন্তর্নিহিত কারণ হলো, ভারত এই মুহূর্তে হয়তো রাশিয়াকে ছাড়তে পারছে না, আবার পশ্চিমা বলয়ের বিপরীতেও দাঁড়াতে চাইছে না। যদিও দৃশ্যত রাশিয়ার ইউক্রেন হামলা নিয়ে যে বৈশ্বিক মেরুকরণ সৃষ্টি হয়েছে তাতে হয় আগ্রাসনের পক্ষে, নয়তো এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার কোনো বিকল্প থাকছে না।

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে রাশিয়া ছাড়া মস্কোর অবস্থানের পক্ষে কেবলই চারটি দেশ ভোট দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, বেলারুশ আর ইরিত্রিয়া। এই প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকা ৩৫টি দেশের বেশির ভাগই হলো রাশিয়া ও চীনের মিত্র।

ইউক্রেন ইস্যুতে ভারতের বিশ্লেষকদের এক পক্ষের বক্তব্য হলো, নয়াদিল্লির মস্কোর সাথে সম্পর্ক বিভিন্ন কারণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। নয়াদিল্লির পক্ষে ওয়াশিংটন ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে রাশিয়া-বিরোধী ইস্যুতে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কারণ ভারতের সামরিক সরঞ্জামের প্রায় ৮৫ শতাংশ রুশ উৎসের আর ভারত বিদ্যমান অস্ত্রাগারের রক্ষণাবেক্ষণ, খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সহায়তার জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভর করে চলেছে। এস-৪০০ আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, ব্রাহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল এবং নৌ পারমাণবিক প্রপালশনের মতো প্রযুক্তিগুলোকে দিল্লি তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেছে। এসব হয় মস্কোর সাথে যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে অথবা রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মার্কিন-ভারত প্রতিরক্ষা বাণিজ্যে অগ্রগতি সত্ত্বেও, রাশিয়া নতুন অত্যাধুনিক সিস্টেমের জন্য ভারতীয় পছন্দের অংশীদার রয়ে গেছে। প্রধানত এর কারণ হলো অনেক ক্ষেত্রে রাশিয়াই একমাত্র রাষ্ট্র যা ভারতকে সবচেয়ে উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি দিতে পারে। এই নির্ভরতার কারণে ভারতের মধ্যে এই ভীতি রয়েছে যে, নয়াদিল্লি ইউক্রেনের বিষয়ে মস্কোর অবস্থান মেনে না নিলে ক্রেমলিনের প্রতিশোধের শিকার হতে পারে। রাশিয়া জরুরি অস্ত্র সরবরাহ আটকে রেখে প্রতিশোধ নিতে পারে, যা ভারতের জন্য ব্যয়বহুল হবে কারণ দেশটি চীনের সাথে তাদের অভিন্ন সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে সামরিক উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে।

অন্য দিকে বেইজিং ও মস্কোর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতাও নয়া দিল্লির জন্য উদ্বেগের বিষয়। রুশ-চীন এমন এক জোট যা ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন অব্যাহত থাকলে এবং পুতিন বিশ্বব্যাপী আরো বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে চীনা সম্পর্ক আরো গভীরতর হতে পারে।

নয়াদিল্লির প্রতি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সমর্থনের পরে রাশিয়ার বিপক্ষে ভোটদানকে মস্কো দৃষ্টিকটু মনে করতে পারে। কারণ মস্কো কাশ্মির ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চাওয়ার জন্য জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের প্রচেষ্টায় রাশিয়া ভেটো দিয়েছে বারবার। এ ছাড়া ভারতীয় দ্বিধা তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের নীতি এবং একটি বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা বজায় রাখার ইচ্ছা থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।

তবে এই গুরুতর এবং বোধগম্য সীমাবদ্ধতা সত্তেও, নয়াদিল্লির এই সঙ্কট থেকে সঠিক পাঠ গ্রহণ এবং তার স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে অনুভব করেন অনেক বিশ্লেষক। সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার মানদণ্ড সমর্থন করা এবং রক্ষা করা শুধু মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, এটি না করা সীমান্তে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের নিজস্ব অবস্থান দুর্বল করতে পারে। রাশিয়ার নিরাপত্তা দোহাই দিয়ে ইউক্রেনকে দখল করার বৈধতা দেয়ার অর্থ হলো চীনও তার নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতের ভূমি দখল করতে পারে। আবার একই ধরনের ভয় ভারতের ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের নয়াদিল্লির ব্যাপারেও রয়েছে। এই ভয় থেকেই সম্ভবত নেপাল ও ভুটান প্রস্তাবটি সমর্থন করেছে। দু'টি দেশ এবং সেই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশীদাররা এ কারণে রাশিয়ান আগ্রাসনের প্রতি ভারতের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নয়াদিল্লির আচরণে সন্দেহ আনতে পারে। অনেক বিশ্লেষকের ধারণা, এই সঙ্কটটি ভারতের জন্য নিজের স্বার্থে রাশিয়ান অস্ত্রের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করার একটি সুযোগ হিসেবে নেয়া উচিত। এটি করার প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমারা এটি চায় বলে নয়; বরং কয়েক দশক ধরে, নয়াদিল্লি রাশিয়ান অস্ত্র ও সরঞ্জামের নিম্নমানের কারণে উদ্বিগ্ন এবং এর অনেক সিস্টেম পুরনো ও ব্যয়বহুল হয়ে আছে। এখন রাশিয়ার ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ইউক্রেনের ধ্বংসযজ্ঞ ভারতে নতুন অস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহে বিলম্বের পাশাপাশি বিদ্যমান সিস্টেমগুলোকে আপগ্রেড করার প্রকল্পগুলোকে প্রভাবিত করবে। এর ফলে নয়াদিল্লি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। নয়াদিল্লির জন্য এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত, যে সময়ে অন্য প্রতিরক্ষা অংশীদারদের কাছ থেকে অস্ত্র ও প্রযুক্তি সংগ্রহের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা উৎপাদনের স্বদেশীকরণকে ত্বরান্বিত করা যাবে।

এসব বিশ্লেষকের ধারণা– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জন্য এই প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদারদের মধ্যে একজন হতে পারে, বিশেষ করে যেহেতু উভয়েই চীনের হুমকির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার পদক্ষেপের জন্য ভারতের প্রকাশ্য সমালোচনা না করাটা মার্কিন আইনপ্রণেতাদের হতাশ করেছে। এই অবস্থানটি নয়াদিল্লির উত্থানকে সমর্থন করার জন্য ওয়াশিংটনে দ্বিদলীয় সমর্থনকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এমনকি কাউন্টারিং আমেরিকাস অ্যাডভারসারিজ থ্রু সাংশনস অ্যাক্ট (কাটসা)-এর অধীনে রাশিয়া থেকে এস-

*বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# পারমাণবিক যুদ্ধের শঙ্কা

মাসুম মুরাদাবাদী

রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন যখন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, সেসময় বিশ্বের অনেক মানুষেরই এ কথা জানা ছিল যে, এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে এ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যারা অনেক আগেই পারমাণবিক অস্ত্র থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট পুতিনের মাথায় যে যুদ্ধোন্মাদনা চেপে বসেছে, তা তাকে কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে!

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আর এতে সবচেয়ে বড় শঙ্কা হচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধের। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভও সতর্ক করে দিয়েছেন, 'যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে এ যুদ্ধ পারমাণবিক ও ধ্বংসাত্মক হবে।' আল্লাহ না করুন, যদি এ যুদ্ধ সেই পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে বিশ্ব কতটা বীভৎস রূপ নেবে, তার শুধু কল্পনাই করা যেতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, রুশ আগ্রাসনের মোকাবেলারত ইউক্রেন জাতিসঙ্ঘ ও রাশিয়ার তত্তাবধানে হওয়া একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের সম্পূর্ণরূপে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করে ফেলেছে অনেক আগেই। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মাঝে নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণে ইউক্রেন যে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছিল, সে ব্যাপারে এখন বহু ইউক্রেনীয় নাগরিকের ধারণা, এটা তাদের দেশের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় ধরনের ভুল ছিল।

প্রেসিডেন্ট পুতিন যে সময় ইউক্রেনকে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন, সে সময় তার এ কথাও বেশ ভালো করেই জানা ছিল যে, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার খোদ তার জন্যও ততটাই ধ্বংসাত্মক হবে, যতটা হবে ইউক্রেন ও অবশিষ্ট দুনিয়ার জন্য। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসন ও ধ্বংসাত্মক অভিযান বর্তমানে গোটা বিশ্বকে মারাত্মক অস্থিরতায় ডুবিয়ে রেখেছে। এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে ইউরোপের দেশগুলোতে, যারা রুশ আগ্রাসনের মোকাবেলার জন্য ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে রুশ প্রেসিডেন্ট যখন তার পারমাণবিক বাহিনীকে 'হাই অ্যালার্ট'-এ রাখার নির্দেশ দেন, তখন ওই সব লোকের পশম দাঁড়িয়ে যায়, যারা পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবগত। নিঃসন্দেহে পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বের ধ্বংসযজ্ঞের সর্বশেষ অস্ত্র, যার প্রতিক্রিয়া আজও জাপানের দুইটি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দেখা যায়।

বর্তমানে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে চলমান পুতিনের 'সামরিক অভিযান'-এর প্রভাব ভারতের ওপরও পড়েছে। ইউক্রেনে এক ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু সেখানে অধ্যয়নরত কয়েক হাজার ভারতীয় ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ ইউক্রেন আগেই এ শঙ্কার কথা বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছিল এবং বহু দেশ তাদের নাগরিকদের ইউক্রেন থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকার যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাই ইউক্রেনে আটকে পড়া নিজেদের তরুণদের চেয়ে এই ভোটের চিন্তা বেশি ছিল, যা তার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসনের ফলে বহু সাধারণ নাগরিক মারা গেছে। এর মধ্যে প্রচুর অল্পবয়সী শিশুও রয়েছে। ইউক্রেনের অসংখ্য সেনা রুশ আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। শহরগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞের মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভে মিসাইল হামলা ও ভারী বোমাবর্ষণের ফলে মারাত্মক ধ্বংস সাধিত হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট রুশ আগ্রাসনকে প্রকাশ্য সন্ত্রাস বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'পুতিন আমাদের দেশের স্থিতিশীলতা তছনছ করে দিতে চাচ্ছেন। এ জন্য রাজধানী ক্রমেই হুমকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে।' ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রায় ১৫ লাখ জনসংখ্যার শহর খারকিভ থেকে প্রাপ্ত ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আবাসিক এলাকাগুলোতে বোমাবর্ষণ হচ্ছে। ভারী বর্ষণে ভবনগুলো একের পর এক কেঁপে উঠছে। আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। ঘরবাড়ি, স্কুল ও হাসপাতালগুলোতে বোমাবর্ষণের হৃদয় মোচড়ানো ছবিগুলো প্রকাশ্যে আসা সত্ত্বেও রুশ বাহিনী আবাসিক এলাকাগুলোতে হামলার কথা অস্বীকার করেছে। রাশিয়া এটা বারবার অস্বীকার করছে যে, তারা ইউক্রেনের নিরপরাধ নাগরিককে লক্ষ্যবস্তু বানায়নি। কিন্তু ইউক্রেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রাপ্ত বহু মর্মন্তুদ ছবি এই দাবি উড়িয়ে দিচ্ছে। রুশ আগ্রাসনের ফলে লাখ লাখ ইউক্রেনীয় অধিবাসী দেশ ছেড়েছে। শরণার্থীবিষয়ক জাতিসঙ্ঘের এজেন্সিপ্রধান এই পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, যদি রাশিয়ার সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকে, তাহলে ইউক্রেনে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানো নিরাপত্তাহীন মানুষের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। উল্লেখ্য, ইউক্রেনে এমন অসংখ্য পরিবার রয়েছে, যাদের জন্য পানিটাও সহজলভ্য নয়। কেননা বোমাবর্ষণে পানি সরবরাহের লাইন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ মৌলিক সেবাগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। ছয় লক্ষাধিক মানুষ ইউক্রেন থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে গেছে। এদের মধ্যে অর্ধেকই গেছে পোল্যান্ডে। সীমান্তের ওপারে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। কিছু মানুষ কয়েক দিন ধরে এই সীমান্ত পার হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এটা এমন এক মানবিক বিপর্যয়, যার সম্পর্কে আক্রমণকারী অজ্ঞাত নয়।

জাতিসঙ্ঘের তাৎক্ষণিক বৈঠকে উভয়পক্ষকে দ্রুত যুদ্ধবিরতি ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করার আবেদন করা হয়। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব বলেন, রুশ পারমাণবিক বাহিনীকে 'হাই অ্যালার্ট'-এ রাখা লোমহর্ষক বিষয়। প্রকাশ থাকে যে, উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তাদের সাথে মিটিংয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও মিলিটারি স্টাফের প্রধানকে পারমাণবিক বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দেন। টিভিতে প্রচারিত বক্তব্যে পুতিন বলেন, 'পশ্চিমা দেশগুলো আমাদের দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, শুধু তাই নয়, বরং ন্যাটোর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশগুলোর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও আমাদের দেশ সম্পর্কে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিচ্ছেন।'

পুতিন পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ ওই কঠিন নিষেধাজ্ঞার পরই দিয়েছেন, যার ফলে রুশ অর্থনৈতিক অবরোধের মুখোমুখি হয়েছে এবং পশ্চিমে একেবারে একা হয়ে গেছে। হোয়াইট হাউজের মুখপাত্রও এ বিষয়টিতে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনকে পরাজিত করতে নিষিদ্ধ রাসায়নিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করতে পারেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ইউক্রেনের ঘটনাবলির ওপর নজর রাখছে। যদি পুতিন ও তার সরকারকে যুদ্ধাপরাধে যুক্ত পাওয়া যায়, তাহলে তাদের মারাত্মক ফল ভোগ করতে হবে। অথচ এ কথা সবাই জানেন যে, পারমাণবিক হামলা শিশুদের খেলনা নয়। কিন্তু আমেরিকা, পশ্চিমা দেশসমূহ ও ন্যাটোর হুমকির পর রাশিয়া যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব অবলম্বন করেছে, তাতে শঙ্কা আরো বেড়ে গেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তো এমনটাই মনে হচ্ছিল যে, যদি যুদ্ধ বেধেই যায়, তাহলে বেশি দিন চলবে না। কিন্তু রাশিয়ার আক্রমণ শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুতগতিতে নাজুক হচ্ছে, তাতে সামনে কী হবে তা অনুমান করা সহজ নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ভয়ঙ্কর ফল বিশ্ব আগেই ভোগ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা জাপানের দু'টি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে এর আবশ্যিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। ওই ধ্বংসযজ্ঞের মর্মন্তুদ স্মৃতি আজো লোম খাড়া করে দেয়। এটা প্রথম পারমাণবিক অভিজ্ঞতা ছিল, যার দ্বারা পুরো বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল। বিগত ৭৫ বছরে বিশ্বের কয়েকটি দেশ যে ধরনের মারাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়েছে, তার দ্বারা যে ধ্বংসযজ্ঞ হতে পারে, তাও কল্পনা করা অসম্ভব। বর্তমানে শুধু এক রাশিয়ার কাছেই রয়েছে প্রায় ছয় হাজার পারমাণবিক অস্ত্র। আমেরিকার কাছে রয়েছে তার থেকে কিছুটা কম। চীন তার কাছে ৩৫০ পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে বলে দাবি করে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, ভারত ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলোতেও পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তির প্রকাশও কম ভয়ঙ্কর নয়। বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে, যার কাছে যত বেশি পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, সে নিজেকে ততটাই নিরাপদ মনে করছে। কিন্তু এটা নিছক খামখেয়ালিপনা। কেননা পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বের জন্য পরিপূর্ণ ধ্বংসের অস্ত্র।

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ৬ মার্চ, ২০২২ হতে উর্দু থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব। মাসুম মুরাদাবাদী ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

# যুক্তরাজ্যে চীনের কূটনৈতিক চাল

মো: বজলুর রশীদ

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে চীন-যুক্তরাজ্য বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। ব্রিটেন সুযোগ পেলেই চীনবিরোধী ইস্যুতে পদক্ষেপ নিয়েছে। চীন এবার যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে তার কূটনৈতিক তীর নিক্ষেপ করল।

চীন বলছে, ফকল্যান্ড ব্রিটিশের নয়, এর মালিক আর্জেন্টিনা। এতে দারুণ ক্ষিপ্ত হয়েছে জনসন প্রশাসন। এর আগে ফকল্যান্ড ইস্যুতে চীনের সমর্থন থাকলেও এবারই প্রথম আর্জেন্টিনার সার্বভৌত্বকে সমর্থন দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে যুক্তরাজ্যকে কোণঠাসা করতে চাইছে। চীন কেন যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াল তা বিশ্লেষণ করতে আগের ইতিহাসে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে চীনবিরোধী তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের সমর্থন, হংকং ইস্যুতে 'আন্দোলনকারীদের' সহায়তা- এসব; তা ছাড়া চীনবিরোধী প্রায় সব জোটে যুক্তরাজ্য একটি সক্রিয় দেশ হিসেবে রয়েছে। যুক্তরাজ্য তাইওয়ান নিয়ে চীনবিরোধী জোটে অংশ নেয়ায় চীন এবার ফকল্যান্ড ইস্যুকে সামনে ঠেলে দেয়।

ফকল্যান্ড আর্জেন্টিনার ৪০০ মাইল পূর্বে এবং যুক্তরাজ্যের আট হাজার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এ দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধের বিষয়। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ যা ইলাস মালভিনাস নামেও পরিচিত দক্ষিণ আমেরিকার একটি সার্বভৌম দেশ, আয়তন প্রায় ১২ হাজার ১৭৩ বর্গকিলোমিটার। দ্বীপগুলোতে আঞ্চলিক বিরোধ দেখা দেয় প্রথমে ব্রিটেন ও স্পেনের মধ্যে; তার পর ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে। যুক্তরাজ্য ১৮৩৩ সালে সেখানে একটি নৌ গ্যারিসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বীপগুলোতে নিজের দাবি জানায়। ১৯৮২ সালের এপ্রিলে আর্জেন্টিনা এসব দ্বীপ আক্রমণ করে। ব্রিটিশরা নৌবাহিনী নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়, তীব্র লড়াইয়ের পরে ১৯৮২ সালের ১৪ জুন আর্জেন্টিনা আত্মসমর্পণ করে।

শত্রুতার অবসান এবং আর্জেন্টাইন বাহিনী প্রত্যাহারের সাথে সাথে যুক্তরাজ্যের প্রশাসন শুরু হয়। ব্রিটেনকে দ্বীপপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়ার জন্য আর্জেন্টিনা আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় মার্চ ২০১৩ সালে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে জনসংখ্যার ৯৯.৮ শতাংশ যুক্তরাজ্যের অংশ হিসেবে থাকার পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের ওপর আর্জেন্টিনার সার্বভৌমত্বের দাবিকে চীন সমর্থন করে বেইজিং ফকল্যান্ড বিবাদে আগ্রহী হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে।

শীতকালীন অলিম্পিকের ফাঁকে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজ চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সাথে দেখা করেছেন। তাদের বৈঠকের পরে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ডের ওপর 'পুরোপুরিভাবে তার সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ' করতে সক্ষম হবে। এ দিকে ফার্নান্দেজ শির 'এক চীন' নীতিকে সমর্থন করেছেন, যা তাইওয়ানকে মূল ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে ধরে নেয়।

যৌথ বিবৃতিটি চীন ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করেছে, এরই মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে পক্ষদ্বয় উত্তেজনায় জড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রসচিব লিজ ট্রাস চীনকে ফকল্যান্ডের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করতে বলেছেন এবং দ্বীপগুলোকে 'ব্রিটিশ পরিবারের অংশ' বলে অভিহিত করেছেন।

ট্রাসের বিবৃতির পর, যুক্তরাজ্যে চীনা দূতাবাস এ বিষয়ে আর্জেন্টিনার প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই প্রথমবার নয় যে, ফকল্যান্ড নিয়ে চীন আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করেছে। ২০২১ সালের জুনে জাতিসঙ্ঘে চীনা দূত ঔপনিবেশিকতা বিলুপ্ত করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার আহ্বান জানান এবং দ্বীপপুঞ্জে চীনের অবস্থানের রূপরেখা দেন।

চীন ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের ওপর আর্জেন্টিনার দাবিকে সমর্থন করার পর, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি আলবার্তো ফার্নান্দেজ চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিংয়ের সাথে দেখা করেছেন। তাদের বৈঠকের পরে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ডের ওপর পুরোপুরিভাবে তার সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

চীনের তরফ থেকে আরো বলা হয়, আর্জেন্টিনার কৃষিপণ্য ও রাস্তাঘাটে ব্যাপক বিনিয়োগ করবে চীন। আর্জেন্টিনার অর্থনীতি আমেরিকা ও আইএমএফের ওপর নির্ভরশীল। আমেরিকার বিরূপ আচরণ ও আইএমএফের দীর্ঘমেয়াদি সময় ক্ষেপণের কারণে আর্জেন্টিনা চীনের সাথে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি পছন্দ করেছে এবং চীনকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে।

বেইজিংয়ে উইন্টার অলিম্পিক অনুষ্ঠানে দুই দেশের বৈঠকে গৃহীত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, কৃষিপণ্য বাজারে ব্যাপক লগ্নি করবে চীন। রাস্তাঘাটেও বিনিয়োগ করবে অর্থাৎ বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প এবার আর্জেন্টিনাতেও কাজ শুরু করছে। প্রাথমিকভাবে সে দেশে চীন ২৩.৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করবে। ব্রাজিলে বেশি বাণিজ্য হলেও আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যবন্ধু হয়ে উঠবে বলে উভয় নেতা মনে করছেন। আর্জেন্টিনার উন্নয়নের জন্য এই বিআরআই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ। জানা যায়, চীনের সাথে আর্জেন্টিনার বাণিজ্য সম্পর্ক ৫০ বছর হলেও নানা প্রতিকূলতায় সামনে এগোনো কঠিন ছিল, তাই নতুন এই চুক্তি সে কারণে ঐতিহাসিক।

বিশেষজ্ঞ ও কূটনৈতিক ভাষ্যকাররা বলছেন, তাইওয়ানের প্রতি সমর্থনের কারণে চীন ফকল্যান্ড ইস্যু ব্যবহার করছে এবং চীন তার প্রভাব বিস্তারকে আরো অর্থবহ করতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

চীন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০০৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। চীন ২০২০ সালে আর্জেন্টিনার শীর্ষ ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে ব্রাজিলকে প্রতিস্থাপন করেছে। আর্জেন্টিনা ২০২১ সালে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে যোগদান করেছে এবং এখন আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের বিআরআইতে যোগ দিয়েছে।

ফকল্যান্ড ইস্যুতে বেইজিং বারবার ব্রিটেনের 'ঔপনিবেশিক মানসিকতার' শক্ত জবাব দিয়েছে। চীন সম্প্রতি আর্জেন্টিনায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য আট বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ দিকে হংকং নিয়েও ব্রিটিশ বরিস জনসন সরকারের সাথে অনেক বিরোধ চলমান।

আফিম যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১০০ বছর অপমানে ধুঁকেছে চীন, হারিয়েছে হংকং; ব্রিটিশ কোম্পানির জন্য চীনে আফিম বিক্রি লাভজনক হয়ে ওঠে। এ জন্য তারা আফিম যুদ্ধে জড়ায় এবং দেশটির উপকূলে হংকং দখল করে ঘাঁটি গেড়ে বসে। লাভজনক মাদক ব্যবসায় সুরক্ষিত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

চীনের তৎকালীন চিং রাজবংশ এই বাণিজ্য ঠেকাতে মাদক পণ্যটিকে অবৈধ ঘোষণা করার পর দু'টি যুদ্ধ হলেও ইউরোপীয় সমর প্রযুক্তির কাছে শোচনীয়ভাবে হার মানে। অন্য দিকে আফিমের মূল্য চুকাতে উজাড় হতে থাকে চিং রাজকোষ।

ইউরোপীয় বণিকরা তখন চীন থেকে চা কিনত এবং শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিপুল পরিমাণ আফিম চোরাচালান করত। সমগ্র দক্ষিণ চীন আফিমের অবৈধ আড্ডায় ছেয়ে যায়। লাখ লাখ কর্মক্ষম মানুষ আফিমে আসক্ত হয়ে পড়ে। চীনা জনসাধারণ আফিমে বুঁদ হয়, মারাত্মক আকার ধারণ করে সামাজিক অনাচার।

চীনের জন্য আফিম এমন বিষ হয়ে উঠেছিল, যা পরিবার থেকে শুরু করে সরকারি শাসনব্যবস্থা, শান্তিশৃঙ্খলা, অর্থনীতি সব কিছু ধ্বংস করে দিচ্ছিল। পরবর্তী ১০০ বছরকে বলা হয় চীনের অপমানের শতক। চীন আর্থিক ও সামাজিকভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে তাই বিংশ শতকের শুরুতে শিল্প, বিজ্ঞান আর অগ্রগতিতে চীন ছিল শোচনীয় অবস্থানে। এ পরিণতির জন্য আজো চীনারা ব্রিটিশদের দায়ী করে।

চীনে সময়ের সাথে সাথে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ যত দুর্বল হতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে ওপিয়াম এজেন্সির রমরমা ব্যবসায়। ১৯ শতকের শুরুতে মাত্র চার হাজার বাক্স হলেও, ১৮৮০ সালের দিকে সংস্থাটি ৬০ হাজার বাক্স আফিম রফতানি করে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বিতীয় বৃহৎ রাজস্ব উৎস হয়ে ওঠে আফিম থেকে অর্জিত আয়। ব্রিটিশদের এমনতর ধ্বংসনীতি চীনের নেতৃত্ব ভোলেনি। তাই ব্রিটিশদের সাথে তেমন মাখামাখি ও সখ্য গড়ে ওঠেনি।

হংকং নিয়েও দুই দেশের মধ্যে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজমান। হংকং ২৬০টিরও বেশি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নিয়ে গঠিত। উল্লেখ্য, এখানে প্রায় আড়াই লাখ মুসলমান বসবাস করেন। মুসলমানরা পৌনে দুই শ' বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন। হংকংয়ের কুনলুন, আম্মার, চাই ওয়ান, স্ট্যানলি ও ইব্রাহিম মসজিদ বেশ নামকরা। বসতি স্থাপন করার পর থেকে হংকংয়ে মুসলমানের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলেও মসজিদের সংখ্যা বাড়েনি। ফলে নামাজের সময় মসজিদগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় হয়।

বাণিজ্যিক কারণে হংকং স্বপ্নের দেশ হলেও সেখানে তেমন ভালো নেই মুসলমানরা; যদিও হংকংয়ের অর্থনীতি, বিশেষ করে ইসলামী সূচক বৃদ্ধিতে বেশ ভূমিকা রেখেছে মুসলিম জনগোষ্ঠী। কিন্তু অযাচিত ইসলামবিদ্বেষপূর্ণ নানা আচরণ মোকাবেলা করছে সেখানকার মুসলমানরা।

বৌদ্ধ, তাওবাদ ও খ্রিষ্টধর্মের পর ইসলাম হংকংয়ের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম। তবে হংকংয়ের বিপুলসংখ্যক মানুষ নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী। হংকংয়ে বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যে ৬০ শতাংশ ইন্দোনেশিয়ান, ৪০ হাজার চীনা, ৩০ হাজার পাকিস্তানি মুসলিম রয়েছে।

১৯৯৭ সালের ১ জুলাই দেড় শ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসন শেষে চীনের অধীনে হংকংকে হস্তান্তর করে ব্রিটিশ প্রশাসন। ভোটাধিকারের পাশাপাশি চীনা একনায়কতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ করে স্বাধীনতাকামীরা।

*বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# এইচ বি রিতার বাংলা-ইংলিশ কাব্যগ্রন্থ

"আকাশের বুকে অগ্নিস্রোত" এবং "Diagonal Perspectives-Poetry Tied to the Ribbon of Time"- বাংলা ও ইংলিশে মোট দুটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এ বছর পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছেন লেখক, কবি, সাংবাদিক এইচ বি রিতা। ৯৮টি বাংলা কবিতা নিয়ে 'আকাশের বুকে অগ্নিস্রোত কাব্যগ্রন্থটি' প্রকাশ করেছে প্রিয়বাংলা প্রকাশনী, যা এবারের বইমেলায় ২৯৬/২৯৭ স্টলে পাওয়া যাচ্ছে। প্রচ্ছদ করেছেন তন্দ্রা তাবাস্সুম।

৬৯টি ইংরেজি কবিতা নিয়ে 'Diagonal Perspectives-Poetry Tied to the Ribbon of Time' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানটাকি রাজ্যের ম্যাককিনলি পাবলিশিং হাব।

প্রচ্ছদ ও চিত্রকল্প করেছেন প্রকাশনীর কর্ণধারদের একজন ডন লুম্যান অ্যাগ। বইটির ফ্ল্যাপ করেছেন সাংবাদিক, লেখক, কলামিস্ট, কবি কাকন রেজা।

ইংরেজি বইটি বিশ্বের ছয়টি দেশে আমাজনের মাধ্যমে আপাতত লাইভ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ইউনাইটেড কিংডম এবং কানাডা।

দুই ভাষায় রচিত দুটো বই-তেই এইচ বি রিতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনা, দৃশ্য, প্রেক্ষাপট ও মুহূর্তকে ফ্রেমে বাধার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, কবিতা-জগৎ সাধারণত গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ থেকে একটি ভিন্ন স্থান যেখানে সংস্কৃতি এবং বাণিজ্যের নিয়মগুলি একটু ভিন্নভাবে কাজ করে। আর তাই, তিনি এই ভিন্ন কাজটা করতে প্রতিটা মুহূর্ত এবং অভিজ্ঞতাকে প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাথে পরীক্ষা করেছেন এবং তারপরেই লেখনিতে তার অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন, যা তার ভাষার কমনীয়তার সাথে পাঠককে মুগ্ধ করবে বলে বিশ্বাস রাখেন।

ইংরেজি কাব্যগ্রন্থটির বিষয়বস্তু, লিখনশৈলী একটু ভিন্ন। পাঠককে চমকে দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে লেখক শুরু করেছেন তার ভূমিকা। শুরুটা ছিলো,

"ধরুন আপনি দরজা-জানালা বন্ধ করে নিরাপত্তার সাথে ঘুমাচ্ছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে মধ্যরাতে, আপনার নাক কুঁচকে গেলো, আপনি পচা মাংসের গন্ধ পেতে শুরু করলেন। ভোর পর্যন্ত আপনি দুশ্চিন্তায় রাত পার করলেন। তারপর, দিনের শুরুতে, আপনি আবিষ্কার করলেন যে, পাশের অ্যাপার্টমেন্টে একজন মহিলা গতকাল সন্ধ্যা থেকে তার স্বামীর লাশ বহনকারী ট্রাকটির জন্য অপেক্ষা করছেন। সেই সময়ে আপনার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কোন পর্যায়ে থাকবে? আপনি কি সেই দিন বা সময়টা সুস্থভাবে অতিক্রম করতে পারবেন?

কিংবা ধরুণ, আপনি কালো চামড়ার কেউ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আপনাকে দেখে অন্য বর্ণের কেউ একজন সতর্কতার সাথে তার হাতের মানিব্যাগটি শক্ত করে চেপে ধরলো। এই বিপরীতমুখী পরিস্থিতিটির সাথে আপনি কিভাবে প্রতিক্রীয়া ব্যক্ত করবেন?"

'Diagonal Perspectives-Poetry Tied to the Ribbon of Time'- এই কবিতার বইটি মূলত তাদের জন্য, যারা প্রতিটা দিন তীব্র তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েও সাহসের সাথে লড়ে যান, এবং দিনশেষে প্রতিটা বিষয় ও ঘটনাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করেন। এই লড়াই হতে পারে নিজের শরীরের সাথে, কখনো বিষাদগ্রস্থ মনের সাথে, কখনো সমাজের নানান অন্যায়-অসঙ্গতি ও দুর্দশার বিরুদ্ধে।

এটি এইচ বি রিতার প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশিত কবিতার বই। কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী বইটিতে তিনি আলাদা ভাবে কবিতাগুলো বিভক্ত করেছেন। যেমন- মহামারী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হতাশা, মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতা, লড়াই, জীবনবোধ এবং ভালোবাসা। এতে করে পাঠকের আকর্ষণ অনুযায়ী কবিতাগুলো খুঁজে পেতে সুবিধা হবে।

"আকাশের বুকে অগ্নিস্রোত" বইটিতে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে সরলরেখায়, কোন নির্দিষ্ট পর্বে নয়।

বই দুটোতে লেখক কোন নির্দিষ্ট নিয়মে কবিতা লিখেননি। বইটি মুক্ত-ফর্ম এবং বহু-গঠিত। সব কবিতাই মুক্ত ছন্দ এবং অনেক কবিতাই দীর্ঘ। লেখকের প্রতিটা কবিতায় আলাদা থিম রয়েছে। জীবনকে নানান আঙ্গিকে খতিয়ে দেখা লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টিশক্তি প্রতিটা কবিতায় লক্ষ্যণীয়।

"আকাশের বুকে অগ্নিস্রোত" এবং "Diagonal Perspectives-Poetry Tied to the Ribbon of Time"- বই দুটোর কবিতাগুলো যাপিত জীবনের কথাই বলে। ভঙ্গুর সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ধর্মান্ধতা, শ্রেণি-বর্ণবৈষম্য, মানবিকতার অভাব... ইত্যাদি গতানুগতিক বিষয়গুলোই কবিতার মূল বিষয়বস্তু।

একটি হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা থেকে ফিরে আসার পরিপ্রেক্ষিতে, লেখকের চিন্তা-যুক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গি এক টন পরিবর্তন ঘটে, এবং তিনি তখন প্রতিটা নেতিবাচক ঘটনা, দৃশ্যপটের কারণ খতিয়ে দেখেতে শুরু করেন। লেখক বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে জীবন একটি যুদ্ধক্ষেত্র এবং এখানে বিদ্যমান প্রত্যেক ব্যক্তি একজন যোদ্ধা। সে যুদ্ধের জন্য যোদ্ধাদের দখলে একটি অস্ত্র হিসাবে লেখক এখানে; দিঢ় মনোবল, সাহস, সৎ গুণাবলী, মানবতা, লড়াইয়ের কণ্ঠস্বর এবং ব্যক্তির সাথে সাহচর্য উপস্থাপন করেছেন। লেখকের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, বিচক্ষণতা, ভিন্ন চিন্তাশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টির সম্পূর্ণ স্বীকৃতি এই বইটিতে অনুভূত হয়েছে।

সাংবাদিক, লেখক, কলামিস্ট, কবি কাকন রেজা বইটির ফ্ল্যাপে লিখেছেন, "একজন লেখক হবার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জীবনবোধ। জীবনকে জানতে চাওয়ার ইচ্ছা এবং আগ্রহ। লেখক হিসেবে এইচবি রিতা'র উল্লেখ্য দিক হলো এই জীবনবোধ। তিনি কাজ করছেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে, যেখানে তাকে শিশুদের মন, আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা একটি শিশুর বেড়ে ঠার সাথে সাথে তার মনস্তত্ব বুঝতে হয়। জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা এবং ইতিবাচক চিন্তার বাঁকগুলি তিনি এভাবেই অনুধাবন করছেন। এই মানুষকে দেখার বিষয়টাই রিতার লেখার উপজীব্য হয়েছে, উঠে এসেছে। শুধু উঠে আসা বললে ভুল হবে, সার্থক ভাবে উঠে এসেছে। একজন লেখকের সবচেয়ে বড় দিক যেটা, নিজস্ব ধরণ সৃষ্টি করা। নিজের সিগনেচার রাখা। সেক্ষেত্রে রিতা দারুণ সফল। অনুবাদক হিসাবেও রিতা লেখক ও লেখার মূল বিষয়বস্তু ধরে রাখতে পারায় দারুণ দক্ষতার ছাপ রাখেন। রিতার কবিতা, গল্প ও উপন্যাস মানুষের কথা বলে। মানুষের ব্যথার কথা বলে।"

ভয়ানক মহামারীতে এপিসেন্টার নিউইয়র্কের করুণ দৃশ্য আমদের এখনো ভাবিয়ে তুলে। যাতনার সাথে প্রাণ হারিয়েছেন লেখকের প্রিয় বন্ধু, শিক্ষক এ্যান ন্যুয়েন। তার 'অহয ঘমুঁবহ' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"I won't ever see a brilliant evening without her. There won't be a day-to-day existence in the aroma of blossom any longer.
It will be challenging to see butterflies bugs playing The stars could proclaim
insubordination in the dimness of night.
Coronavirus removed her
Is it fair? No! Not in any manner."

ধর্মবিদ্বেষ বিরোধী লেখক ধর্মান্ধতা মাড়িয়ে তার কলমের আঁচড়ে তুলে ধরেন একই রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষের কথা।

'ঔড়মড়ফরংয গু ঋৎরবহফ' -কবিতাটিতে তাই প্রতিফলিত হয়।

"My friend Jogodish and I were born in two different religions
However, We are old buddies.
I believe in the Qur'an –
So does he in Srimad Bhagavad Gita.
We both believe in the monotheism of the Creator,
Almighty God is the only one
He has no lord, no one greater than him!"

সমাজ-রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির কষাঘাতে মানুষের ব্যাথায় ব্যাথিত লেখক তীব্র প্রতিবাদে তার 'Bangladesh' কবিতায় লিখেন,

"Power is taking away women's respect and life! Again, the accused criminals are playing with the law.
The media is an enslaved person bought by the administration, truth be told,
Like the govt authority's pet canine
It keeps its mouth closed in the quest for its advantages.
The capitalists are pushing the workers towards death
The state has no constitution
However,
For what reason is my mind sobbing for this country?
What is there in my Bangladesh?"

অবহেলায় পথে পড়ে থাকা মানুষ, বৃদ্ধ পিতা-পাতার অনিরাপত্তা কাঁদিয়ে তুলে লেখককে।

'All Mothers Need Love' কবিতায় তিনি লিখেন,

"Many mothers living on the streets,
Picks up bread from the dustbin to eat.
Not in the warmth of love,
but in the bitter cold their helpless eyes search for something
Look for someone
Who are they searching?"

হতাশায় ডুবে যেতে যেতে আবারও সাহস নিয়ে লড়াই করে দিনটি পার করা- লেখকের সাহসী পদক্ষেপ। 'I Won a Disease Lottery' কবিতায় তিনি লিখেন,

"This illness makes me distrustful,
It's startling to imagine that
I've scored that sweepstake for this sickness.
I don't know what's in store for me
I don't know what will show up for next
Simply know, it has and will remain there for the remainder of my life
It isn't easy to battle like this constantly! No!
Yet, I'm doing it
When it's all said and done,
Tomorrow isn't the day! Today is the day."

দিনশেষে আমাদের প্রতিটা মানুষের আশ্রয় ও ভালোবাসার দরকার আছে। ভালোবাসা ছাড়া মানুষ অচল। তবে, আমরাই আমাদেরকে সব থেকে বেশি ভালোবাসি। 'ডব খড়াব ঙঁৎংবষাবং' কবিতায় তিনি লিখেন,

"Individuals can't be in the void.
They can't be distant from everyone else.
So many invisible strings interface them to the world.
Whether one recognizes oneself as unmindful and derisive, individuals need love.
We concede and don't;
We as a whole, love ourselves and perceive our reality!"

সমাজের বিরুপ দৃষ্টি উপেক্ষা করে একক মায়ের লড়াই আমরা দেখতে পাই তার 'ওঃ'ং অষৎরমযঃ গড়স' কবিতাটিতে।

"When his father's name had eliminated from
the school blue card,
I saw the wonder in his eyes.
The sky that day was likewise extremely overcast
There was no downpour
Notwithstanding, solid damp air was blowing.
I looked at him very carefully and feel some burst inside my heart.
A few questions,
It might say some guilt-responsibility was destro–ing me.
His Innocent eye!"

কারণে-বিনাদোষে মৃত্যুর আগে খুপরি ঘরে তালাবদ্ধ কয়েদীর মানসিক অবস্থা যাচাইয়ে 'আকাশের বুকে অগ্নিস্রোত' কাব্যগ্রন্থটিতে তিনি লিখেন, 'খুপরি ঘরে দ্বিগুণ মৃত্যুদন্ড' কবিতাটি।

"খুপরি ঘরে ঘুলঘুলির আবছায়া আলোয়
খেয়ে-পড়ে শরীর টিকিয়ে রাখার যে জীবন,
তাতেও আরশোলা, ইঁদুর ছাপ রেখে যায়।
সেখানে রৌদ্দুর পৌঁছায় না দশক ধরে
ছাদের কার্নিশে অমাবষ্যা রাত, উঁকি দেয় না।
নিরীহ প্রাণ আবেদন হাতে
কয়েক দশক কাটিয়ে দেয়, একাকী বন্ধ ঘরে
খাদ্যের থালা সুযোগ বুঝে ঢুকে যায়;
দরজার সরু ছিদ্র পথে।
মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন তারা রোদ চিনতে ভুল করে
ভিতর পুড়ে গেলে স্নায়ুকোষ শুকিয়ে যায়
মস্তিষ্কে পোকার বিচরণ রক্তনালি ছিড়ে নেয়।
মানুষ হত্যা
মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্রের অসুস্থতার প্রতিবিম্ব
হত্যার শাস্তিতে হত্যা কোন প্রতিকার নয়
এতো সুস্থ মগজের বিপরীত প্রক্রিয়া।
বন্ধ ঘরে, বিচ্ছিন্নতা মানেই দ্বিগুণ মৃত্যুদন্ড
এ মৃত্যু একটি ধীর এবং বেদনাদায়ক;
মানসিক মৃত্যু।"

এইচ বি রিতা লেখালেখির সাথে যুক্ত ছোট থেকেই। তার পিতা সামসুদ্দিন আহমেদ এছাকও ছিলেন একজন গীতিকার, নাট্যকার, লেখক, কবি ও বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রের তালিকাভূক্ত শিল্পী। বিশ্বের মানুষ এবং মানুষের সাধারণ জীবন যাপনের সাথে এইচ বি রিতা খুব গভীরভাবে জড়িত। পেশাগত কারণে এডুকেশনের উপর উচ্চ পড়াশুনা সম্পন্ন করতে গিয়ে তিনি জেনেছেন মানুষের মনকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিবেচনায় গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া,

পেশাগতভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সাথে কাজ করছেন তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত। বর্তমানে কাজ করছেন নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষা বিভাগের এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট হিসাবে। তাই, মানুষের মনের ভাবনা, আচরণ, বহিপ্রকাশ ও কারণ নির্ণয়ে তিনি যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হোন। অন্যের যে কোন সঙ্কট বা ব্যথায় তিনি ব্যাথিত হোন। আর তাই তার অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধিশীল যা তার লেখাতে দুর্দান্তভাবে সুনির্দিষ্ট এবং গীতিময় হয়ে উঠে।

"আকাশের বুকে অগ্নিস্রোত" এবং "Diagonal Perspectives-Poetry Tied to the Ribbon of Time"- বই দুটোর শিরোনাম থেকে, পাঠক বইটির মৌলিক বার্তাটি মোটামুটি অনুমান করতে পারবেন এবং বুঝতে পারেন লেখক কীভাবে বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে শব্দ, সুর ও ভাব বিন্যাসের কারুকার্যের মাধ্যমে সময়কে ধরার চেষ্টা করেছেন। এইচ বি রিতার কবিতার বিষয়বস্তু যেমন সময়োপযোগী তেমনি শক্তিশালী।

এইচ বি রিতার ইতিপূর্বে আরো বই প্রকাশিত হয়েছে। অন্যধারা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত অনন্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো- মৌনতা, কবিতা তুমি ভবিতব্য কষ্টের প্রতিচ্ছবি, রক্তাক্ত নীল এবং দুঃখ জলের লহরী।

এছাড়াও অন্যধারা প্রকাশনী থেকে এইচ বি রিতার প্রথম উপন্যাস 'বিনু' প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে। তার প্রথম প্রবন্ধ 'জোনাকির ডাকবাক্স' এবং 'বার্ডস অফ প্যারাডাইস' নামক আরো একটি সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ছে ২০২১ এর বইমেলায়, প্রিয়বাংলা প্রকাশনী থেকে।

KT KHAN'S TUTORIAL

# WE'RE BACK.

## IN-PERSON SHSAT & SAT

**KT 3-8 NY State Exam Program:**

ELA State Exams:
Mar. 29 - Apr. 8

Math State Exams:
Apr. 26 - May 9

Digital Classes for
$8-10 per hour!

**KT Specialized High School Program:**

Over 4,300 students
Stuyvesant
Bronx Science
Brooklyn Tech
New Schools

Digital Classes for
$13-15 per hour!

**KT SAT, HS, AP College Admissions Program:**

March 12 SAT
March 23 SAT
June 4 SAT
August 27 SAT

AP - Sciences & Calculus

Digital Classes for
$15-17 per hour!

## JACKSON HEIGHTS MARCH 2022

**SMALL CLASS SIZES**
**HIGHEST QUALITY**
**LOWEST PRICES**

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

# আমি একটি ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ঝুঁকিতে থাকা একটি জনগোষ্ঠীর হয়ে কথা বলছি, আইনের শাসনের কথা বলছি

## ‘সাহসিকা’ রিজওয়ানা হাসান

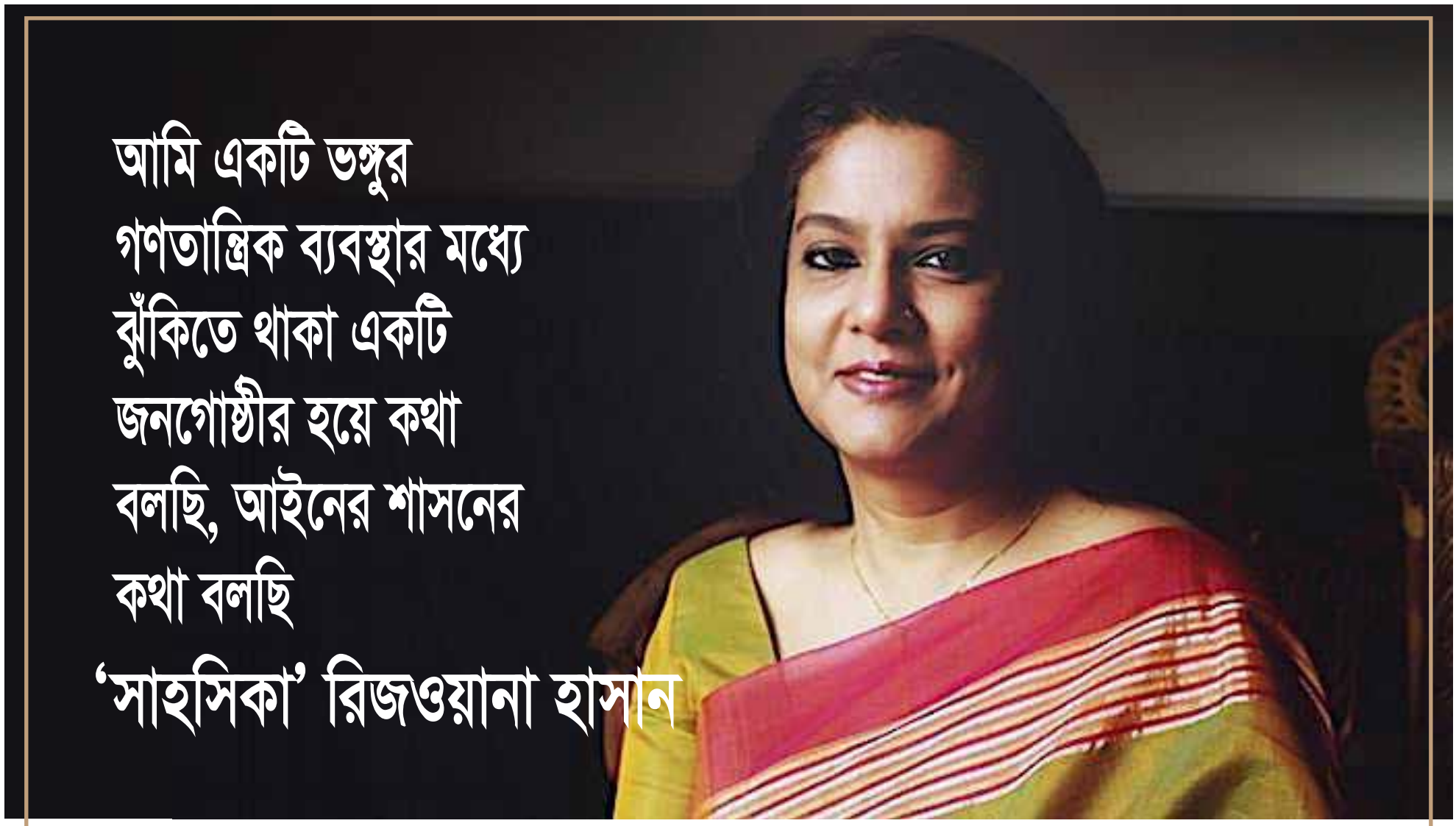

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নারী সাহসিকা (ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজড়আইডব্লিউওসি) পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

২০০৭ সাল থেকে এ পুরস্কার দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় বলছে, শান্তি, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, লৈঙ্গিক সমতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় যারা ব্যক্তিগতভাবে ঝুঁকি নিয়ে ও ত্যাগ স্বীকার করে ব্যতিক্রমী সাহস দেখান ও নেতৃত্ব দেন, তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

এর আগে ২০০৯ সালে রিজওয়ানা হাসান পরিবেশের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কার ‘গোল্ডম্যান পুরস্কার’ পান। একই বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী ‘টাইম’ ‘এনভায়রনমেন্টাল হিরো’র তালিকায় রাখে তাকে।

এ ছাড়া ২০১২ সালে এশিয়ার নোবেল হিসেবে পরিচিত ম্যাগসেসে পুরস্কার পান রিজওয়ানা।

সাম্প্রতিক পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে গত ১৬ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের সঙ্গে কথা হয় ঢাকার দ্য ডেইলি স্টারের। তিনি বলেন, এই অর্জন তাকে লড়াই চালিয়ে যেতে নতুনভাবে অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগাবে।

**প্রশ্ন:** বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পুরস্কারপ্রাপ্তির বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

রিজওয়ানা হাসান: আমরা যারা পরিবেশগত ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করি, আমাদের সরাসরি একদল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মুখোমুখি হতে হয়। যারা ভূমিদস্যু, নদীদূষণ-নদী ভরাটের সঙ্গে জড়িত, যারা বন উজাড় করে কারখানা বানায়, জাহাজভাঙ্গা শিল্পের নামে মানুষ হত্যা করে। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় যে, কাগজে-কলমে, আইন-কানুনে, সংবিধানে সরকার সঠিক বিধান রাখলেও সরকারের মধ্যেই কিছু মানুষের ও সরকারের রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে। আমাদের মতো একটি দেশে, যেখানে গণতন্ত্র প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখে আছে, সেখানে এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে বেশ শক্তিশালী এবং ক্ষমতার সঙ্গেও জড়িত। সুতরাং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় তাদের মুখোমুখি হওয়া বেশ চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ।

**প্রশ্ন:** বেলার প্রায় ৩ দশকের কাজে কোন ধরনের সংকটে পড়তে হয়েছে?

রিজওয়ানা হাসান: বেলা ২৭ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। আমি হয়তো নেতৃত্ব দিচ্ছি গত ২৩ বছর ধরে। এই ২৩ বছরে কিন্তু দ্বিতীয় কোনো বেলা হয়নি। গত ২-৩ বছরে আমাদের বেশ কিছু কর্মীর গায়ে হাত উঠেছে, আমরা গ্রামে যে সব মানুষের পক্ষে মামলা করেছি, তাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বা অন্যান্য মিথ্যা অভিযোগে মামলা দেওয়া হয়েছে। যেখানে আমরাই সবসময় ঝুঁকিতে থাকি, সেখানে আমি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছি তারা তো আরও বেশি ঝুঁকিতে। আমি একটি ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ঝুঁকিতে থাকা একটি জনগোষ্ঠীর হয়ে কথা বলছি, আইনের শাসনের কথা বলছি। এটা কারও জন্যই সহজ নয়। এখানে মানুষের ভোটের অধিকারই সত্যিকার অর্থই সংকীর্ণ। ফলে এখানে যারা ভুক্তভোগী হয়, কিছু গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য যাদের ভুগতে হয়, তারা তো আদালতে আসতে পারে না সহজে। আমি যখন তাদের প্রতিনিধিত্ব করছি, তখন আমাকে তাদের ভালনারেবিলিটিটা মাথায় রাখতে হচ্ছে, ঝুঁকির বিষয়টা মাথায় রাখতে হচ্ছে। আমি যখন কোর্টে যাচ্ছি, তখন আমি কিন্তু জানি না যে, সত্যি সত্যি ন্যায়বিচার আনতে পারবো কিনা, তাদের নিরাপত্তা দিতে পারবো কিনা, এমনকি আমার নিজের অধিকারও রক্ষা করতে পারবো কিনা।

প্রান্তিক মানুষের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় কাজ করতে গিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেক সময় বিদ্বেষের শিকার হতে হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিকার তো হই। কিছু কিছু পত্রিকা আছে ওরা লাগাতার নিউজ করতে থাকে। আবার যদি জেন্ডার অ্যাসপেক্টে বলি সেখানেও একইরকম। একটা খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে আমরা ৬৩-৬৪ জন একসঙ্গে সই করলাম। যখন আমার সই গেল, তখনো কিন্তু দেখা গেছে ইন্টারনেটে আমার বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা লিখছে। সাইবার বুলিং করছে।

**প্রশ্ন:** এই দীর্ঘ লড়াই কি এখন আরও কঠিন মনে হয়?

রিজওয়ানা হাসান: এটার ২ ধরনের উত্তর হতে পারে। একটা হলো, আমরা যখন প্রথম প্রথম মামলা করতাম তখন প্রতিপক্ষ এতোটা সুসংগঠিত ছিল না। এখন একটা শিপ ব্রেকারের বিরুদ্ধে মামলা করলে গোটা শিপ ব্রেকার অ্যাসোসিয়েশন দাঁড়িয়ে যায় ওই শিপব্রেকারের স্বার্থ রক্ষা করতে। এত বছরে ওরা বুঝে গেছে যে, আমি কোর্টে যাব। আর কোর্ট তো স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আইন অনুযায়ী রায় দেবে। যখন কোনো অতিরিক্ত রাজনৈতিক স্বার্থ চলে আসে তখন এটা ব্যতিক্রম হতে পারে। এখন আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাই অনেক বেশি সুসংগঠিত হয়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে ওদের যারা মিত্র, দেখা যাচ্ছে তাদের দিয়ে ওরা আইনের ধারাও বদলে ফেলছে। তাই এখনকার লড়াইটা আরও বেশি কঠিন বলে মনে হয়। তবে আশার বিষয় হলো, আমরা হয়তো ২০০০ সালে বুড়িগঙ্গা অবৈধ দখলমুক্ত করতে মামলা করেছি। এখন কিন্তু ৬৪ জেলায় নদী রক্ষা নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। এটা যে আমার কারণে হয়েছে, আমি তা বলছি না। কিন্তু বিচার ব্যবস্থা মানুষকে একটা ভরসা দিয়েছে। যেখানে আমলাতন্ত্র আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে, রাজনীতিকরা আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে, সেখানে বিচার ব্যবস্থা কিন্তু ভরসা দিয়ে রেখেছে। এই ভরসাটা আমাকে সাহস দেয়। আমি যে সমস্ত ইস্যু নিয়ে কাজ করি, যে মানুষগুলো আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, তারাও কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুখ খুঁজে নিয়েছে। এটা কিন্তু একটা আশার দিক।

**প্রশ্ন:** ভবিষ্যতে কি চ্যালেঞ্জ আরও বাড়বে?

রিজওয়ানা হাসান: এটা নির্ভর করবে গণতন্ত্রের অবস্থার ওপর। যদি দেশে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র থাকে, সত্যিকার অর্থে মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকার আসে এবং মানুষের ভোটেই কোনো দল পরাজিত হয়, তখন একটা জবাবদিহিতা থাকে। উন্নয়নের নামে সবকিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। উন্নয়নের মডেল নিয়ে এখন কথা বললেই তো আমরা দেশ বিরোধী হয়ে যাচ্ছি, স্বাধীনতা বিরোধী হয়ে যাচ্ছি। ভোটের অধিকার থাকলে এটা থাকবে না। কেউ যদি উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংস করে তখন কিন্তু আর জনগণ ভোট দেবে না। আমি মনে করি গণতান্ত্রিক পরিবেশ যদি থাকে, তাহলে আমাদের জন্য একটি ভালো ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করবে। আর আমাদের গণতন্ত্র যত বেশি সংকীর্ণ হবে নারী অধিকার, শিশু অধিকার, পরিবেশ অধিকার- যেকোনো ক্ষেত্রেই বিচার পাওয়াটা মুশকিল হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন:** সমাজে নারীর জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কী কী বলে মনে করেন?

রিজওয়ানা হাসান: নারীদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পরিবার। ছোটবেলা থেকেই নারীরা জানেন, তারা তার ভাইয়ের অর্ধেক সম্পত্তি পাবেন। পরিবারের ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের সমান দায়িত্ব থাকলেও মেয়েটি অর্ধেক সম্পত্তি পাবেন। আমাদের সমাজে পরিবার থেকেই মেয়েদের গড়ে তোলা হয় মনস্তাত্ত্বিকভাবেই পরাজিত করে। এখানে ধর্মকেও ব্যবহার করা হয়। কদিন আগে আমাদের সরকার প্রধান একটা কথা বলেছেন, ‘কোনো ক্ষেত্রে ধর্ম মানি না, সম্পত্তির কথা এলেই ধর্ম টানি।’ পরিবার আর সমাজের এই বিষয়গুলো রাষ্ট্রের মধ্যে একেবারে গেঁথে গেছে। রাষ্ট্র পাবলিক স্ফিয়ার ছাড়া প্রাইভেট স্ফিয়ারে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছে না। গণতন্ত্র যখন সংকুচিত হয়ে যায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যখন তার ভূমিকা পালন করতে পারে না, তখন নারীর বিরুদ্ধে যে অপরাধ হয়, যে সাইবার বুলিং হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে নারী আরও অসহায় হয়ে যায়। দিন যত যাচ্ছে, নারী যত অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হচ্ছে, সে কিন্তু ততই বলছে যে, ‘আমি এই নিয়মগুলো মানবো না’। সমাজে যে ট্যাবুগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নারীর বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রচার করা হচ্ছে। নারী যত এগিয়ে যাবে, পুরুষতন্ত্র কিন্তু ততই আপনাকে আটকে রাখতে চাইবে। এখন নারীর প্রতি সহিংসতা মারাত্মক পর্যায়ে বেড়ে গেছে। যে আইনগুলো আছে সেগুলোও সহিংসতা কমানোর ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি গণতন্ত্র কম থাকে- ধরুন আমি এমন একটা অপরাধের অভিযোগ করলাম যেখানে একজন রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী মানুষ জড়িত, আমি তো তখন বিচার পাবো না। এমন ঘটনা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এখন আমরা একটা ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। নারীবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে আমাদের সমাজ এখনো সম্পূর্ণভাবে পরিচিত না।

**প্রশ্ন:** পুরস্কার পেয়ে কেমন লাগছে?

রিজওয়ানা হাসান: আমার তো সত্যিই অনেক ভালো লাগছে। কারণ মাঝে মাঝেই খুব হতাশ লাগে। দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্ট আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে কিন্তু বিচার এনে দিতে পারছি না, রায় এনে দিতে পারছি না। আবার রায় এনে দিতে পারলেও ন্যায়বিচার এনে দিতে পারছি না। আপনি যতই সাহসী হন, এরকম অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক না। তাই যখন এ ধরনের খবর পাই, তখন আবার জেগে উঠি। তখন বুঝি যে, আমাদের ভালো কাজগুলো কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও তো দেখছে, মূল্যায়ন তো হচ্ছে। আর যখন অনেক অভিনন্দন বার্তা পেতে থাকি, যেমন গত রাতে এতো অভিনন্দন, শুভেচ্ছাবার্তা এসেছে, তখন মনের মধ্যে অন্যরকম নিশ্চয়তা আসে। এটা তো অবশ্যই অনেক বড় দায়িত্ব। আপনি এ ধরনের স্বীকৃতি পেলে সবাই তো দেখতে থাকবে যে, আপনি কী করেন। আমি খুশি হয়েছি। এটা আমাকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য নতুনভাবে অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগাবে।

# লেবু খেলে যেসব রোগ থেকে দূরে থাকবেন

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি তো রয়েছেই; পাশাপাশি পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ফাইবার মেলে লেবু থেকে। প্রতিদিন তাই লেবু-পানি খেতে পারেন। ভাত বা অন্যান্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায় লেবু। জেনে নিন নিয়মিত লেবু খেলে কোন অসুখগুলো ধারেকাছে ঘেঁষবে না আপনার।

শ্বাসকষ্টের ঝুঁকি কমে যারা নিয়মিত ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খান, তাদের অন্যদের তুলনায় শ্বাসকষ্ট কম হয়- এমনটাই বলছে গবেষণা। ভিটামিন সি এর অন্যতম উৎস লেবু। তাই প্রতিদিন লেবু খাওয়ার চেষ্টা করুন।

ক্যানসার থেকে দূরে থাকা যায় প্রতিদিন এক গ্লাস লেবু পানি খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে লেবুতে থাকা ভিটামিন সি। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় ও অনেক ধরনের অসুখ থেকে দূরে থাকা যায়।

হজমের গণ্ডগোল দূর হয় অ্যাসিডিটি ও হজমের সমস্যা দূর হয় নিয়মিত লেবু খেলে।

ওজন কমে এক গ্লাস পানিতে এক চা চামচ লেবু মিশিয়ে পান করুন প্রতিদিন। বাড়তি ওজন দূর করতে সহায়ক এটি।

# জাদুকরী মসলা হলুদ

মসলা হিসেবে বহুল পরিচিত হলুদের গুনাগুণ বলে শেষ করা যাবে না। শুধু তরকারির রংবদল নয়, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগুণেও মসলাটির জুড়ি নেই। ত্বকের জন্যও নানা উপকার বয়ে আনে কাঁচা হলুদ। বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোনালিসা মেহরিন

হলুদ বা হলদি গুল্মজাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম। হলুদগাছ সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার উঁচু হয়। এর পাতা বড় এবং আয়তাকার হয়ে থাকে। গাছের শিকড় থেকে প্রাপ্ত অংশই মসলা বা ঔষধি উপাদান হিসেবে হাজার বছর ধরে বাংলাদেশ, ভারতসহ পৃথিবীর নানা দেশে ব্যবহার করা হয়। হলুদের আদি নিবাস দক্ষিণ এশিয়া। হলুদ চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। পাহাড়ি ও উঁচু জমিতে হলুদ চাষ ভালো হয়। বছরে একবার হলুদগাছের শিকড় তোলা হয়। পরের বছর পুরনো শিকড় থেকে জন্ম নেয় নতুন গাছ। মসলাজাতীয় ফসলের তালিকায় বেশি ব্যবহারযোগ্য ফসলের মধ্যে হলুদ অন্যতম। কাঁচা হলুদ থেকে শুরু করে গুঁড়া হলুদের ব্যবহার ব্যাপক।

**অসুখবিসুখে**

বায়োকেয়ারের সিইও এবং আয়ুর্বেদিক চিকিত্সক শরিফুল ইসলাম জানান, হলুদের তিনটি উল্লেখযোগ্য উপাদান কার্কিউমিন, ডেমথক্সাইকুরকুমিন ও বিসডেমেথক্সাইকুরকুমিন। কার্কিউমিন আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এক উপাদান। কার্কিউমিন প্রদাহবিরোধী। তাছাড়া এটা অ্যান্টি-টিউমার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রভাবগুলোর জন্যও সমাদৃত। নিয়মিত হলুদের গুঁড়া খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীরে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি এবং ছড়িয়ে পড়া রোধে হলুদ সাহায্য করে। বিশেষ করে মুখগহ্বরের ক্যান্সার প্রতিরোধে হলুদ খুবই কার্যকর। অ্যাজমা ও শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা থাকলে হলুদে উপশম মিলবে। প্রতিদিন হলুদের গুঁড়া গরম পানির সঙ্গে মিশিয়ে রাতে শোয়ার আগে খেলে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

লিভারের ইনফেকশনেও হলুদ উপকারী। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এক কাপ গরম পানির সঙ্গে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে খেলে উপশম পাওয়া যায়।

নিয়মিত হলুদ সেবন মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে কাঁচা হলুদের রস ও এক চা চামচ কুসুম গরম পানি মিশিয়ে খেলে এই উপকার পাওয়া যাবে। রাতে হলুদের গুঁড়া গরম পানির সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও উপকৃত হওয়া যাবে। হলুদ ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ একটি প্রাকৃতিক উপাদান। এটির ব্যবহারের নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। অতিরিক্ত খেলে পেটের সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই দ্রুত উপকৃত হতে চেয়ে অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

**ত্বকের নিরাময়ে**

রূপ বিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন জানান কাঁচা হলুদ ও হলুদ গুঁড়া দিয়ে রূপচর্চার কলাকৌশল। হলুদ সেবনের পাশাপাশি এর প্যাক তৈরি করেও রূপচর্চায় উপকার পাওয়া যায়।

মুখের ত্বকের লাবণ্য বজায় রাখতে মসুর ডাল ও কাঁচা হলুদ বেটে দুধের সর মিশিয়ে মুখে ও হাতে মাখতে হবে। দুই ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে এক মাস ব্যবহার করলে পার্থক্যটা আপনাআপনি বোঝা যাবে। যাঁদের মুখে ব্রণ ওঠে তাঁরাও হলুদ ব্যবহার করলে উপকার পাবেন। সকালে খালি পেটে দুই টুকরা কাঁচা হলুদ ও দুটি নিমপাতা একসঙ্গে মিশিয়ে খেলে ব্রণ সেরে যায়। ত্বকের রং উজ্জ্বল হয়।

গায়ের রং উজ্জ্বল করতে চাইলে কাঁচা হলুদ, কমলালেবুর খোসা ও নিমপাতা একসঙ্গে পানি দিয়ে বেটে গায়ে মেখে এক ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বক উজ্জ্বল হওয়ার পাশাপাশি চর্মরোগ দূর হবে। সপ্তাহে তিন-চার দিন লাগালে ভালো উপকার পাওয়া যাবে। ত্বকের দাগ ওঠাতে কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা একত্রে বেটে কয়েক দিন লাগালে দাগ উঠে যাবে।

# সেদ্ধ না কি পোচ, কী ভাবে ডিম খেলে মিলবে বেশি উপকার

ডিমের সাদা অংশ থেকে শুরু করে কুসুমে ভিটামিন ও খনিজ থাকে প্রচুর পরিমাণে। প্রাতরাশে অনেকেরই ডিম খাওয়ার অভ্যাস আছে। তবে সেদ্ধ না ভাজা? সাদা না বাদামি? ডিম নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। অনেকে আবার কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার ভয়ে রোজ ডিম খাওয়া থেকেও বিরত থাকেনদ। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেউ কেউ আবার খাদ্যতালিকা থেকে ডিমের কুসুম বাদ দিয়েছেন। কিন্তু ডিমের সাদা অংশ থেকে শুরু করে কুসুমে ভিটামিন ও খনিজ থাকে প্রচুর পরিমাণে। একটি ডিম থেকে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন বি ১২, ভিটামিন এ, ডি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ডিমে। এ ছাড়াও ডিমে থাকে কোলিন। লিভার ভাল রাখতে এই খনিজ খুবই উপকারী।

## সেদ্ধ না পোচ, ডিম কী ভাবে খেলে মিলবে অধিক পুষ্টি?

তেলে ভেজে ডিম খাওয়ার চেয়ে কড়াইয়ে তেল মাখিয়ে পোচ করে ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে ডিম সেদ্ধ করে খাওয়াই ভাল। কারণ ডিমের পোচে ক্যালরির পরিমাণ অনেক বেশি। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগলে পোচ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তবে শিশুদের জন্য পোচ বেশ উপকারী।

অন্য দিকে, যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন তাঁরা অনায়াসে সেদ্ধ ডিম খেতে পারেন। কিংবা যাঁরা রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন রোজের খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন ডিম সেদ্ধ। ডিমের সাদা অংশে সব চেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে। সেদ্ধ করার পর ডিমের উপকারী উপাদানগুলি বজায় থাকে। পোচ করলে বা তেলে দিয়ে ডিম ভাজলে অনেক সময় সেই উপাদানগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। পুষ্টিবিদরা নিয়মিত তাই সেদ্ধ ডিম খাওয়ার পরামর্শই দিয়ে থাকেন।

# আখের রস কি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী?

ধীরে ধীরে প্রকৃতিতে বাড়ছে তাপমাত্রা। এ সময় ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বেরিয়ে যায়। এ কারণে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পান করা প্রয়োজন। এ সময় অন্যান্য পানীয়ও শরীরে পানিশূন্যতা রোধ করে। গরমের দুপুরে আখের রসে চুমুক দিলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। শুধুমাত্র তৃষ্ণা মেটাতেই নয়, আখের রসে প্রচুর পরিমাণে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট শরীর থেকে দূষিত পদার্থ নির্মূল করে শরীরকে ভিতর থেকে ঝরঝরে করে তোলে।

স্বাদের পাশাপাশি আখের রস পুষ্টিগুণেও ভরপুর। এই সময়ে আখের রস পানে আরও যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়-

শক্তি বৃদ্ধি করে: গ্রীষ্মকালে ঘাম বেশি হয়, ফলে শরীরে পানির ঘাটতি দেখা দেয়। অনেকেই খুব ক্লান্ত বোধ করেন। এই সময়ে আখের রস পান করলে শরীরে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়, যা শক্তির মাত্রা বাড়ায়।

প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়: নারী ও পুরুষ, উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রজননের নানা সমস্যার সমাধানে বেশ কার্যকরী আখের রস।

লিভার ভাল রাখে: লিভার ভাল রাখতে ও কার্যক্ষমতা বাড়াতে আখের রস বেশ উপকারী।

জন্ডিসের রোগীদের ক্ষেত্রেও আখের রস একটি প্রচলিত পথ্য। প্রস্রাবের সংক্রমণ-জনিত সমস্যায় ভুগলেও আখের রস খেলে উপকার পেতে পারেন।

ত্বক পরিচর্যায়: ত্বক ও চুল ভালো রাখার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর আখের রস। আখের রসে থাকে আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড, ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে, ব্রণের সমস্যা দূর করে। মাথার খুশকির সমস্যা কমাতেও এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে: আখে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এটি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। ফাইবার কোলেস্টেরলের সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: আখের রসে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকায় এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। গ্রীষ্মে আখের রস পান করলে শরীর ঠান্ডা থাকে এবং ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি কমে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে: যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা আখের রস এড়িয়ে চলেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আখের মধ্যে আইসোম্যাল্টোজ নামক একটি উপাদান রয়েছে যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। টাইপ-টু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে নেমে গেলে আখের রস খেলে উপকার পেতে পারেন। হাইপোগ্লাইসিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের জন্যেও এই রস উপকারী।

তবে কী পরিমাণে আখের রস খাবেন, তা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে চিকিৎসদের সঙ্গে পরামর্শ করে খাওয়াই ভালো।

# হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় স্ট্রবেরি, ডায়াবেটিস রোগীদের কি স্ট্রবেরি খাওয়া ঠিক?

ডায়াবেটিস রোগীদের সাধারণত মিষ্টি ফল থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে স্ট্রবেরি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, স্ট্রবেরি এমন একটি সুপারফুড, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মিষ্টি খাওয়ার চাহিদা মেটাতেও সহায়তা করতে পারে।

সম্প্রতি গবেষকরা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার সঙ্গে স্ট্রবেরি গ্রহণের প্রভাব নিয়ে একটি গবেষণা চালিয়েছেন। 'ফুড অ্যান্ড ফাংশন'নামক একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত এই গবেষণায়, গবেষকরা ১৪ জন অংশগ্রহণকারীদের তিনটি পৃথক বিরতিতে একটি স্ট্রবেরির তৈরি পানীয় পান করতে বলেছিলেন। এতে দেখা গেছে, যারা তাদের খাবারের পাশাপাশি স্ট্রবেরির পানীয় পান করেছেন, তাদের তুলনায় যারা খাবারের দু'ঘণ্টা আগে স্ট্রবেরির পানীয় গ্রহণ করেন তাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে উল্লেখযোগ্য ভাবে কম ছিল । গবেষকদের ধারণা, স্ট্রবেরি ইনসুলিন সঙ্কেতকে উন্নত করে। তা রক্ত প্রবাহ থেকে শর্করাকে বার করে এবং কোষ পাঠিয়ে দেয়। সেখানে এটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

এছাড়া 'উইমেনস হেলথ স্টাডি'-তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে সব নারী প্রতি সপ্তাহে দু'বারের বেশি স্ট্রবেরি খান, তাদের তুলনায় স্ট্রবেরি না খাওয়া নারীদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ১০ শতাংশ কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্ট্রবেরিতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ও পলিফেনল ডায়াবেটিস রোগের সঙ্গে লড়াই করতে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। বেশি অ্যান্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমাতে পারে।

# ডায়াবেটিস প্রতিরোধে পেয়ারা

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে পেয়ারার মতো উপকারী ফল আর নেই।ঙ পেয়ারা পাতা রক্তচাপের সমস্যা বা হৃদরোগকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

• পেয়ারায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ভিটামিন সি ও পলিফেনল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করে। তাই নিয়মিত পেয়ারা খেলে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিও কমে।

• পেয়ারায় ফাইবার বেশি থাকে, কিন্তু গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে পেয়ারা। শরীরের সোডিয়াম, পটাশিয়ামের ব্যালান্স ঠিক রেখে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাও পেয়ারা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে হার্ট থাকে সুস্থ।

• পেট ভালো রাখতে পেয়ারা খাওয়া ভালো। এতে রয়েছে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রপার্টিস, যা ডায়রিয়ায় ম্যাজিকের মতো কাজ দেয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে রোজ একটা করে পেয়ারা খেলে উপকার পাবেন।

• দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে পেয়ারা অব্যর্থ। গাজরের মতো ভিটামিন 'এ'তে ভরপুর না হলেও পেয়ারা খেলে চোখ ভালো থাকে।

• ভিটামিন সি ও আয়রন প্রচুর পরিমাণে থাকার কারণে ডাঁসা পেয়ারা গলা, ফুসফুসে জমে থাকা কফ সারাতে সাহায্য করে।

• পেয়ারার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণও অসাধারণ। ফলে জীবাণুর মোকাবিলা করে দাঁতের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে পেয়ারা। ফোলা মাড়ি বা মুখের আলসারের ক্ষেত্রেও পেয়ারা উপকারী।

# কালো না সবুজ কোন আঙুর আপনার জন্য বেশি উপকারী?

অনেকেরই ফলের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের ফলটি হল আঙুর। কিন্তু কিনতে গিয়ে অনেকেই মাথা চুলকোন। কোন আঙুর বেশি উপকারী? কালো না সবুজ?

গরম কাল পড়তে না পড়তেই শুরু হয়ে গিয়েছে দাবদাহ। আর এই গরমে আপনাকে খাদ্যতালিকায় রাখতেই হবে ফল ও পানীয়। শরীরে জলের ঘাটতি মেটাতে এর আর কোনও বিকল্প নেই। এমন পরিস্থিতিতে, শরীর ঠান্ডা করতে কালো এবং সবুজ আঙুর ডায়েটে রাখেন প্রায় সকলেই। কারণ অনেকেরই ফলের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের ফলটি হল আঙুর। কিন্তু কিনতে গিয়ে অনেকেই মাথা চুলকোন। কোন আঙুর বেশি উপকারী? কালো না সবুজ?

কালো এবং সবুজ আঙুরের মধ্যে আমরা যদি কালো আঙুরের কথা বলি, তবে এতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন সি রয়েছে। অন্যদিকে, সবুজ আঙুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন সি এবং ভিটামিন কে। আঙুর শরীরের জন্য অনেক কারণেই উপকারী। আসুন জেনে নেওয়া যাক কেন কালো এবং সবুজ উভয় আঙুরই মানুষ বেশি পছন্দ করেন। তা সত্ত্বেও উপকারের বিচারে এগিয়ে কে? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কোন আঙুর কাদের বেশি খাওয়া উচিৎ।

কালো আঙুরের উপকারিতা আপনি যদি কালো আঙুর খেতে খুব পছন্দ করেন, তবে আসুন আপনাকে জানাই এর অঢেল গুণ। আঙুর চোখের জন্য খুবই বিশেষ বিবেচিত হয়। এগুলো দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

কালো আঙুরে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম রয়েছে, যা হৃৎপিণ্ডের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। এছাড়াও এতে পাওয়া সাইটোকেমিক্যালও সুস্থ হার্টের জন্য বিশেষ।

কালো আঙুর ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও খুবই উপকারী বলে মনে করা হয়। তবে আপনিও যদি ডায়াবেটিক রোগী হয়ে থাকেন তবে এটি খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিন। ভিটামিন ই সমৃদ্ধ কালো আঙুর চুল ও ত্বকের জন্যও উপকারী। এর পাশাপাশি এটি খেলে ত্বক ফর্সা হয়। এর দীপ্তি রয়ে গেছে। কালো আঙুর ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও খুবই উপকারী বলে মনে করা হয়। তবে আপনিও যদি ডায়াবেটিক রোগী হয়ে থাকেন তবে এটি খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

অন্যদিকে, সবুজ আঙুর হৃদরোগীদের ঝুঁকি কমাতেও সহায়ক হয়। সবুজ আঙুরে পাওয়া ফাইটোকেমিক্যাল মস্তিষ্কের বার্ধক্যকে প্রভাবিত করে।

আপনি যদি রক্তাল্পতায় ভুগছেন হয়, তবে এই সময়ে সবুজ আঙুর খাওয়া আপনার জন্য উপকারী হবে। এতে শরীরে রক্তের অভাব দূর হয়। যা হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ায়।

# দিনের আলো ছাড়া শরীরের নিজস্ব ঘড়ি ঠিকমতো চলে না

আমাদের জীবনে সূর্যের আলোর ভূমিকা যে কতটা হতে পারে, সে বিষয়ে অনেকেই সচেতন নন। কৃত্রিম আলোর থেরাপি বিকল্প হলেও সেক্ষেত্রে সঙ্গে চাই তাজা বাতাস।

আলো মানুষের মনে আনন্দ জাগায়। বিশেষ করে স্বাভাবিক সূর্যের আলো আমাদের মন-মেজাজ সত্যি ভালো রাখে। কিন্তু বছরের শীতল ও অন্ধকার সময়ে অনেক মানুষ এক সমস্যার মুখে পড়েন। তারা সুর্যের আলোর মুখ খুব কম দেখেন। তখন আমাদের হরমোন নিঃসরণ প্রক্রিয়া এলোমেলো হয়ে যায়, যার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মাজদা আদলি বলেন, ''শীতের মাসগুলি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার হয়। ফলে বেশি মেলাটোনিন নিঃসৃত হয়। মেলাটোনিন আমাদের ক্লান্ত করে তোলে, কারণ সেটি ঘুমের হরমোন। ফলে শীতের ঋতুতে অনেক মানুষ বেশি ক্লান্তি বোধ করেন, শরীরে জোর পান না।

অনেকে তথাকথিত 'উইন্টার ব্লুজ্-এ ভোগেন।

কিন্তু 'উইন্টার ব্লুজ্-এর অর্থ কী? হাসপাতালে আলোর থেরাপির সময়ে প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে দিনের আলোর মতো দেখতে কৃত্রিম বাতির সামনে বসে থাকতে হয়। সেটি সূর্যের আলোর স্পেকট্রাম নকল করে, যা আমাদের ঘুমানো ও জেগে থাকার চক্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রফেসর আদলি মনে করেন, ''আলোর থেরাপি ঠিকমতো প্রয়োগ করা জরুরি। তার জন্য বিশেষ লাইট থেরাপি যন্ত্র রয়েছে। বেশিরভাগ যন্ত্র ১০,০০০ লাক্স আলো বিকিরণ করে। এমন বাতির সামনে সাধারণত সকালে আধ ঘণ্টা সময় কাটাতে হয়। সে সময়ে কিছু পড়া যায়, সামান্য কাজ করা যায় অথবা প্রাতরাশ করা যায়। সব কোণ থেকে রেটিনায় আলো পড়া জরুরি।

বাতির প্রকার অনুযায়ী আলোর তেজ ও পদ্ধতি বদলে যায়। কিন্তু থেরাপি কখনো ৩০ মিনিটের বেশি হতে পারে না। এই সময়ই যথেষ্ট। কয়েকটি সেশনের পরেই প্রায় সব রোগীই ইতিবাচক পরিবর্তন টের পান।

আলো আমাদের শরীরের নিজস্ব বায়োলজিকাল ক্লকের উপর প্রভাব ফেলে। ২৪ ঘণ্টার চক্র অনুযায়ী সেটি কাজ করে এবং শরীরের সব জৈবিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। সেই ঘড়ি যাতে ঠিকমতো চলে, তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত সমন্বয় করা জরুরি।

সেই সিনক্রোনাইজেশন প্রক্রিয়ার খাতিরে শরীরের ঘড়ির দিনের আলোর প্রয়োজন হয়। ক্রোনোবায়োলজিস্ট হিসেবে প্রফেসর আখিম ক্রামার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, ''জন্মসূত্রেই আমাদের অন্তরে এক শান্ত ভাব থাকে। তবে সেটা মোটেই ২৪ ঘণ্টা দীর্ঘ হয় না। প্রতিদিন সূর্যের আলোর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার জন্য সিনক্রোনাইজ করতে হয়। সেটা ছাড়া আমরা ২৪ ঘণ্টার ছন্দে বাঁচতে পারতাম না। সে কারণে আমাদের বিশেষ করে সকালের স্বাভাবিক আলোর প্রয়োজন হয়।

রেটিনার ব্লু লাইট রিসেপ্টরে আলো ধরা পড়ে। সেই সংকেত মিডব্রেনে পৌঁছে শরীরের নিজস্ব ঘড়ি সিনক্রোনাইজ করে। প্রফেসর ক্রামার বলেন, ''আসলে শরীরের সব প্রক্রিয়া সেই 'ইনার ক্লক্' দ্বারা পরিচালিত হয়। ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার ছন্দ থেকে শুরু করে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, কিডনির ক্রিয়া, মেটাবলিজম বা বিপাক, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি অনেক কিছুই শরীরে ঘড়ির মাধ্যমে ঘটে। আমরা সতর্ক না হলে এবং যথেষ্ট আলোর মাধ্যমে ভালোভাবে সিনক্রোনাইজ না হলে নানা প্রচলিত রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

# খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে আয়ু বাড়বে ১৩ বছর

প্রতিদিনের খাদ্যাভাসে কিছু পরিবর্তন আনলেই আয়ু বেড়ে যাবে ১৩ বছর, এমনটাই দাবি করছেন গবেষকরা। পিএলওএস মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, কোনো নারী যদি ২০ বছর বয়স থেকে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস মেনে চলেন, তাহলে ১০ বছর বেশি পর্যন্ত বাঁচতে পারবেন। অন্যদিকে পুরুষ যদি ২০ বছর বয়স থেকে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস মেনে চলেন তাহলে ১৩ বছর বেশি পর্যন্ত বাঁচা সম্ভব। গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস মেনে চললে বয়স্করাও বেশি দিন বাঁচতে পারবেন। ৬০ বছর বয়সী নারী স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস মেনে চললে তার আয়ু আট বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে এই আয়ু বাড়তে পারে ৯ বছর। প্রিভেনশন অ্যান্ড লাইফস্টাইল মেডিসিন অ্যান্ড নিউট্রিশন এর স্পেশালিস্ট ডা. ডেভিড কাটজ বলেন, স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে বড় ধরণের রোগের এবং অকালমৃত্যুর ঝুঁকি কমে, ফলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, মটরশুটি, মটর, মসুর ডাল, পুরো শস্য, কাঠবাদাম এবং পেস্তাবাদাম ইত্যাদি খাবার আয়ু বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে হৃদরোগ এবং অন্ত্রের ক্যান্সারসহ নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাদ্যতালিকা থেকে প্রক্রিয়াজাত মাংস বাদ দিয়ে মাছ, শাকসবজি ও উদ্ভিজ্জ আমিষ যোগ করলে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা সহজ হবে।

# যুক্তরাষ্ট্রে কমলেও বিশ্বের অন্যত্র সংক্রমণ বাড়ছে, সতর্ক থাকার পরামর্শ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

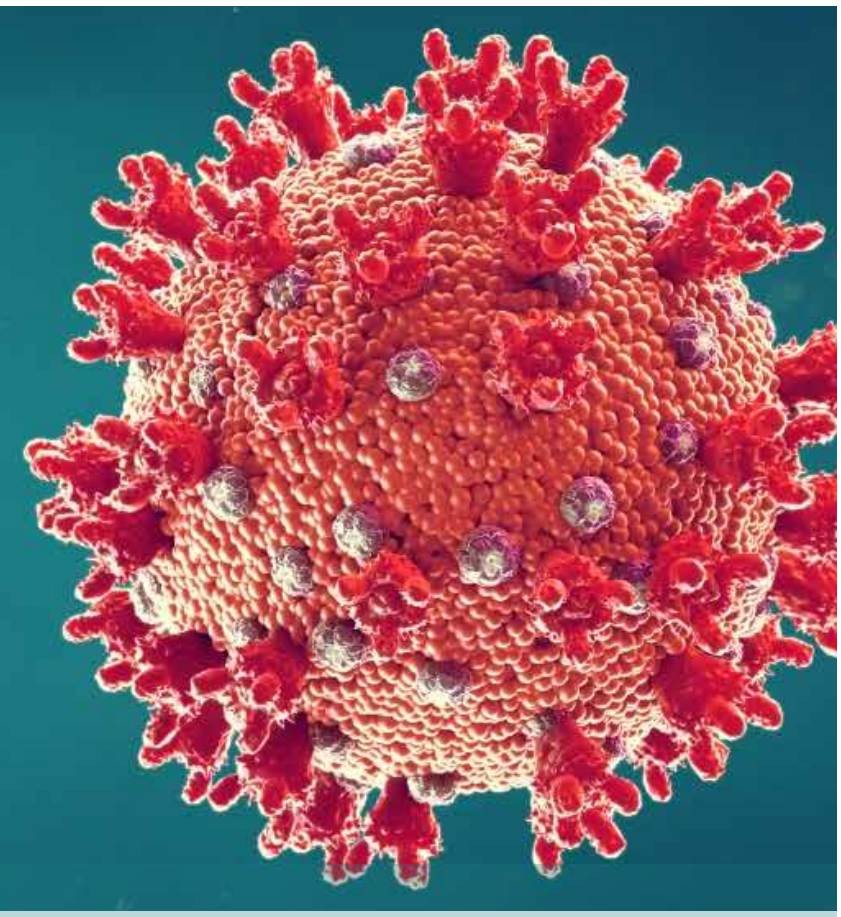

জেনেভা: সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে কোভিডে সংক্রমন ও মৃত্যুর হার কমলেও সমগ্র বিশ্বে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আবারো বাড়ছে। বিশেষকরে দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনে উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে। এ অবস্থায় বিশ্বব্যাপী অমিক্রন নিয়ে নতুন করে সতর্ক করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। ডব্লিউএইচওর প্রধান টেড্রোস অ্যাডহ্যানম গেব্রেয়াসুস সাংবাদিকদের বলেছেন, কিছু কিছু দেশে সংক্রমণ কম থাকায় কভিড-১৯ পরীক্ষা কমিয়ে দিয়েছে। এ পরিস্থিতি বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তিনি বলেন, এক মাসেরও বেশি সময় সংক্রমণের হার কম থাকার পর গত সপ্তাহে বিশ্বজুড়ে আবারো বাড়তে থাকে। বিশেষকরে দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনের চিলিন প্রদেশ লকডাউন দিয়ে এ প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এসব অঞ্চলে সংক্রমণ বাড়ার জন্য ওমিক্রনের ধরন বিএ.২ দায়ী বলে জানায় ডব্লিউএইচও।

সংস্থটির কর্মকর্তারা বলেছেন, কিছু দেশ টিকাদান কার্যক্রম কমিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি কোনো কোনো দেশ আংশিক বা বড় ধরনের ভুল তথ্য দেয়ার কারণে বর্তমানের সংক্রমণ বাড়ছে।

বিশ্বে নতুন সংক্রমণ গত সপ্তাহের তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়েছে। এসময় প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ নতুন করে শনাক্ত হয়েছে। গত ৭ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বে মারা গেছে ৪৩ হাজারেরও বেশি। জানুয়ারির পর এবারই প্রথম এত বাড়ল।

ডব্লিউএইচও জানায়, নতুন করে সংক্রমণ বেশি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে।

যার মধ্যে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া রয়েছে। এ দুটি দেশে শনাক্তের হার ২৫ শতাংশ ও মৃত্যু হার ২৭ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আফ্রিকাতেও নতুন শনাক্তের হার ১২ শতাংশ বেড়েছে। আর মৃত্যু হার ১৪ শতাংশ বেড়েছে।

ইউরোপের দেশগুলোতে মৃত্যু হার না বাড়লেও শনাক্তের হার বেড়েছে ২ শতাংশ। অন্যদিকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসহ আশেপাশের দেশগুলোতে মৃত্যু কমেছে। যদিও এসব অঞ্চলে আগের সংক্রমণের কারণে মৃত্যু হার ৩৮ শতাংশ বেড়েছে।

এদিকে অস্ট্রিয়া, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যে মার্চের শুরু থেকে শনাক্ত বেড়ে যাওয়ায় ইউরোপে কভিডের আরো একটি ঢেউ আঘাত হানতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। তবে তারা সতর্ক করে বলেছেন, ওমিক্রন ধরনের বিএ.২ দ্বারা ইউরোপের মতো যুক্তরাষ্ট্রেও শিগগিরই কভিড সংক্রমণ বাড়তে পারে। বিশেষকরে টিকাদান কমিয়ে দেয়া ও বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার সুযোগে এটি বাড়তে পারে। খবর রয়টার্স

# করোনায় বিশ্বে মৃত্যু-শনাক্ত বেড়েছে

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (১৬ থেকে ১৭ মার্চ) বিশ্বে আরো ৫ হাজার ২৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ আগের দিনের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪০। এতে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা ৬০ লাখ ৮০ হাজার ১৭১ জনে পৌঁছেছে।

একই সময়ে ভাইরাসটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ লাখ ২৩ হাজার ৩৩১ জন। অর্থাৎ আগের দিনের তুলনায় নতুন শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দেড় লাখ। এতে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৪৬ কোটি ৩৪ লাখ ৭৫ হাজার ৫১৬ জনে দাঁড়িয়েছে।

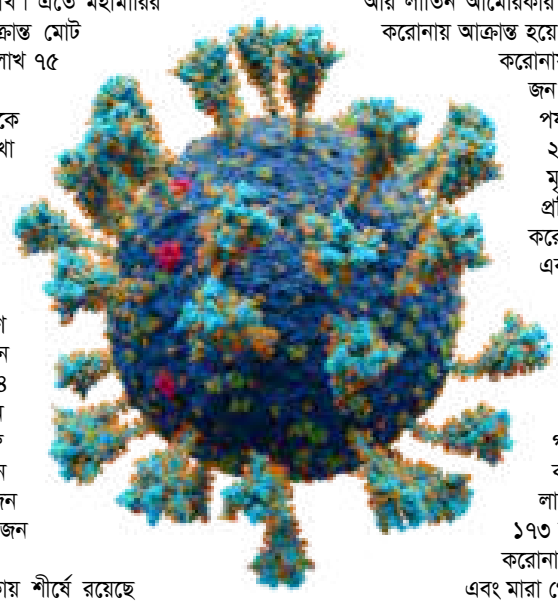

করোনাভাইরাসের শুরু থেকে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে বৃহস্পতিবার সকালের দিকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যানুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। এ সময়ে দেশটিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লাখ ৭২৫ জন এবং মারা গেছেন ১৬৪ জন। করোনা মহামারির শুরু থেকে পূর্ব এশিয়ার এ দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৭৬ লাখ ২৯ হাজার ২৭৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১১ হাজার ৫২ জন মারা গেছেন।

অন্যদিকে দৈনিক প্রাণহানির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সময়ে দেশটিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৫০৮ জন এবং মারা গেছেন ৯৭২ জন। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এ দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৮ কোটি ১২ লাখ ৮৯ হাজার ৬০২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৯ লাখ ৯৪ হাজার ৭২৯ জন মারা গেছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাশিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫৭৬ জন এবং নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬ হাজার ৫১৯ জন। এছাড়া মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৪ লাখ ৪৯ হাজার ৪৩৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ লাখ ৬২ হাজার ৪৭৮ জনের।

এছাড়া জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৭৫ হাজার ৮০৭ জন এবং মারা গেছেন ২৯৮ জন। করোনা মহামারির শুরু থেকে ইউরোপের এই দেশটিতে এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৭৮ লাখ ৪৩ হাজার ৫৪৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১ লাখ ২৬ হাজার ৮৩০ জন মারা গেছেন।

আর লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৫৪ জন এবং নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪৫ হাজার ৭৬৫ জন। অপরদিকে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ২ কোটি ৯৪ লাখ ৭৮ হাজার ৩৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ লাখ ৫৬ হাজার ৩ জনের।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫৯ জন এবং নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২ হাজার ১৪৬ জন। মহামারির শুরু থেকে দেশটিতে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৪ কোটি ৩০ লাখ ১ হাজার ৮৪ জন এবং মারা গেছেন ৫ লাখ ১৬ হাজার ১৬২ জন।

গত একদিনে ফ্রান্সে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার ৮৩২ জন এবং মারা গেছেন ১৭৩ জন। যুক্তরাজ্যে একই সময়ে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯১ হাজার ৩৪৫ জন এবং মারা গেছেন ১৫৩ জন। করোনা

এছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ইউক্রেনে ৭১ জন, আর্জেন্টিনায় ৩৯ জন, ইরানে ১০৯ জন, মালয়েশিয়ায় ১০৫ জন, চিলিতে ২৩ জন এবং থাইল্যান্ডে ৭০ জন মারা গেছেন।

অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় মেক্সিকোতে মারা গেছেন ২৬০ জন। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার এই দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ৩ লাখ ২১ হাজার ৩৭৫ জনের।

চীনের উহানে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এরপর ২০২০ সালের ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) করোনাকে 'বৈশ্বিক মহামারি' হিসেবে ঘোষণা করে।

# এবার ইসরায়েলে করোনার নতুন প্রজাতির সন্ধান

ইসরায়েলে করোনা ভাইরাসের নতুন প্রজাতির সন্ধান মিললো। ওমিক্রনের দুইটি সাব-ভ্যারিয়েন্ট মিলে তৈরি এই নতুন প্রজাতি।

ইসরায়েলে আসা দুইজন ব্যক্তির শরীরে পাওয়া গিয়েছে এই নতুন প্রজাতির করোনা ভাইরাস। ইসরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওমিক্রন ভাইরাসের দুইটি সাব-ভ্যারিয়েন্ট মিলে এই নতুন প্রজাতির ভাইরাস তৈরি হয়েছে। এই দুই সাব-ভ্যারিয়েন্টের নাম বিএ.১ ও বিএ.২। এভাবে দুইটি প্রজাতি বা ভ্যারিয়েন্ট মিলে নতুন প্রজাতি হওয়ার ঘটনা আগেও ঘটেছে। ডেল্টা এবং ওমিক্রন মিলে ডেল্টাক্রন প্রজাতির ভাইরাস হয়েছে।

ইসরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন ভাইরাসের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে, জ্বর, মাথাব্যথা, পেশীতে টান। এখনো পর্যন্ত বিশেষ কোনো উপসর্গ ওই দুই রোগীর শরীরে দেখা যায়নি।

ইসরায়েলের কোভিড রেসপন্স টিমের প্রধান সলমন জারকা বলেছেন, এই পর্যায়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই। মনে হচ্ছে না, এর ফলে কেউ গুরুতর অসুস্থ হবেন। ফলে তিনি মানুষকে আতঙ্কিত না হতে বলেছেন।

গত জানুয়ারিতে ইসরায়েলে কোভিড ১৯ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা মিলিত হয়ে ফ্লোরোনায় একজন আক্রান্ত হন।

# তেল ছাড়া "মুরগির মাংস"

উপকরণ: ম্যারিনেশনের জন্য- ৫০০ গ্রাম, চিকেন ৩ থেকে চার কাপ, দই এক টেবিল চামচ, রসুন বাটা এক টেবিল চামচ, আদা বাটা এক টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া (ইচ্ছে মতো), হাফ টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়া (নাও দেওয়া যেতে পারে), এক টেবিল চামচ ধনে গুঁড়া, এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, এক চা চামচ গরম মশলা, লবণ (স্বাদ মতো)।

গ্রেভির জন্য- টমেটো কুচি ৮টি (ছোট), ২টি পেঁয়াজ কুচি, ৮ কোয়া রসুন, ২টি কাঁচা মরিচ, ৪-৫টি কাজু (নাও দিতে পারেন), একটি তেজপাতা, একটি দারুচিনি, দুটি এলাচ, হাফ চা চামচ গরম মশলা, দু চা চামচ টমেটো সস (নাও দিতে পারেন), এক চা চামচ পোস্ত, ২ চা চামচ কসৌরি মেথি,ঘন করা দু চামচ দুধ বা ক্রিম।

প্রণালী: চিকেনগুলোকে ভালোভাবে ম্যারিনেশনের জন্য উল্লেখ করা মশলা মাখিয়ে রেখে দিতে হবে ঘণ্টাদুয়েক। চিকেনগুলোর মধ্যে যাতে মশলা প্রবেশ করে, তাই ফর্ক বা ছুরি দিয়ে চিরে দিতে হবে। এরপর টমেটো, পেঁয়াজ , রসুন, কাঁচা মরিচ, কাজু, পোস্ত, তেজপাতা ও হাফ কাপ জল দিয়ে দুটো হুইসল দিতে হবে অর্থাৎ মিনিট ১৫ রান্না করতে হবে। ঠান্ডা করে তারপর এর মধ্যে আরও খানিকটা জল মিশিয়ে তেজপাতা, লবঙ্গ, দারচিনি-এলাচ তুলে নিয়ে বাকিটা বেটে নিতে হবে মিক্সার বা শিলনোড়ায়।

এরপর কড়াই (ননস্টিক হলে ভালো) গরম করে তাতে দই মাখানো চিকেনগুলো দিয়ে ভেজে নিতে হবে মিনিট তিন চারেক, তবে পুড়ে যেন না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্য একটি পাত্রে জল গরম করতে দিতে গ্রেভির জন্য তৈরি মশলাটা নিয়ে নেড়ে গরম মশলা নেড়ে টমেটো সস, গরম মশলা, লবণ, লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে মিনিট ১৫ রেখে দিতে হবে।

তারপর মুরগির মাংস দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে ঢেকে রাখতে হবে যাতে মাংসটা সইদ্ধ হয়। প্রয়োজনে জল মেশাতে হবে এতে। এবার অন্য একটি পাত্রে কসৌরি মেথি সামান্য গরম করে সেটিকে ঠান্ডা করে মাংসের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর মিনিটখানেক ঢাকা দিয়ে রেখে ক্রিম বা ঘন দুধ দিয়ে সুইচ বন্ধ করে দিন গ্যাসের। তৈরি তেল ছাড়াই লা জবাব চিকেন।

# আলু দিয়ে ট্যাংরা মাছের ঝাল

উপকরণ: ট্যাংড়া মাছ, আলু, নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, চিনি, ধনেগুঁড়ো, কালজিরে, পেঁয়াজ, ধনেপাতা কুচি, সরষের তেল

প্রণালীঃ প্রথমেই ৪০০ গ্রাম ট্যাংরা মাছকে কেটে ধুঁয়ে নুন, হলুদ, সরষের তেল মাখিয়ে নিতে হবে।

এরপর একটি বাটিতে ১/২ চামচ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ১ চামচ জিরে গুঁড়ো, ১/২ চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, নুন, চিনি, জল দিয়ে একটা মসলা তৈরি করে নিতে হবে।

তারপর কড়াইতে কিছুটা সরষের তেল গরম করে মাছ গুলো দিয়ে ভেজে নিতে হবে।

এরপর ওই তেলের মধ্যে আলু দিয়ে ভেজে তুলে নিতে হবে।

তারপর ওই তেলের মধ্যে ১/৪ চা চামচ কালজিরে ফোড়ন দিয়ে ১ টা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে।

এরপর মাঝারি সাইজের একটা টমেটো ও নুন দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আগে থেকে বানিয়ে রাখা মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে।

তারপর সরষে জলে গুলে দিয়ে দিতে হবে। তারপর ভেজে রাখা আলু দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

এরপর পরিমাণ মতো জল দিয়ে ঝোল ফুটে এলে ভেজে রাখা মাছ ও ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ঢেকে মিনিট পাঁচেক রান্না করে নিলেই একেবারে তৈরি 'আলু দিয়ে ট্যাংরা মাছের ঝাল'।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

# আলু টমেটো দিয়ে পাঙ্গাস মাছ ভুনা

উপকরণ: বড় পাঙ্গাস মাছ তিন পিচ, আলু দুইটি, টমেটো দুইটি, পেঁয়াজ কুচি এক কাপ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, আদা বাটা আধা চা চামচ, জিরা বাটা আধা চা চামচ, হলুদ এক চা চামচ, মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো, কাঁচা মরিচ ফালি সাত থেকে আটটি, ধনিয়া পাতা কুচি আধা কাপ, সরিষার তেল তিন টেবিল চামচ।

প্রণালী: প্রথমে মাছগুলো ধুয়ে নিন। এবার একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে লবণ, হলুদ মাখিয়ে মাছগুলো ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে মাছগুলো তুলে নিন। এবার ওই তেলে আলুগুলো ভালোভাবে ভেজে নিন। আলু ভাজা হয়ে গেলে ওই তেলে পেঁয়াজ ভেজে তাতে একে একে সব মশলা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে তাতে টমেটো দিয়ে আবারো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে তাতে আলুগুলো দিয়ে আবারো কষিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিন। পানি ফুটে উঠলে তাতে মাছগুলো দিয়ে উপরে কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে দিন। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন আলু সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে তাতে ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন আলু টমেটো দিয়ে পাঙ্গাস মাছ ভুনা।

# ঝিঙে আলু দিয়ে রুই মাছের ঝোল

উপকরণ: রুই মাছ ৪ টুকরো, আলু- ১ ( মিডিয়াম সাইজের), ঝিঙে- ১ টি, পেঁয়াজ- ২ ছোটো পেঁয়াজ কুচি, রান্নার তেল- ৪ চামচ, আদা, কাঁচা মরিচ বাটা- ২ চামচ, নুন- স্বাদ অনুযায়ী, হলুদ গুড়ো- ১/৪ চামচ, জিরার গুঁড়া- ১/২ চামচ, পানি ১ কাপ ।

প্রস্তুতি : প্রথমে মাছ কেটে ভালো করে ৪-৫ বার ধুয়ে নিতে হবে। তারপর নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিতে হবে। কড়াই তে তেল গরম করে ৪-৫ মিনিট মিডিয়াম আচে মাছ গুলি ভালো করে ভেজে নিতে হবে।

মাছ গুলি ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে, ওই তেলে কেটে রাখা আলু গুলি ভালো করে ধুয়ে একটু নুন ও হলুদ দিয়ে ভেজে নিতে হবে।

আলু ভাজা হয়ে গেলে কেটে ও ধুয়ে রাখা ঝিঙে গুলি ঐ তেলে হালকা একটু ভেজে নিতে হবে। ঐ তেলে ২ ছোটো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে।

পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে তারমধ্যে আদা ও কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে দিতে হবে। কিছুক্ষন ভেজে নিতে হবে। তারপর একে একে নুন, হলুদ গুড়ো ও জিরার গুঁড়া দিয়ে ৩ মিনিট ভেজে নিতে হবে। মসলা গুলি ভাজা হয়ে গেলে এরমধ্যে ভেজে রাখা আলু ও ঝিঙে গুলি দিয়ে ২ মিনিট রান্না করে নিতে হবে।

২ মিনিট রান্না করার পর এইবার পরিমাণ মত পানি দিয়ে দিতে হবে। জলটা একটু ফুটিয়ে নিতে হবে। জলটা ফুটে আসলে তারমধ্যে ভেজে রাখা মাছের টুকরো গুলি দিয়ে দিতে হবে। এখন ঢেকে ৮ মিনিট রান্না করে নিতে হবে নিম্ন আচে । ৮ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিতে হবে, ঝিঙে আলু দিয়ে রুই মাছের ঝোল রেডি। গরম গরম ভাতের সাথে পুরু জমে যাবে দুপুরের খাবার।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com

Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

# পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর অভ্যুদয়

১৭ পৃষ্ঠার পর

বঙ্গবন্ধুকে মফস্বলের মানুষ তাদের নেতা মনে করত। কারণ বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির সঙ্গে তাদের রাজনীতির মিল ছিল। এজন্য শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি সবার কাছে গেছে। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে আছে, রাতে পাহারা দেয়ার জন্য তাকে ও মোয়াজ্জেম চৌধুরীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কারণ তারা বন্দুক চালাতে জানত। এটা ইঙ্গিত করে যে তারা মফস্বল থেকে আসা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। এ শ্রেণীই পুরো পূর্ববঙ্গের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। জমিদাররা রাজনীতিতে ব্যর্থ হয়েছে, শেষ হয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর। মফস্বলের মানুষের রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা অনেক বাস্তব ছিল। শহরের মানুষ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত কিন্তু অনেক সময় আদর্শবাদী। তাদের একজন ছিলেন আবুল হাশিম। তিনি মনে করতেন, হিন্দু-মুসলমানকে এক করা যাবে, পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গকে এক করা যাবে। হিন্দু ও মুসলিম এক কিনা সেটি বলা যাবে না, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ আলাদা, এটা বাস্তবতা। যে কারণে ১৯৪৭ সালে যৌথ বাংলা আন্দোলন ভেস্তে গেল। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কেন পূর্ববঙ্গের লোকের অধীনে থাকবে? কোনো কারণ আছে কি? স্বভাবত থাকেনিও। ফলে যুক্ত বাংলার আন্দোলনটা ব্যর্থ হলো।

অন্যদিকে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনটা চালিয়ে গেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, মওলানা ভাসানী আগে একদিনও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থেকে কীভাবে নেতা হলেন? কারণ তার চেয়ে সবল কেউ ছিল না অভিজ্ঞতার দিক থেকে। উল্লেখ করা দরকার, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সময় হোসেন সোহরাওয়ার্দী এখানে ছিলেন না। তিনি না থাকার ফলে এ দলে অনেক নেতাকর্মী, মানুষ এসেছে যারা খুবই জঙ্গি, প্রতিবাদী।

বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি সোহরাওয়ার্দীকে আজীবন শ্রদ্ধা করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ভেতরে ভেতরে বিভাজন ছিল। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পুরোপুরি পাকিস্তানপন্থী। কাজেই কেন্দ্র কোনোদিনই এ রকম বিপ্লবী সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বিষয়টি খুব পরিষ্কার। খোকা রায়ের বই 'আমার দেখা রাজনীতির দুই দশক'-এ উল্লেখ আছে, তিনি জিজ্ঞাসা করছেন শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার কথা বলছেন কেন। তিনি তো সোহরাওয়ার্দীর লোক। বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেছিলেন, লিডারের রাজনীতি লিডারের কাছে। আমার রাজনীতি আমার কাছে। শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে দ্বৈততা। কারণ তিনি এমন এক রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন, যেটা সোহরাওয়ার্দী কোনোদিন দেখবেন না।

দেখেনওনি। শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের শক্তিকে ব্যবহার করেছেন নিজের ভাবনার জন্য। ঠিক একইভাবে আমরা দেখছি মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আঁতাত করেছেন ১৯৬৮ সালে আন্দোলনের সময়। কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। গোপালগঞ্জ বা আসামে, মফস্বল পর্যায়ে যারা ক্ষমতাকাঠামোয় ছিলেন তারা কলকাতার বাবুদেরও প্রতিনিধি। ভাসানী বা শেখ মুজিবুর রহমান বাবুদেরই অস্বীকার করছিলেন। মফস্বল ও কেন্দ্রের মধ্যে একই ঘটনা ঘটছে। তারা কেন্দ্রের সঙ্গেই লড়াইটা করছে। মফস্বলটা সবচেয়ে সবল। কেননা এর সঙ্গে যোগাযোগ গ্রামের। মফস্বলের রাজনীতি শক্তিশালী না হলে ঢাকায় ডাক দিয়ে লাভ নেই। তার মানে রাজনীতিতে মফস্বলের বিরাট ভূমিকা রয়েছে, সেটি আমাদের ইতিহাসে উঠে আসে না।

অস্বীকার করার জো নেই, অভিজাতরাই রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। ওই দলের ভেতরেই কাজ করেছেন মফস্বল থেকে উঠে আসা নেতারা। তারা বাইরে থেকে কিছু করেননি। ভেতরে থেকেই বৃহত্তর স্বার্থের জন্য লড়েছেন। ফজলুল হক বিষয়টি ধরতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন, তারা আমার লোক। তারা আমার হয়ে কাজ করবে। তিনি বুঝতে পারেননি, কৃষক শ্রেণী ও গ্রামের মানুষ কারো লোক নয়, নিজেদেরই লোক। শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানী এটা ধরতে পেরেছিলেন। সেজন্য তারা সফল হয়েছেন। যদিও দুজনের মধ্যে কিছু তফাত আছে। মওলানা ভাসানী ক্ষমতার রাজনীতি করেননি। অতএব, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। আর বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার রাজনীতি করেছেন, সফল হয়েছেন। যার যে উদ্দেশ্য তাতে দুজনই সফল হয়েছেন।

আমরা দেখি, পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথম প্রতিবাদ সভা হয় ডিসেম্বর, ১৯৪৭। আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর পেরিয়ে নভেম্বরে গণ্ডগোল। ডিসেম্বরে সভা। প্রথম সভায় যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা মফস্বল থেকে এসেছিলেন। ঢাকা হলো ইতিহাসের পথে একটা রেলওয়ে স্টেশন। কিন্তু মূল শক্তিটা ঢাকার বাইরে থেকে এসেছে। বারবারই এটি হয়েছে। এখনো তাই।

ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি করেছেন, যার ভিত্তি ছিল পূর্ববঙ্গ, কিন্তু যেহেতু তিনি ক্ষমতাপন্থী ছিলেন, তিনি পূর্ববঙ্গের কৃষক সমাজকে ধরতে পারেননি শেষে এসে। বঙ্গবন্ধু মফস্বল থেকে উঠে আসেন। ১২ বছর বয়স থেকে তার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। বলতে গেলে তার জন্মটাই হয়েছে প্রতিবাদ করতে করতে। স্কুলে তিনি হরতাল করিয়ে দিয়েছিলেন।

একজন শিক্ষার্থী গোটা স্কুলকে বন্ধ করে দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। মফস্বল থেকে তার রাজনীতির সূচনা। সেখান থেকে এসে কেন্দ্রের রাজনীতিটা দখল করেছেন। তিনি মফস্বল থেকে কেন্দ্রে এলেও মফস্বলকে কখনো ত্যাগ করেননি। সবসময় যোগাযোগ রাখতেন। নিজের ব্যাপারে তিনি খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। এর কারণ তার ভিত্তিটা অনেক শক্তিশালী।

উল্লেখ করা দরকার, শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষ কিন্তু আফগানিস্তান থেকে আসা। আফগানরা যখন এখানে ক্ষমতায় ছিল তাদের বংশধররা বিভিন্ন জায়গায় গেছে। তারা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তারা তাদের শত্রু কে সেটি বুঝেছিল। এই যে শেখ মুজিবের ভেতরের একটা রাগ ছিল। কাজেই তিনি ইংরেজ ও ইংরেজদের দালালদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এ ম্যাট্রিক্সে চিন্তা করলে মফস্বলকে বোঝা অনেক সহজ হতো। কেন শহরে নেতা তৈরি হচ্ছে না, নেতা সব তৈরি হচ্ছে মফস্বলে।

অথচ আমরা মনে করছি, এককভাবে রাজনীতির কেন্দ্র ঢাকা। ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ সবই মফস্বলে ছড়িয়েছে বলে সফল পরিণতি লাভ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে মূল প্রতিরোধ শহরে হয়নি, হয়েছে মফস্বলে। প্রতিরোধের সময়েও, বিজয়ের প্রাক্কালেও। রাজনীতিটাও গ্রাম থেকে আসা। এজন্য মফস্বল-গ্রামের মানুষ তাদের সমর্থন দিয়েছে।

বর্তমানে আমরা মফস্বলকে দেখি উপরাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে। মফস্বলকে নিয়ে আমরা গবেষণা করি না। মফস্বল এখন অনেকখানিই অবহেলিত গবেষণায়। আমরা মফস্বলকে মনে করি শহরের একটা উপসংস্করণ।

মফস্বলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা এখন নয়া ঔপনিবেশিক সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে, এটা হওয়া উচিত নয়। এ অঞ্চলের রাজনীতিতে মফস্বল বরাবরই বড় ভূমিকা ছিল। আজও সার্বিকভাবে মফস্বলের অভ্যুদয় ছাড়া বড় রূপান্তরকামী রাজনীতি সম্ভব নয়।

আফসান চৌধুরী লেখক ও সাংবাদিক

# ভারত-বাংলাদেশের ইউক্রেন ডিলেমা

১৯ পৃষ্ঠার পর

৪০০ সিস্টেম কেনার জন্য ভারতকে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার জন্য চাপও সৃষ্টি হয়েছে।

বলা হচ্ছে, বাইডেন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রাশিয়ার সাথে ভারতের উত্তরাধিকার সম্পর্ক এবং এটি নয়া দিল্লিতে যে সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল। তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভারতীয় বিবৃতি বা পদক্ষেপ না থাকায়, মার্কিন কংগ্রেস সদস্য এবং বাইডেন প্রশাসনের কর্মীদের জন্য ভারতের জন্য কাটসা মওকুফে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সমর্থন জোগাড় করা কঠিন হবে।

কাটসা নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের ওপর নজর রেখে, রাশিয়ান অস্ত্রের ওপর নির্ভরতার কারণে নয়াদিল্লির অবস্থান এবং এটি যে কূটনৈতিক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ভারতীয় কর্মকর্তাদের মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের কাছে পৌঁছানো দরকার। আর বাইডেন প্রশাসন ভারতের জন্য একটি বড় বিদেশী সামরিক অর্থায়নের অস্ত্র বিক্রয় প্যাকেজ দেখতে পারে, যা রাশিয়ান অস্ত্রের ওপর তার নির্ভরতা কমাতে শুরু করবে। একই সাথে ভবিষ্যতে তার কৌশলগত পছন্দগুলোকে রাশিয়া থেকে স্বাধীন হতে দেবে। মার্কিন কর্মকর্তাদের এই প্যাকেজটি সমর্থন ও প্রস্তুত করতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমর্থন দেয়ার জন্য ভারত বিদ্যমান মার্কিন এফ-২১ ফাইটার জেট অফারটির সাথে আরো উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত হওয়া এবং প্রিডেটর ড্রোন আলোচনা দ্রুত শেষ করতে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিতে পারে; কিন্তু এ নিয়ে নয়াদিল্লি এখনো সিদ্ধান্তহীন বলে মনে হয়।

ভারত এখনো অবধি ইউক্রেনে তার সামরিক পদক্ষেপের জন্য রাশিয়ার সমালোচনা এড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া প্রধান সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী এবং উচ্চ প্রযুক্তির অংশীদার হিসেবে রাশিয়ার সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় না। ফলে ভারসাম্যের অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক চাপ কমানোর জন্য ভারত পোল্যান্ডের মাধ্যমে ইউক্রেনে ত্রাণ সরবরাহ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে চীনের সাথে ভারসাম্য ঠিক রেখে দু'টি শক্তিকে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু ইউক্রেন ইস্যুতে নিরপেক্ষ থাকার কারণে, অবশেষে উভয় শক্তির সমর্থন হারানোর আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে ভারতের সামনে। কারণ রাশিয়া একসময় চীনের দিকে অনেক বেশি মাত্রায় ঝুঁকবে আর তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ব্যাপারে হতাশ হয়ে তার ফোকাস ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে দূরে সরিয়ে ইউরোপের দিকে রাখবে।

তিন.

বাংলাদেশ : অক্ষ বাছাইয়ের মূল্য হবে কতখানি

ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা শ্যাম রাখি না কুল রাখি। ইউক্রেন দখলের জন্য রাশিয়ার হামলার নিন্দা করে আনীত জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে বাংলাদেশ ভারত-চীনের মতো ভোটদানে বিরত ছিল। ইউরোপ আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান দেশগুলো যেখানে এই প্রস্তাবকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছে সেখানে বাংলাদেশকে নিরপেক্ষ থাকার জন্য যে মূল্য দিতে হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ কমই রয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষুদ্র দেশ লিথুয়ানিয়া বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতিবাদে চার লাখ ৪৪ হাজার ভ্যাকসিন সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদল আসছে পোশাকশিল্পে শিশুশ্রম বন্ধসহ কমপ্লায়েন্সের বিষয় তদারকি করতে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর ইউরোপে আর জিএসপি সুবিধা পাবে না। কিন্তু ইউরোপীয় কমিশন বিশেষ বিবেচনায় ২০২৮ সাল পর্যন্ত জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ঢাকায় ইইউ প্রতিনিধিদলের সফর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার পর ঢাকা জিএসপি সুবিধা আদৌ আর পাবে কি না সেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ইউক্রেনে আগ্রাসনের বিষয়টি এতটাই নিন্দনীয় ছিল যে রাশিয়াও প্রত্যাশা করেনি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে দেশটিকে অনেক দেশ সমর্থন দেবে। এ কারণে মস্কো চেয়েছে রাশিয়ার নিন্দা জানানোর পক্ষে ভোট না দিয়ে যাতে অন্তত ভোটদানে বিরত থাকে মিত্র দেশগুলো। প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কে জাতিসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি যা বলেছেন বা করেছেন বাংলাদেশও মূলত সেটিকে অনুসরণ করে মস্কোর পক্ষই নিয়েছে।

টি ঠিক যে, রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সময় সম্পর্কের মাত্রাটা বেশ ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশে রাশিয়ার বড় ধরনের বিনিয়োগ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, যার নির্মাণ ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। একক প্রকল্প হিসেবে এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ। এই অর্থের ৯০ শতাংশ রাশিয়া ঋণ হিসেবে দিচ্ছে। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের জন্য রাশিয়ার একটি কোম্পানির সাথে চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন গ্যাজপ্রম বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বেশ আগে থেকেই কাজ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাশিয়ায় বাংলাদেশের মোট রফতানি ছিল প্রায় ৬৬৫ মিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ছিল ৪৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর বিপরীতে ইউক্রেনে বাংলাদেশের রফতানি ২৬ মিলিয়ন এবং আমদানি ৩১৯ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু রাশিয়ার আগ্রাসনের ব্যাপারে জোরালো অবস্থান যারা নিয়েছে সেসব দেশের সাথে বাংলাদেশের নির্ভরতা বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক সেই তুলনায় অনেক বেশি। রুশ রাষ্ট্রদূত ইউক্রেনে হামলার পরে বাংলাদেশে বেশ সক্রিয় বলে মনে হয়। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মিডিয়া রুশবিরোধী খবর প্রচার করছে। তার এই সক্রিয়তার যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

এ দিকে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের একই সময়ে চীনা রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, কোয়াডে যোগ না দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ বেইজিংকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র হাব করার ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ এক প্রশ্নের জবাবও তিনি দিয়েছেন। একটি জাপানি পত্রিকা এ নিয়ে প্রকাশ করা প্রতিবেদনে বলেছে যে, চীন বাংলাদেশে একটি ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের হাব তৈরি করছে। এই হাবে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা থাকবে; কিন্তু এটি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহার হবে না। এখানে কেবল রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজ করা হবে। বাংলাদেশ চীন থেকে এর আগে স্বল্প মাত্রার ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছে। আর এখন এই ক্ষেপণাস্ত্র হাব তৈরির অর্থ হলো বাংলাদেশ পুরোপুরি চীন-রাশিয়া বলয়ে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছে। এর সাথে চীনের মতো করে ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট না দেয়ার বিষয়টি মেলালে নতুন এক কৌশলগত গতিপথ বাংলাদেশের অনুমান করা যাবে।

এই গতিপথে রাশিয়া ও চীন হবে বাংলাদেশের কৌশলগত বন্ধু। রাশিয়ার সাথে ভারতের কৌশলগত বোঝাপড়া থাকলে বাংলাদেশের সরকার ভারতকে একই ধরনের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে চীনা উপস্থিতি এবং ঘনিষ্ঠতাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে চাইছে না ভারত। এই অবস্থায় ভারত কোনো কারণে আমেরিকা ও পশ্চিমা বলয়ে চলে গেলে বাংলাদেশের জন্য মেরুকরণ আরো জটিল হতে পারে।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের রফতানির ৯৫ শতাংশ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, কোরিয়াতে যায় যারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধে সরাসরি অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বছরে পাঁচ থেকে ছয় বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পায়। এর ৮০ শতাংশ জাপান, বিশ্বব্যাংক, কোরিয়াসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে– যারা রাশিয়ার ওপর অবরোধ আরোপের পক্ষে। এ ছাড়া বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের বড় একটা অংশ ইউরোপ থেকে আসে। বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকারি স্কলারশিপে পড়াশোনা করছে। রাশিয়ার পক্ষ নেয়ার অর্থ হলো ইউরোপ পক্ষ তখন বিপক্ষ হয়ে যাবে।

এটি ঠিক যে গ্লোবালাইজড বিশ্বে কোনো দেশ ইউক্রেন সঙ্কটের নিকটবর্তী অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে না। আর প্রভাবটি কেবল যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট ব্যাঘাতের ফলেই নয় বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, যুক্তরাজ্য, জাপান এবং আরো বেশ কয়েকটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত বহুমুখী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণেও পড়বে। বৈশ্বিক ব্যাংকগুলো বিদেশী পুঁজিতে রাশিয়ার প্রবেশাধিকার সীমিত করার নিষেধাজ্ঞার প্রভাবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডলার, ইউরো, পাউন্ড ও ইয়েনে পেমেন্ট প্রক্রিয়ায় রাশিয়ার প্রবেশাধিকার সীমিত করছে। সুইফট থেকে তার কয়েকটি ব্যাংক বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্তের পরে রাশিয়ান ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থাগুলোর জন্য বৈশ্বিক অর্থনীতির বড় অংশ নো-গো জোন হয়ে যাচ্ছে।

এসব বিবেচনা করা হলে ইউক্রেন নিয়ে সরকারের কৌশলে অর্থনৈতিক স্বার্থকে কতটা সামনে আনা হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহের কারণ দেখা যাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি ক্ষমতা হারানো অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়লে সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার অর্থনৈতিক সক্ষমতা আদৌ বাংলাদেশের রয়েছে কি না সন্দেহ। ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক বিজয় হয়তো সম্ভব। কিন্তু এর জন্য মূল্য গুনতে হতে পারে অনেক বেশি। একই সাথে রুশ-চীন অক্ষে বাংলাদেশের আশ্রয় নেয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যটাও যে অনেক বেশি হবে তাতে সংশয় নেই। এখনো বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফলে এটি মনে হতে পারে যে ঢাকার অক্ষ বাছাইয়ের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রের স্বার্থের চেয়েও থাকতে পারে সরকারের ক্ষমতা রক্ষার স্বার্থ। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসনের সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর সাথে সরকারি দলের ছিল বিশেষ সম্পর্ক; কিন্তু বাইডেন প্রশাসনের কোর টিমে আওয়ামী লীগের পক্ষের কেউ সেভাবে নেই। ফলে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, ডেমোক্র্যাসি সম্মেলনে ডাক না পাওয়াসহ বিবিধ সঙ্কেত আওয়ামী লীগকে উদ্বিগ্ন করছে। তারা মনে করছে বোঝাপড়া নয় বরং আমেরিকার সাথে হার্ড লাইনে গেলেই দরকষাকষিতে কিছু পাওয়ার সুযোগ আছে। এই কারণেই বর্তমান সরকার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনে নীরব থাকছে। যদিও সে আগ্রাসনের যুক্তি প্রয়োগ করা হলো বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বও বিপন্ন হতে পারে। এই ধরনের যুক্তি বিজেপি নেতা সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ দখল করে সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আভাসভূমি করে দিতে দিল্লির প্রতি দাবি জানানোর সময় ব্যবহার করেছিলেন।

এ কারণে মনে হয় আগ্রাসনের ব্যাপারে সামান্য নিন্দা না করার মধ্যে কোনো ভূরাজনীতি হয়তো সেভাবে নেই; বরং আছে সরকারের ক্ষমতাকে আরো পাঁচ বছর ভোটারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে টিকিয়ে রাখার জন্য, চীন ও রাশিয়াকে পক্ষে রাখার প্রচেষ্টা। শাসকদল নন ডেমোক্র্যাটিক বৈশ্বিক অক্ষ শক্তির বলয়ে নিজেকে নিয়ে গেলে এই অক্ষ আগামী নির্বাচনে যেকোনোভাবে ক্ষমতা নবায়নে সরকারকে সহায়তা দেবে। গণতন্ত্রের পক্ষে পশ্চিমা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ভেনিজুয়েলার মতো কঠোর পদক্ষেপ নেবে ক্ষমতাসীনরা। তাতে পাশ্চাত্যের নিষেধাজ্ঞা-অবরোধে রাষ্ট্রের ক্ষতি হলেও ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যাবে; কিন্তু বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা তাতে এ দেশ কি পাশ্চাত্যের অবরোধ বা নিষেধাজ্ঞার ধাক্কা সইতে পারবে? সম্ভবত এক কঠিন অনিশ্চয়তার পথে এগিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র। সার্বভৌমত্ব ও রাজনীতি যখন পরস্পরের বিপরীতে যাত্রা করে তখন সে পরিস্থিতি মোকাবেলা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতে আরো কত কী হয় সেটিই দেখার বিষয়।

# সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ আর নেই

৫ পৃষ্ঠার পর

রাজিউন)। সুপ্রিম কোর্টের মুখপাত্র মুহাম্মদ সাইফুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ৯২ বছর বয়সী সাবেক এই প্রেসিডেন্ট কয়েক বছর ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

এদিকে সাহাবুদ্দীন আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন।

উল্লেখ্য, সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার পেমই গ্রামে জন্ম নেন সাহাবুদ্দীন আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) এবং ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ছিলেন ফজলুল হক হলের ছাত্র। ১৯৫৪ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সিএসপি) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রশাসনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেন। তার বাবা তালুকদার রিসাত আহমেদ একজন সমাজসেবী ও এলাকায় জনহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

অবশ্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের কর্মজীবনের সূচনা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। পরবর্তী সময়ে সহকারী জেলা প্রশাসক হওয়ার পর ১৯৬০ সালে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগে বদলি হন। আসীন হন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদে। তারপরের ইতিহাস তো জানা। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর ৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৯১ সালে তার অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। পরে শর্তানুযায়ী তাকে প্রধান বিচারপতির পদে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ২৩শে জুলাই তাকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট করা হয়। তখন তিনি অবসরকালীন সময় কাটাচ্ছিলেন। ২০০১ সালের ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

# GOLDEN AGE HOME CARE

**Licensed Home Health Care Agency**

**CDPAP Service**

**HHA/ PCA Service**

**Skilled Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING

बिना परिषाण के घर पर अपने लोगों की सेवा करके पैसा कमाएं

GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA

**SHAH NAWAZ** MBA
President & CEO
**Ph: 646-591-8396**

Email: info@goldenagehomecare.com

| Jackson Hts Office | Bronx Office | Brooklyn Office | Jamaica Office |
|---|---|---|---|
| 71-24 35th Avenue | 831 Burke Avenue | 509 Mcdonald Ave | 164-05 Hillside Ave |
| Jackson Hts, NY 11372 | Bronx, NY 10467 | Brooklyn NY 11218 | Jamaica, NY 11432 |
| Ph: 718-775-7852 | Ph: 347-449-5983 | Ph: 347-781-2778 | Ph: 718-674-6002 |
| Fax: 917-396-4115 | Fax: 347-275-9834 | Fax: 917-396-4115 | Fax: 917-396-4115 |

www.goldenagehomecare.com

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

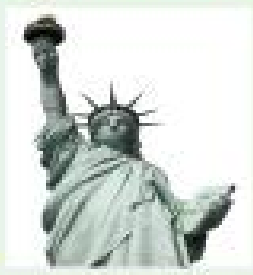

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

### কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

# GLOBAL MULTI SERVICES INC.

**Quick Refund** **IRS Authorized Agent**

**Tareq Hasan Khan**
**CEO**

## Our Services

- **TAX** (Federal & State)
- **IMMIGRATION**
- **CORPORATION**
- **BUSINESS SERVICES**
- **CONSULTING**

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

**37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372**
**Tel: 718-205-2360,** Email: globalmsinc@yahoo.com

# SRABANI SINGH, CPA

## Certified Public Accountant

**TAX FILING, ACCOUNTING, CONSULTING**

**FILE YOUR INCOME TAX WITH A CPA**

- Federal & All States
- Payroll Tax
- Individual
- Business
- Corporation
- Partnership
- Employee PayCheck

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Not-for-profit
- Sales Tax
- Business Incorporation
- Audit Representation
- Certified Financial Statements
- Tax Planning & Others

***WE CAN FILE RETURNS FOR ALL 50 STATES***

**CALL FOR APPOINTMENT:**

**Tel: (929) 507-6654**

**99 Beardsley Avenue, Stratford, CT 06615**
**Email: cpasrabani@gmail.com**

## ‘২১ বছর সবকিছু নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সত্যকে মুছে ফেলা যায় না’-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১১ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছে তাই আজকের দিনে সকলের কাছেই তিনি নিজ পরিমণ্ডলে কিছু না কিছু উৎপাদন করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বার্তাটা শুধু আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের কাছেই নয়, আওয়ামী লীগের মাধ্যমে সমগ্র দেশের কাছে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। যার যেখানে যতটুকু সুযোগ আছে এবং যে যেখানে যতটুকু পারেন উৎপাদন করবেন। অর্থাৎ কারো কাছে ভিক্ষা চেয়ে বাংলাদেশের মানুষ চলবে না, কারণ জাতির পিতা বলেছিলেন ‘ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের যে মাটি আছে এবং মানুষ আছে তাই দিয়েই আমরা নিজেদের দেশকে গড়ে তুলবো’- এটাই ছিল জাতির পিতার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার সময়কার অঙ্গীকার। আর তাই ’৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে মাত্র দুই বছরের মধ্যেই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে আমরা দেখিয়েছি আমাদের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং আমরা চেষ্টা করলেই পারি। কিন্তু সেটাও আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে।

সরকার প্রধান ও আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, গৃহহীনকে ঘর করে দেয়ার পদক্ষেপ হিসেবে ’৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ ঘর বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। আরো দেড় লাখ ঘর তৈরির পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ৫০ হাজার ঘর তৈরি করা হচ্ছে। এ জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডে ৫ কোটি টাকা দিয়ে একটি ফান্ড করে দেয়া হয়েছে। সেখানে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং ব্যাংক মালিকেরা অনেকে অনুদান দিয়েছেন- যেখান থেকে ২ কাঠা জমি সহ বিনে পয়সায় ঘর করে দেয়া হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তিনি আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্রত্যেকের এলাকাতেই এ ধরনের ঘর তৈরি হচ্ছে। এই করোনাভাইরাসের সময় যেমন প্রণোদনা দিয়েছি পাশাপাশি এই ঘরগুলো নির্মাণকাজে যারা সম্পৃক্ত সেখানেও একটা আর্থিক সচ্ছলতা মানুষ পেয়েছে। কাজেই সেখানেও আপনাদের কিন্তু একটা দায়িত্ব রয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এ দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা এবং গৃহহীনদের-দরিদ্র মানুষের পাশে থাকার জন্যও আপনাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। জাতির পিতার আদর্শ ধারণ করে সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টা আপনাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক করে দিয়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষা সম্প্রসারণে তার সরকারের পদক্ষেপের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি করার জন্যই আমরা একে একে সব পদক্ষেপ নিয়েছি।

তিনি এ সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা সকলকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে করোনাভাইরাস দূর না হওয়া পর্যন্ত তা অবশ্যই মেনে চলার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। সূত্র: বাসস

## যুদ্ধ নয়, বাংলাদেশ শান্তিতে বিশ্বাসী - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুদ্ধ নয়; বাংলাদেশ শান্তিতে বিশ্বাস করে। তবে যদি কখনও দেশ আক্রান্ত হয়, তাহলে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বহিঃশত্রু মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এজন্য বিমান বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের ওপর আরো গুরুত্ব দেয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি। গত ১৬ মার্চ বুধবার যশোরে বাংলাদেশে বিমানবাহিনীর বহরে গ্রোব জি-১২০টিপি প্রশিক্ষণ বিমান সংযোজন অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যুদ্ধে নয়, শান্তিতে বিশ্বাস করি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়।

শেখ হাসিনা বলেন, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকেও আধুনিক অস্ত্রবিদ্যায় প্রশিক্ষিত হতে হবে। আজ বিমানবাহিনীতে যুক্ত হলো ১২টি প্রশিক্ষণ বিমান। এ বিমানের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন। এটা আমরা জার্মান থেকে সংগ্রহ করেছি। আগামীতে আরো কয়েকটি বিমান বিমানবাহিনীতে যুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। সে প্রচেষ্টা চলছে।

দেশেই প্রোটোটাইপ বিমান তৈরির গবেষণা চলছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ধরনের বিমান, রাডার যন্ত্রপাতির সুস্থ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার। সম্প্রতি বিমানবাহিনীর উদ্যোগে প্রোটোটাইপ বিমান দেশেই তৈরি করার গবেষণা চলছে। এটা আমাদের আরও আশাবাদী করে তুলেছে।

সরকারপ্রধান বলেন, একটি কথা মনে রাখতে হবে, শুধু আমাদের দেশ নয়, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায়ও আমাদের বাহিনী ভূমিকা রাখছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈমানিকদের সঙ্গে তাদের কাজ করতে হয়। আমি চাই আমাদের প্রত্যেক বৈমানিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ পাক। আমি সে বিষয়ে গুরুত্ব দিই। এসময় বিমানবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সব ধরনের উন্নয়ন এবং সরঞ্জাম সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

## সমালোচনার ঝড়: স্বাধীনতা পুরস্কারের তালিকা থেকে আমির হামজার নাম বাদ

১১ পৃষ্ঠার পর

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে আছেন।

২০১৯ সালে মারা যাওয়া আমির হামজাকে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ছেলের তৎপরতার কথাও আসে সংবাদ মাধ্যমে।

এ বিষয়ে মন্ত্রী মোজাম্মেল বৃহস্পতিবার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, “আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি, লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মতামত। আমি খতিয়ে দেখি সেগুলো সঠিক অভিযোগ কিনা। যেমন- মার্ডার, এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত কিনা। তার সাহিত্যকর্ম কী আছে, সেগুলো ভালো করে খতিয়ে দেখবো।”

২০২০ সালে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদের সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তি নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। সোশাল মিডিয়ায় অনেকের সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশসহ টেলিভিশন টক শোর আলোচনার বিষয়বস্তুও হয়ে উঠেছিলেন রইজ উদ্দিন। সমালোচনার মুখে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করে রইজকে বাদ দিয়েছিল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তিনি সে সময় বলেছিলেন, “কেন দিলো, কেনই বা কেড়ে নিলো!”

স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের সাধারণত ২৫ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার দেওয়া হয়। মনোনীতদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। রইজ উদ্দিনের মতো আমির হামজার বিষয়টিও পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে কিনা- এ প্রশ্নে মন্ত্রী মোজাম্মেল হক বলেন, “হ্যাঁ, তা তো আছেই।” রইজ উদ্দিনের পর আমির হামজার নাম দেখে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ জাতীয় পদকের জন্য আমলানির্ভর মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার দেওয়ার জন্য রয়েছে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী’, যা সর্বশেষ ২০১৯ সালে সংশোধন করা হয়। সেখানে বলা হয়, “স্বাধীনতা পুরস্কার দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিধায় এই পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচনকালে দেশ ও মানুষের কল্যাণে অসাধারণ অবদান রাখিয়াছেন, এমন সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেই বিবেচনা করা হইবে।” নির্দেশাবলিতে রয়েছে, পুরস্কারের সংখ্যা সাধারণভাবে কোনো বছর ১০টির বেশি হবে না। তবে প্রধানমন্ত্রী চাইলে সংখ্যা বাড়ানো কিংবা কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

পুরস্কারের পদ্ধতিসহ নির্দেশাবলিতে বলা হয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে পরবর্তী বছরের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে সব মন্ত্রণালয় বা বিভাগে এবং এর আগে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার বা স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তদের কাছে চিঠি পাঠাবে।

“মন্ত্রণালয় বা বিভাগসমূহ নিজ নিজ কার্যসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য এবং ইতঃপূর্বে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার বা স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তগণ নির্ধারিত যে যে কোনো ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবে/পারিবেন।”

এরপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে পাওয়া নামের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করবে ‘প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি’। যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রস্তাব জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়।নির্দেশিকায় বলা হয়, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের থেকে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব প্রস্তাবে স্বাক্ষর করবেন।

এ বছর সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য আমির হামজার নাম প্রস্তাব করেছেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ, সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি তা স্বীকার করেছেন।

বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদস্য এবং জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে ‘সহায়তাদানকারী’ কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত।

সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী ৯ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। ফলে সাহিত্য ক্যাটাগরিতে কেউ এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন না।

এর মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্যাটাগরিতে পদক পাচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী, শহীদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম), আব্দুল জলিল, সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, মরহুম মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন বিশ্বাস, মরহুম সিরাজুল হক।

চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া ও অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল ইসলাম; স্থাপত্যে প্রয়াত স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন পুরস্কার পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবার গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্যাটাগরিতে স্বাধীনতা পুরস্কার পাবে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডাব্লিউএমআরআই)।- বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

## বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিয়ে রাশিয়ার অভিযোগ কতটা যৌক্তিক?

১২ পৃষ্ঠার পর

স্টার-এর বাংলা সংস্করনের সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা মনে করেন, একটি দেশের গণমাধ্যম কী প্রকাশ করবে বা কোন সূত্র থেকে তথ্য নেবে তা একজন রাষ্ট্রদূতের ঠিক করে দেয়া উচিত নয়।

তিনি বলেন, ‘রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য দেখে মনে হয়েছে যে, বাংলাদেশের গণমাধ্যম কী করবে, কোন সূত্র ব্যবহার করবে, সেই বিষয়ে তিনি একটি নির্দেশনা দিচ্ছেন। আমি এই ধরনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না।’

তবে গোলাম মোর্তোজা জানিয়েছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কিছু পশ্চিমা গণমাধ্যম, বিশেষ করে যাদের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তারা সঠিকভাবে পরিস্থিতি তুলে ধরতে পেরেছে বলে তিনি মনে করেন না।

তিনি বলেন, “রাশিয়ার যে শক্তি এবং ইউক্রেনের যে শক্তি, রাশিয়ার যে আক্রমণ আর ইউক্রেনে যে প্রতিরোধ, তা এক ধরনের অসম যুদ্ধ। রাশিয়া এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে।’

“কিন্তু কিছু পশ্চিমা গণমাধ্যম বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, রাশিয়ার অবস্থা বিপর্যস্ত, রাশিয়া সেখানে কিছু করতে পারছে না, ট্যাংকের মধ্যে হাজার হাজার সেনা মারা যাবে, কিংবা ইউক্রেন জিতে যাবে। এ ধরনের সংবাদ অনেক বড় করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ফলে প্রকৃত পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না।’ যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশের সঙ্গে ইউক্রেনের তুলনা

রুশ রাষ্ট্রদূত মানতায়েত্সকি তার চিঠিতে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তার সঙ্গে বর্তমানে ইউক্রেনে রাশিয়ার পদক্ষেপের তুলনা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, পূর্ব ইউক্রেনের ডনবাসে রুশ ভাষাভাষী মানুষদের সহায়তা করতে সেখানে অভিযান চালাচ্ছে মস্কো।

রাষ্ট্রদূত লিখেছেন, “১৯৭১ সালে অবাঙালি প্রভুরা আধিপত্য বিস্তার করতে বাঙালি জনগণের বিরুদ্ধে যে হয়রানি, বৈষম্য ও সহিংসতা চালিয়েছিল, তা ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সক্রিয় সমর্থনে বন্ধ করতে বাংলাদেশিদের আট মাস সময় লেগেছিল। ফলে তারা স্বাধীনতা পায়, স্থানীয় ভাষায় কথা বলার অধিকার পায়।”

“পূর্ব ইউক্রেনের ডনবাসের রুশভাষী লোকেরা গত আট বছর ধরে একই অধিকার পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে, যখন কিনা তারা কিয়েভের শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা গণহত্যার শিকার হচ্ছে। একই কারণে, তাদের মাতৃভাষা বলার অধিকার নিশ্চিত করতে এবং ভাষাভিত্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে রাশিয়া আবারও এগিয়ে এসেছে,” দাবি করেন রাষ্ট্রদূত।

তবে অধ্যাপক আলী রীয়াজ মনে করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা মানানসই হয়নি। তিনি বলেন, “বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতের ধারণা তীর্যক এবং ভ্রমপূর্ণ। এক্ষেত্রে তিনি তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যা স্বাধীনতা ঘোষণাকে বৈধতা দেয় সেই বিষয়গুলো এড়িয়ে গেছেন।”

“সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকমাস ধরে চালিয়ে যাওয়া সাহসী লড়াইয়ের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যদের নৈতিক এবং বস্তুগত সমর্থন মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে বটে, তবে দেশ স্বাধীনে মূল লড়াইটা এই দেশের মানুষই করেছেন।’ যোগ করেন তিনি।

সম্পাদক গোলাম মোর্তোজাও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, “ইউক্রেনে রাশিয়া একটি আগ্রাসন শক্তি। রাশিয়া আগ্রাসন চালিয়েছে ইউক্রেনে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে, ইউক্রেন ন্যাটোতে যেতে চেয়ে ঠিক করেনি, তবুও রাশিয়ার এই অধিকার নেই যে সে একটি স্বাধীন দেশে গিয়ে আক্রমণ করবে, বোমা মারবে, লাখ লাখ মানুষকে ঘরছাড়া করবে।’

“রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এখন ইউক্রেনে তাদের আগ্রাসনের তুলনা করেছেন, এটা নিছকই বাতুলতা। এর সামান্য কোনো ভিত্তি নেই এবং এটা খুবই হাস্যকর ব্যাপার।’

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ অনুযায়ী, ‘গণহত্যা’ হচ্ছে “কোনো একটি জাতি, জাতিগতগোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা একটি জাতির সদস্যদের ইচ্ছাকৃতভাবে নির্মূলের উদ্দেশ্যে সংগঠিত অপরাধ”। ইউক্রেনে এ ধরনের লক্ষ্য নিয়ে বেসামরিক নাগরিক হত্যার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

## পরিবারের যথাযথ আবেদন পেলে হারিছ চৌধুরীর ডিএনএ পরীক্ষা করবে সিআইডি

১২ পৃষ্ঠার পর

গত বুধবার (১৬ মার্চ) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বলেছেন, প্রয়োজনে হারিছ চৌধুরীর ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

এদিকে সিআইডি প্রধান মাহবুবুর রহমান বলছেন, কারও মরদেহ কবর থেকে উত্তোলন করার জন্য নির্দিষ্ট আইন আছে। এছাড়াও এক্ষেত্রে ডিএনএ অ্যাক্ট অনুসরণ করতে হয়। হারিছ চৌধুরীর বিষয়ে এখন পর্যন্ত এমন কোনো আলোচনা হয়নি।

হারিছ চৌধুরীর পরিচয় শনাক্তে তার মেয়ে সামিরা চৌধুরীর কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি বলে জানিয়ে সিআইডি বলছে, সামিরা তার বাবার পরিচয় নিশ্চিত হতে ডিএনএ পরীক্ষা করাতে চাইলে তাকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। কোনো খোলা চিঠিতে কাজ হবে না।

এছাড়া হারিছ চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক আবেদনসহ যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণের আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিআইডি।

সম্প্রতি জানা যায়, হারিছ চৌধুরী তার নাম-পরিচয় গোপন করে মাহমুদুর রহমান হিসেবে রাজধানীর পান্থপথ এলাকায় বসবাস করতেন। ওই পরিচয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রও তৈরি করেন তিনি। ইন্টারপোলের রেড নোটিশধারী হারিছ সব গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় ১১ বছর ঢাকায় অবস্থান করেন। গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর মাহমুদুর রহমান নামেই ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মাহমুদুর রহমান পরিচয়ে বিএনপি নেতা হারিছকে সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের জালালাবাদের কমলাপুর এলাকায় জামিয়া খাতামুন্নাবিয়ীন মাদ্রাসার কবরস্থানে ৪ সেপ্টেম্বর দাফন করা হয় বলেও গণমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়।

এদিকে হারিছ চৌধুরীর মরদেহ কবর থেকে উত্তোলন করে পরিচয় নিশ্চিতের জন্য আবেদন করেছেন তার মেয়ে সামিরা চৌধুরী। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব ও সিআইডি প্রধানের কাছে এই আবেদন করেন তিনি। তবে সিআইডি বলছে, এ সংক্রান্ত কোনো চিঠি পায়নি তারা।

## জার্মানির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিবের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

১২ পৃষ্ঠার পর

দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসনের ব্যাপার আছে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের বিষয়ে রাষ্ট্রদূত কী বলেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সবাই অবগত আছে। এখানে নতুন করে বলার কিছু নেই। এ ব্যাপারে তারা খুব ভালোভাবে অবগত।

আগামী নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কি-না জানতে চাইলে আমীর খসরু বলেন, নির্বাচন বাদে তো কোনো আলোচনা হতে পারে না। কারণ বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের বিষয়ে সারাবিশ্ব তাকিয়ে আছে। আগামী নির্বাচনের বিষয়ে জার্মানি চোখ রাখছে। তাদের অবজারভেশনও আছে।

আগামী নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণের বিষয়ে কিছু বলেছে কি-না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি। নির্বাচনে অংশগ্রহণ তো আমাদের দলের নিজস্ব ব্যাপার। রাষ্ট্রদূত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন বলেও জানান আমীর খসরু।

## জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম থেকে র‍্যাবকে বাদ দেওয়া উচিত - এইচআরডব্লিউ

১০ পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম থেকে র‍্যাবকে বাদ দেওয়া উচিত।

চলতি বছরের ৩ মার্চ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশনের অধীন ২০১৯ সালে পর্যালোচনায় উঠে আসা নির্যাতনের অভিযোগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রতিশ্রুতি অনুসরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার কার্যালয়। যদিও তা উপেক্ষা করা হচ্ছে।

এদিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশিদের জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আরও উচ্চপর্যায়ের পদে নিয়োগ দিতে গুতেরেসের প্রতি আহ্বান জানান মোমেন।

এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে প্রভাব অর্জন করতে চায়। তবে উপেক্ষা করছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘের তদন্তকে।

এইচআরডব্লিউর বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ ব্যক্তিকে নিরাপত্তা বাহিনী গুম করেছে। তবে বাংলাদেশ সরকার এ বিষয় অস্বীকার করে আসছে।

MANAGEOLOGY
HOLDINGS

# YOU OWN, WE MANAGE!

**প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে তাদের প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের জন্য নির্ভরযোগ্য একটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান**

## আমাদের দক্ষতা

**এপার্টমেন্ট রেন্ট | প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট | ক্রয় এবং বিক্রয়**

**সেবাসমূহঃ**

- এপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট সম্পূর্ণভাবে ভাড়ার উপযোগী করে তৈরি করা, যেমনঃ রঙ করানো, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, বাথরুম সংযোগ পরীক্ষা করে দেখা এবং ঠিক করা।
- উপযুক্ত এবং যোগ্য ভাড়াটিয়া যাচাই বাছাই করে খুঁজে বের করা।
- সম্ভাব্য ভাড়াটিয়ার জন্য হটলাইনে কল করে এপার্টমেন্ট এবং ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য নেবার সুব্যাবস্থা।
- এপার্টমেন্ট ঘুরে দেখানোর জন্য সু-ব্যাবস্থা।
- ভাড়ার চুক্তিপত্র তৈরি করে স্বাক্ষর দলিল সংরক্ষণ।
- প্রতি মাসের ভাড়া সংগ্রহ করা এবং ফ্ল্যাট মালিকের নির্দেশিত অ্যাকাউন্টে জমা করা।
- এপার্টমেন্ট প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
- মালিকের পক্ষ হয়ে, এপার্টমেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রকার বিল এবং ট্যাক্স সময়মত প্রদান করা ।
- ভাড়া সম্পর্কিত লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাব প্রদান করা। বিশেষ করে প্রবাসে ঘরে বসে এপার্টমেন্ট মালিককে ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ভাড়া এবং বিল সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও রশিদ দেখার সুযোগ প্রদান।
- এছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থিত ফ্ল্যাটবাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে থাকবে পূর্ণ সহযোগিতা।

**আস্থার কারণঃ**

- উৎসব একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছর ধরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে কাজ করে চলেছে, বিশ্বজুড়ে উৎসবের রয়েছে লক্ষাধিক সন্তুষ্ট গ্রাহক।
- উৎসব গ্রুপের এই নতুন সংযোজিত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত হওয়ায়, দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা অনেক বেশি।
- গ্রাহকদের জন্য রয়েছে, অনলাইন নিবন্ধনের সুযোগ, যেখানে গ্রাহক নিজস্ব অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত সকল রশিদ, ইউটিলিটি এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত নথিপত্র, রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সকল রশিদের স্ক্যানকপি দেখতে পারবেন।
- উৎসব এমন একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছরে উত্তর আমেরিকাতে কোন প্রকার অভিযোগ বা দুর্নাম নেই।

## Address

1 (917) 485-2179 | tanjila@utshob.com | www.manageologyholdings.com

168-25A Hillside Ave#2nd Floor,Jamaica NY 11432

## যুক্তরাজ্যে চীনের কূটনৈতিক চাল

২০ পৃষ্ঠার পর

হংকংয়ে ৭৫ লাখ মানুষের বসবাস, আয়তন এক হাজার ১০৪ বর্গকিলোমিটার, বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। ঘরবাড়ির দাম খুব চড়া। বিশ্বের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এটি। উল্লেখ করা হয়েছে, দু'টি যুদ্ধে চীন পরাজয়ের পর ১৮৯৮ সালে হংকংকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেয় ব্রিটেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ দুর্বল হতে শুরু করে, স্বাধীন হয় বিভিন্ন দেশ। তবে ওই সময় হংকংয়ের স্বাধীনতার দাবি হালে পানি পায়নি। আশির দশকে এসে হংকংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু করে ব্রিটেন ও চীন। ১৯৮৪ সালে সিনো-ব্রিটিশ যৌথ ঘোষণায় সিদ্ধান্ত হয়- হংকং চীনের মূল ভূখণ্ডের অধীনে যাবে। সেই অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে ১ জুলাই হংকংয়ের শাসনভার বেইজিংয়ের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেয় ব্রিটিশরা। সিনো-ব্রিটিশ যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছিল, হস্তান্তরের পর ৫০ বছরের জন্য হংকং সাংবিধানিকভাবে চীনের বিশেষ অঞ্চলের মর্যাদা পাবে।

বিভিন্ন সময় হংকংয়ের শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান জোরদার করার চেষ্টা করেছে চীন। ৫০ বছরের জন্য বিশেষ মর্যাদার কথা বললেও ২৩ বছরের মাথায় তা কার্যত উঠিয়ে নেয় বেইজিং। স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রকাশ্যে আসতে থাকে। ব্রিটেন বিদায় নিলেও বিক্ষোভকারীদের পক্ষে সবসময় পক্ষ নিয়েছে ও চীনবিরোধী কর্মকাণ্ডের অগ্নিশিখায় তেল ঢেলেছে। এমন অবস্থায় হংকংয়ের জন্য চীনা পার্লামেন্ট বিশেষ নিরাপত্তা আইন চালু করে।

হংকংয়ে নতুন এ আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু হয়। আটক হয় শতাধিক। ব্রিটেন এ আইনকে সিনো-ব্রিটিশ যৌথ ঘোষণার লঙ্ঘন বলে আওয়াজ তুলতে থাকে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, হংকংয়ের সাড়ে তিন লাখ অধিবাসীর ব্রিটিশ পাসপোর্ট রয়েছে। এখন এখানকার আরো ২৬ লাখ অভিবাসী চাইলে পাঁচ বছরের জন্য ব্রিটেনে চলে আসতে পারবে। এরপর তারা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবে। একই সুবিধা দিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াও। এসব পদক্ষেপ চীনকে দারুণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে। যুক্তরাজ্য একটি উদার ভিসা প্রোগ্রাম চালু করেছে, যা সম্ভাব্য লাখ লাখ হংকংবাসীর জন্য নাগরিকত্বের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ব্রিটিশ সরকারের অনুমান, আগামী কয়েক বছরে চার লাখ ৭৫ হাজার হংকংবাসী ইংল্যান্ডে চলে যাবে।

হংকংয়ের সাথে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যিক স্বার্থ রয়েছে। হংকং ও যুক্তরাজ্য তাদের ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ২০১৯ সালে দুই দেশের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৮ সালের চেয়ে ৬.২ শতাংশ বেশি। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.১ শতাংশ।

চীন যুক্তরাজ্যের নতুন পররাষ্ট্র সচিব লিজ ট্রাসকে সতর্ক করে দিয়েছে। লিজ লিথুয়ানিয়ার সাথে সংহতি প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় চীন, লন্ডন ও বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'নতুন বাধা' তৈরি না করতে বলেছে। লিথুয়ানিয়ার সাথে চীনের খারাপ সম্পর্ক। কেননা লিথুয়ানিয়া তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশের মর্যাদা দেয় এবং 'এক চীন দুই সিস্টেম' নীতি মানে না। তাই এ দেশটি ইউরোপে বেইজিংয়ের প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছে। চীন মনে করে, জেনে শুনেই লিজ সেখানে 'গাজর' ফেলেছেন। ফকল্যান্ড ইস্যু জনসন সরকারের জন্য পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তা নিশ্চিত। মো: বজলুর রশীদ অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার।নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

## বাঙালির হৃদয়ে লেখা তাঁর নাম

১৮ পৃষ্ঠার পর

যে কেউ কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম যে নামটি আসবে সেটি হলো হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কর্ম ও জীবন নিয়ে এরই মধ্যে শত শত প্রবন্ধ ও বই প্রকাশিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। কারণ মাত্র ৫৫ বছরের স্বল্পতম জীবনকালে একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী থেকে একেবারে রাষ্ট্রনায়কে উন্নীত হওয়ার ঘটনা সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে একটি বড় ঘটনার ছোট একটু উল্লেখ করে আজকের লেখাটি শেষ করব।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হয়ে বঙ্গবন্ধু জেলে গেলেন। এবার আর সহজে ছাড়া পেলেন না। একনাগাড়ে প্রায় ২৬-২৭ মাস জেলে। আগাম নোটিশ দিয়ে জেলের ভেতরে ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আমরণ অনশন শুরু করলেন। জেল কর্তৃপক্ষ অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করলে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'হয় আমি মুক্ত হয়ে জেল থেকে বের হব, আর নয়তো আমার মৃতদেহ জেল থেকে বের হবে।' এভাবে মরার কী অর্থ থাকতে পারে?এমন প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্য জীবন দিতে পারলাম, এটাই শান্তি।' এই হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নতুন প্রজন্মের জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার এমন পাথেয় ও দৃষ্টান্ত পঁচাত্তরের পর ক্ষমতাসীনরা গোপন করতে চেয়েছে। অন্ধ ক্ষমতার লোভে ও স্বার্থে বিকৃত কল্পকাহিনি লিখে ইতিহাস থেকে মুজিবের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য কাগজ থেকে মুছে ফেলা গেলেও বাঙালির হৃদয়ে লেখা শেখ মুজিবের নাম কেউ কখনো মুছে ফেলতে পারেনি, আগামী দিনেও পারবে না। মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.) রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক।কালের কণ্ঠ-র সৌজন্যে

## যার আবির্ভাবে গর্বিত বাঙালি

১৭ পৃষ্ঠার পর

শেখ মুজিবের জন্ম না হলে একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হতো না। এটা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি। শিশু-কিশোরদের প্রতি তার ছিল পরম মমতা। এ আবেদন অক্ষুণ্ন রাখতেই তার জন্মদিবসটিকে জাতীয় শিশু-কিশোর দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

তার ১০২তম জন্মদিনে আমরা একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা জানাই পরম করুণাময়ের কাছেড় আমরা যেন আমাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার শক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পারি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আজীবন লালন করতে পারি, আমাদের অগ্রগতি সাফল্য অব্যাহত রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সোনার মানুষের কৃতিত্ব অর্জনে সামর্থ্য হই। সুখী, সমৃদ্ধিশালী বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে বিকশিত হোকড়জয় বাংলা। সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি খাদ্যমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## ইউক্রেন যুদ্ধ ও সভ্যতার সংকট

১৯ পৃষ্ঠার পর

ইনস্টিটিউট বা সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং আজো সেই কাজটি করে চলেছেন। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের অধীনে তুরস্কও উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নব্য-অটোমান গোলকের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে নিয়ে আসেন। এটা আতাতুর্কের তুর্কি জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি প্রত্যাখ্যান। অতি সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হিন্দু আধিপত্যের ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তাঁর জাতির প্রাচীন অতীতকে মহিমান্বিত করেছেনড়হিন্দুত্ববাদের বিরোধীদের শক্ত হাতে দমন করছেন।

এ অবস্থায় ইউক্রেন কেমন আছেড় যুদ্ধক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, এমন একটি ধারণা রয়েছে যে পুতিন ইতিমধ্যেই সংঘাতের আরেকটি স্তরে জয়ী হয়েছেন। পাশ্চাত্যের সংকল্পের কথা আমরা যতই শুনি, তত বেশি একটি উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্হার মূল্যবোধ একটি নির্দিষ্ট স্হানে, একটি নির্দিষ্ট জনগণের প্রাদেশিক নীতির মতো বলে মনে হচ্ছে। বিশ্বের ১০টি জনবহুল দেশের মধ্যে শুধুমাত্র একটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে বড় অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করে। ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, ভারত এবং ব্রাজিল সকলেই রুশ আক্রমণের নিন্দা করেছে, কিন্তু তারা পশ্চিমাদের পছন্দের পালটা ব্যবস্হা অনুসরণ করতে প্রস্তুত বলে মনে হয় না।

উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য সার থেকে গম পর্যন্ত মৌলিক পণ্যগুলির জন্য রাশিয়ার উপর নির্ভর করে; মধ্য এশিয়ার জনগণ এর রেমিটেন্সের উপর নির্ভর করে। এই অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রধান বাধাগুলি ইউক্রেনের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে হচ্ছে। টমাস মিনে বার্লিনের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে ভাষান্তর: ফাইজুল ইসলাম

## এমন স্বাধীনতাই কি প্রত্যাশা ছিল

১৬ পৃষ্ঠার পর

অংশবিশেষও তাদের শ্রেণি-চরিত্রের সততা হারিয়ে 'লুম্পেন' চরিত্র অর্জন করেছে এবং উচ্চশ্রেণির স্বার্থ বৃদ্ধি করে চলেছে। পরিবহন খাত একটি বড় উদাহরণ। আশ্চর্য শিক্ষা খাতও পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত নয়।

অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা কি এমন এক কীটদষ্ট সমাজ উপহার দিয়েছে? দোষ বা দায় কি স্বাধীনতার? সেটাও প্রশ্ন। সাম্প্রতিক দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে যে চালচিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, তা শ্রেণি তো বটেই, নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে। দৈনিকের পাতাগুলোয় নিত্যখবরে এমনই চিত্রের প্রকাশ। এমন স্বাধীনতা কি প্রত্যাশিত ছিল? বড় দরকার সমাজটাকে সর্বাংশে ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো করে তোলা। এর কোনো বিকল্প নেই, এই সঙ্গে প্রয়োজন স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার। আহমদ রফিক ভাষাসংগ্রামী, কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

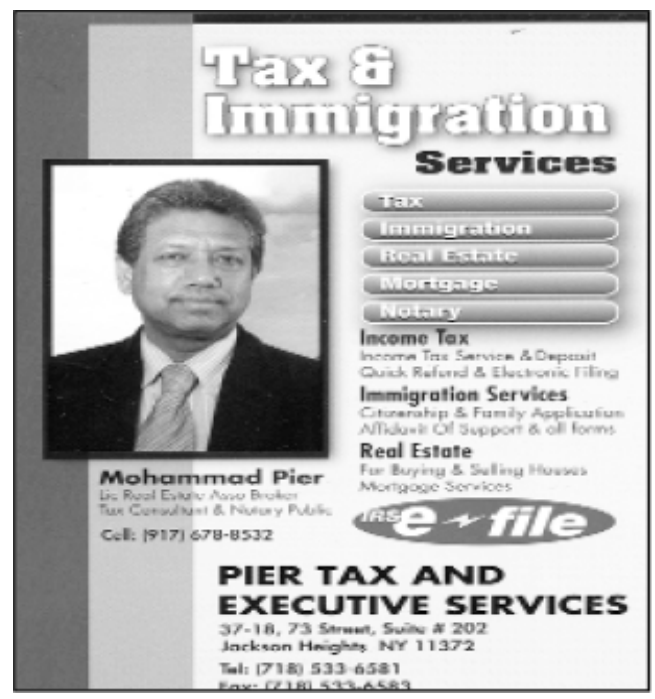

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন
২০ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com


যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116


এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
◆ কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
◆ গাড়ি/বিল্ডিংয়ে দুর্ঘটনা
◆ হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোনো অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Kwangsoo Kim, Esq
ATTORNEYS AT LAW
Eng. Md Abdul Khalek
Cell : 917 667 7324
Email :
legalexpectation.llc@gmail.com
Law Office of Kwngsoo Kim, Esq:
NY: 164-01 Northern Blvd., 2FL, Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd. #201, Palisades Park, NJ 07650

## দূষণের আবর্তে বাংলাদেশ

১৬ পৃষ্ঠার পর

এখন আবার রাস্তায় হাজার হাজার মোটরবাইক দেখা যায়। এগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে সস্তা ও সহজলভ্য। তরুণ-যুবকরাই এগুলোর চালক। ঢাকাবাসী নিশ্চয়ই দেখেছেন তরুণ-যুবকরা তীব্র শব্দ সৃষ্টি করে দ্রুতগতিতে বাইক চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় এরা দল বেঁধে উদ্দাম গতিতে বাইক চালাচ্ছে শহরের রাস্তায়। এরা কারা সহজেই অনুমেয়। ট্রাফিক পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষও যেন এদের ব্যাপারে নির্বিকার। শুধু ঢাকা নয়, অন্যান্য শহরেও একই চিত্র।

ঢাকা মহানগরী এবং অন্যান্য শহরাঞ্চলে মাইকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বা অপব্যবহার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ফুটপাতের হকার এবং রাস্তায় চলমান হকাররাও রিকশা অথবা ভ্যানগাড়িতে মাইক লাগিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাজাতে থাকে বিনা বাধায়। আমার জানামতে, মাইক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন আছে। যে কোনো অনুষ্ঠানে বা যে কোনো প্রয়োজনে মাইক ব্যবহার করতে হলে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হয়। পাকিস্তানি শাসনামলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও এ আইনের প্রয়োগ দেখেছি। এখন কি আইনটি বাতিল বা স্থগিত হয়ে গেছে? আমার জানা নেই। কর্তাব্যক্তিরা বলতে পারবেন। আমি শুধু অসহায়ভাবে দেখছি যে, মাইকের অবাধ অপব্যবহার চলছে। মাইকের শব্দে লেখাপড়া করতে পারি না, ঘুমাতেও পারি না। শ্রবণশক্তি তো ইতোমধ্যেই আরও অনেকের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সারা দেশে ২০ শতাংশ মানুষ বধিরতায় আক্রান্ত। এই ২০ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশই শিশু। যারা ট্রাফিক পুলিশ, রাস্তায় ডিউটি করেন, তাদের ১১ শতাংশের শ্রবণ সমস্যা আছে। আরেক রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা শহরের ৬১ শতাংশ মানুষ শব্দদূষণের জন্য হতাশা ও উদ্বেগের মতো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। শব্দদূষণের কারণে এখন ২০ শতাংশ মানুষ বধিরতায় আক্রান্ত। শব্দদূষণ পরিস্থিতি যদি অপরিবর্তিত ও অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহলে তো দেশের ১০০ শতাংশ মানুষেরই বধির হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। শব্দদূষণ প্রতিরোধে শুধু সামাজিক সচেতনতা নয়, কঠোর আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

**মারাত্মক পর্যায়ে প্লাস্টিকদূষণ**

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিক আমাকের জীবনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বিশ্বেই এখন প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু অন্য দেশে আধুনিক প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা আছে, ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার হয়। ফলে প্লাস্টিক সেখানে দূষণ সৃষ্টি করে না। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্র ভিন্ন। এখানে পলিথিন বা প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করেই রাস্তায়, ড্রেনে, খালে, নদীতে বা জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। প্লাস্টিক পচে না বা গলে যায় না। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, মাটির উর্বরা শক্তি কমায়, খাল বা নদীর তলদেশে জমা হয়ে মারাত্মক ধরনের দূষণ সৃষ্টি করে। সভ্যতার অবদান প্লাস্টিক আমাদের দেশে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্লাস্টিকদূষণ থেকে বাঁচতে হলে এটির ব্যবহার পর্যাপ্ত পরিমাণে কমাতে হবে। আমাদের দেশে পাট ও কাপড়ের উৎপাদন পর্যাপ্ত। পাট ও কাপড়ের ব্যাগ উৎপাদন করে সেগুলো ব্যবহারে সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে। পাট-কাপড়ের ব্যাগ একাধিকবার ব্যবহার করা যায়, তদুপরি এগুলো পচনশীল, তাই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, পরিবেশদূষণ ঘটাবে না। প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ ও নিরুৎসাহিত করতে হবে। সেই সঙ্গে প্লাস্টিকের বিকল্পকে উৎসাহিত করতে হবে। এতে দেশের পাট ও বস্ত্র শিল্পের উন্নতি হবে। পরিবেশও রক্ষা পাবে।

**বিপন্ন পরিবেশ, বিপন্ন মানুষ**

বাংলাদেশে পরিবেশদূষণ সব সীমা ছাড়িয়ে মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় ছাড়াও অধিদপ্তর ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে, যারা সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। এসব সংস্থার জনবলও কম নয়। তারপরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় না কেন? সমস্যা হচ্ছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাব।

পরিবেশদূষণও এক ধরনের সন্ত্রাস ও সহিংসতা। একে কাঠামোগত সহিংসতা (structural violence) হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে দেশের বিপন্ন মানব প্রজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি অবশ্যই হচ্ছে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতিই শেষ কথা নয়। বেঁচে থাকার পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষা করাই বড় কথা। অসুস্থ পরিবেশে সুস্থ জাতি গড়ে উঠতে পারে না। চপল বাশার সাংবাদিক, লেখক। দৈনিক যুগান্তর এর সৌজন্যে


WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com



Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@suharahomesinc.com
Web: www.suharahomesinc.com



ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com



WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
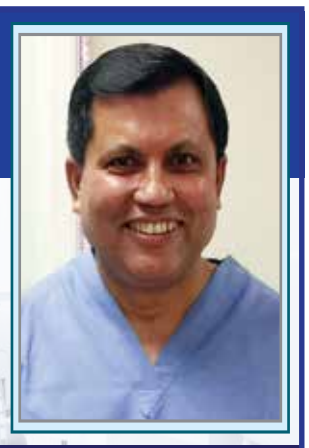
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

# কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
# KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

**ইনকাম ট্যাক্স**
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

**একাউন্টিং**
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

**NEW BUSINESS SETUP**
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

**ইমিগ্রেশন**
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
**CPA & Enrolled Agent**

Special Price for W2 File

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
**MBA in Accounting**
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

**Phone: 718-205-6040**
**718-205-6010**
**Fax : 718-424-0313**

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

**37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights**

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

# সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
# SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



## বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে
সকল বীর শহীদদের প্রতি

## আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

## ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের এলসি স্থগিত, রুশ আক্রমণে বাণিজ্যে বাধা

১৩ পৃষ্ঠার পর

অর্থবছরে রপ্তানি করেছিল ২০ কোটি টাকার পণ্য। গত অর্থবছরে তা বেড়ে হয়েছে সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশ আমদানি করেছিল ৪০৬ কোটি টাকার পণ্য। গত অর্থবছরে আমদানি করেছে ২ হাজার ৭২২ কোটি টাকার পণ্য। এর আগের অর্থবছরে তা ছিল সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার পণ্য। তবে ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়ছিল। এদেশ থেকে পোশাক রপ্তানি বাড়ছিল ইউক্রেনে। যে কারণে ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে কোনো ঘাটতি ছিল না। বরং উদ্বৃত্ত ছিল। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ইউক্রেনের বিনিয়োগ খুবই সামান্য অর্থাৎ ২ কোটি ৩১ লাখ ডলার বা ১৯৮ কোটি টাকা। ২০১০ সাল থেকে তারা বাংলাদেশে সীমিত বিনিয়োগ শুরু করে।

রাশিয়ার অর্থায়নে বাস্তবায়িত দেশের একমাত্র পারমাণবিক রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সাড়ে ৫ হাজার রুশকর্মীর পাশাপাশি দেড় হাজার ইউক্রেনের নাগরিক কর্মরত রয়েছে। এদের লেনদেন কার্যক্রমও বন্ধ রয়েছে। সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এসব অর্থ লেনদেন হতো। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডা রাশিয়ার ওপর বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর মধ্যে সুইফটের মাধ্যমে কয়েকটি বড় ব্যাংকের লেনদেনও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ কারণে অর্থ আটকে যেতে পারে এ আশঙ্কায় সুইফটের মাধ্যমে কোনো লেনদেন হচ্ছে না। এমন কি যেসব ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি সেসব ব্যাংকের সঙ্গেও লেনদেন হচ্ছে না।

এদিকে রাশিয়া থেকে ঋণের অর্থ এখন জরুরি প্রয়োজনে না আসলে সরকারের অংশ থেকে প্রকল্পে অর্থের জোগান দেওয়া হচ্ছে। রূপপুর প্রকল্পে রাশিয়ার সঙ্গে অর্থ লেনদেনে বিকল্প পথ বের করলেও সেগুলো আপাতত ব্যবহার করা হচ্ছে না।

সূত্র জানায়, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে বিষয়গুলো ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা ও ঝুঁকি না নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান, ইউক্রেনের সঙ্গে বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মূলত যুদ্ধের কারণে তাদের দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে। আর রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সচল রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সুইফটে ও জাহাজ চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, আক্রমণ করছে রাশিয়া। রাশিয়াতে কোনো আক্রমণ নেই। আছে শুধু বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা। এ কারণে রাশিয়ার অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এগুলোকে বলা যায় অদৃশ্যমান বিধিনিষেধ। এই অদৃশ্য বিধিনিষেধের বেড়াজালে পড়ে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা আটকে গেছে। সূত্র জানায়, যুদ্ধের আশঙ্কার পর থেকে ইউক্রেনের মুদ্রা হ্রিবনিয়ার দরপতন হতে থাকে। যুদ্ধ লেগে যাওয়ার পর তা আরও কমে যায়। তবে ১০ মার্চ থেকে মুদ্রার মান আবার বাড়তে থাকে। যুদ্ধের আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রতি হ্রিবনিয়ার দাম ছিল ৩ টাকা ২ পয়সা। যুদ্ধ শুরু হলে ২৫ ফেব্রুয়ারি তা কমে প্রতি হ্রিবনিয়ার দাম দাঁড়ায় ২ টাকা ৮৬ পয়সা। ১০ মার্চ দাম বেড়ে আবার ২ টাকা ৯৩ পয়সায় উঠে। ওই দরেই এখন মুদ্রাটির লেনদেন হচ্ছে। আলোচ্য সময়ে মুদ্রার দরপতন হয়েছে প্রায় ৩ শতাংশ বা ৯ পয়সা।

এদিকে ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডা কর্তৃক রাশিয়ার ওপর বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশের। মূলত সুইফটের ওপর ও জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় এ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ গত অর্থবছরে রাশিয়া থেকে আমদানি করেছে ৪৮ কোটি ডলারের পণ্য। রাশিয়ায় রপ্তানি করেছে ৫৪ কোটি ৭১ লাখ ডলারের পণ্য। এদিকে রাশিয়ার মুদ্রা রুবলের আরও কিছুটা দরপতন হয়েছে। ডলারের বিপরীতে দরপতনের হার ৪৯ শতাংশে উঠেছে। - যুগান্তর

## বুশ, ওবামা, ট্রাম্প, বাইডেন না পারলেও পুটিন পেরেছেন

৫ পৃষ্ঠার পর

জার্মানির এই মানসিকতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি অনেকদিন ধরে। কয়েক মাস আগে ওলাফ শলৎস ক্ষমতা গ্রহণের আগের ষোল বছর দেশটির চ্যান্সেলর ছিলেন আঙ্গেলা ম্যার্কেল। আমি দেখেছি কীভাবে তিনি একের পর এক ঝড় সামলে জার্মানিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দেশটির বিদেশ নীতি যেমন নিজের দেশের জনগণের স্বার্থ এবং বাণিজ্যবান্ধব, তেমনি গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা ইস্যুতেও সোচ্চার নিজের ভয়ঙ্কর অতীত ইতিহাসের দায় মেনে নিয়ে এগিয়ে চলা জার্মানি। জার্মানির এই এগিয়ে চলার মাঝে প্রতিরক্ষার বিষয়টি যে উপেক্ষিত হচ্ছে সেটা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কখনো বুশ, কখনো ওবামা, কখনো ট্রাম্প, কখনো বাইডেন তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলর ম্যার্কেলকে প্রতিরক্ষা খাত শক্তিশালী করার পরামর্শ দিয়েছেন, গ্যাস-তেলের জন্য রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে বলেছেন। জার্মানি যে ন্যাটো জোটের প্রত্যাশামতো প্রতিরক্ষা খাতের বাজেট বাড়াচ্ছে না, সেটা নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে ম্যার্কেলের বিরোধ অনেকটাই প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। বিরক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানি থেকে ন্যাটো জোটের আওতায় থাকা কিছু মার্কিন সৈন্যও ফেরত নিয়েছে সেই সময়। কিন্তু ম্যার্কেল প্রতিরক্ষা খাতকে আলাদা করে গুরুত্ব দেননি। তিনি বরং পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা কমাতে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে ধারাবাহিকভাবে সরিয়ে নিয়েছেন তার দেশকে। জলবায়ু পরিবর্তনরোধে কয়লাভিত্তিক জ্বালানি থেকেও ক্রমশ সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিরক্ষা খাতে জিডিপির শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশের বেশি খরচেও রাজি হননি।

ম্যার্কেলের জার্মানি বরং মার্কিন আপত্তি সত্ত্বেও রাশিয়ার গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়েছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরেই এই নির্ভরশালীতা ধরে রেখেছে জার্মানি। শুধু তাই নয়, নতুন এক পাইপলাইন দিয়ে রাশিয়া থেকে সরাসরি আরো গ্যাস আনার প্রক্রিয়াও প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এতে রাশিয়া যেমন লাভবান, জার্মানিও।

ম্যার্কেলের এই নীতিতে বড় কোনো পরিবর্তন না আনার পক্ষেই ছিলেন গতবছর ক্ষমতায় আসা নতুন চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস। কিন্তু বাধ সাধলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন। ইউক্রেন আক্রমণ করে তিনি মুহূর্তেই বার্লিনের টনক নড়িয়ে দিয়েছেন। বুশ, ওবামা, ট্রাম্প, বাইডেনরা জার্মানিকে যা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন, পুটিনে সেটা এক আক্রমণ থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

জার্মানি এখন প্রতিরক্ষাখাত শক্তিশালী করতে ন্যাটোর প্রত্যাশামতো জিডিপির দুই শতাংশের বেশি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি ২০২২ সালের বাজেটে একশ বিলিয়ন ইউরো আলাদাভাবে রাখা হচ্ছে সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের জন্য। শুধু তাই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশ্বের সর্বাধুনিক যুদ্ধবিমান কেনার জন্য জার্মান সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানা গেছে। আর রাশিয়ার তেল-গ্যাসের বিকল্প উৎসও খোঁজা হচ্ছে।

শলৎস মনে করেন, জার্মানির স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র ধরে রাখতে প্রতিরক্ষা খাত শক্তিশালী করা দরকার। কথা হচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু না হলে বার্লিনের এই উপলব্ধি কি তৈরি হতো?-আরাফাতুল ইসলাম, ডয়চে ভেলে


Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ▫ Bankruptcy ▫ Civil ▫ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

# বায়োস্কোপ ফিল্মস ইউএসএ ডিস্ট্রিবিউশনের পরিবেশনায় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে তৌকীর আহমেদ পরিচালিত 'স্ফুলিঙ্গ' ।

দেশের গন্ডি পেরিয়ে এবার যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেতে যাচ্ছে অভিনেতা ও নির্মাতা তৌকীর আহমেদ পরিচালিত চলচ্চিত্র স্ফুলিঙ্গ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এই চলচ্চিত্র নির্মান করেন নন্দিত নির্মাতা তৌকীর, সিনেমাটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান স্বপ্নের বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন। গতবছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তীতে মার্চের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে মুক্তি পায় 'স্ফুলিঙ্গ'। একটি ব্যান্ড দলকে ঘিরে গড়ে ওঠা গল্প দিয়ে সিনেমার বুনন। তবে তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সংযোগ ঘটাতে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন নির্মাতা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা। এবার প্রবাসী বাংলাদেশী ও তরুনদের মাঝে স্বাধীনতার ইতিহাস ও দেশপ্রেম সম্পর্কে সঠিক ধারনা দিতে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি দেয়া হচ্ছে 'স্ফুলিঙ্গ'। বায়োস্কোপ ফিল্মস ইউএসএ ডিস্ট্রিবিউশনের আয়োজনে এবং সেরা ডিজিটাল ৩৬০ এর তত্ত্বাবধানে আগামী ১৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে একযোগে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। প্রচার প্রচারনার অংশ হিসেবে চলছে পোস্টারিংসহ ডিজিটাল ক্যাম্পেইন। সিনেমাটি দেখতে হলে যেতে প্রবাসীদের আমন্ত্রন জানিয়েছেন নির্মাতা ও কলাকুশলীরা। শ্যামল মাওলা, জাকিয়া বারী মম, রওনক হাসানের পাশাপাশি ভিডিও বার্তা দিয়ে সিনেমা দেখার আমন্ত্রন জানিয়েছেন হালের জনপ্রিয় ও আলোচিত অভিনেত্রি পরীমনি। যুক্তরাষ্ট্রে এবারই প্রথম পরিমনির সিনেমা মুক্তি পেতে যাচ্ছে বলে উচ্ছ্বসিত তিনি। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, সময়টা বেশ ভালো যাচ্ছে, অনাগত অতিথীর আশায় অপেক্ষা করছি আমরা, তার প্রারম্ভে এবং স্বাধীনতার মাসে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাচ্ছে 'স্ফুলিঙ্গ', এটা জেনে খুবই ভালো লাগছে। আমি দর্শকদের অনুরোধ করবো,

আপনারা প্লিজ সিনেমা হলে গিয়ে মুভিটা দেখবেন। ক্ষূদ্র ক্ষূদ্র স্ফুলিঙ্গ থেকেই যে রণক্ষেত্র তৈরি হতে পারে তার অনন্য উদাহরণ এই সিনেমা সিনেমাটি মুক্তির ব্যাপারে বায়োস্কোপ ফিল্মস ইউএসএ ডিস্ট্রিবিউন এর স্বত্বাধিকারী রাজ হামিদ বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে লাখো বাঙ্গালী অস্ত্র ধরে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। আর এই স্বাধীনতার মাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে নির্মিত সিনেমাটি পৌঁছে দিতে চাই তরুন প্রজন্মসহ সকল প্রবাসীদের কাছে। সিনেমাটি কতটা দর্শক টানবে তা নিয়ে ভাবছি না, তবে যারা একবার সিনেমাটি দেখবেন দেশের প্রতি তার প্রেম এবং বাংলা সিনেমার প্রতি আস্থা যে বেড়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সিনেমাটির ডিজিটাল ক্যাম্পেইন পরিচালক ও তত্ত্বাবধানকারী শেখ গালিব রহমানের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, 'স্ফুলিঙ্গ' বাংলাদেশের সিনেমা, বাংলাদেশকে যারা ভালোবাসেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করেন তাদের সবার উচিত সিনেমাটি হলে গিয়ে দেখা। আমরা ইলেক্ট্রনিইক, প্রিন্ট মিডিয়া এবং ডিজিটালি ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাচ্ছি, আশা করছি খুব ভালো ফিডব্যাক পাওয়া যাবে দর্শকদের থেকে

**উল্লেখ্য অনেক চড়াই উৎরাই এর পরে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তি পায় তৌকীর আহমেদ পরিচালিত সপ্তম সিনেমা 'স্ফুলিঙ্গ'।**

আরও জানতে
facebook.com/bfsba

# যুক্তরাষ্ট্রের যেসব থিয়েটারে মুক্তি পাচ্ছে 'স্ফুলিঙ্গ'

জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমাস (জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক), ১৮ মার্চ, শুক্রবার দুপুর ১২: ৫০, বিকেল ৪:০০, সন্ধ্যা ৭:১০, রাত ১০: ২০, ১৯ মার্চ শনিবার দুপুর ১২: ১০ বিকেল ৩: ২০, সন্ধ্যা ৬: ৩০, রাত ৯: ৪০, ২০ মার্চ রবিবার দুপুর ১২: ৫০, বিকেল ৪:০০, সন্ধ্যা ৭: ০০, ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবার ১২: ৫০, বিকেল ৪:০০, সন্ধ্যা ৭: ০০ রিগ্যাল ফার্মিংডাল স্টেডিয়াম ১০ (ফার্মিংডাল), ২৬ ও ২৭, মার্চ বিকেল ৪টায়। রিগ্যাল ওয়াল্ডেন গ্যালেরিয়া আরডিএক্স (বাফেলো, নিউ ইয়র্ক), ২০ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়। রিগ্যাল কলোনি সেন্টারস স্টেডিয়াম ১৩, (আলবেনি), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল কমার্স সেন্টার স্টেডিয়াম ১৮ (উত্তর ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল ফেয়ারফ্যাক্স টাউন সেন্টার (ফেয়ারফ্যাক্স, ভার্জিনিয়া), ২৬-২৭ মার্চ শনিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল ফেনওয়ে ১১, (বস্টন, মাসাচুসেটস), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল গেটওয়ে স্টেডিয়াম সিক্সটিন অ্যান্ড আইম্যাক্স (অস্টিন, টেক্সাস), ২৭ মার্চ বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল অ্যাটলান্টিক স্টেশন স্টেডিয়াম ১৮, অ্যাটলান্টা, জর্জিয়া, ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল সান্টেরা স্টেডিয়াম ১৭ অ্যান্ড RPX (ওয়ারেনভিলে, ইলিয়নস), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, মুভিস অব লেক অর্থ থিয়েটার (ওয়েস্ট পাম বিচ, ফ্লোরিডা), ২০ মার্চ রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায়, রিগ্যাল স্যগ র‍্যাস স্টেডিয়াম ২৩ অ্যান্ড আইম্যাক্স (মিয়ামি, ফ্লোরিডা), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, সিনেমার্ক অরল্যান্ডো অ্যান্ড এক্সডি (অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, সিনেমার্ক ১৯ অ্যান্ড এক্সডি (ক্যাটি, টেক্সাস), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, সিনেমার্ক লিগ্যাসি প্ল্যানো (প্ল্যানো, টেক্সাস), ২০ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, অ্যাঞ্জেলিকা ফিল্ম সেন্টার প্ল্যানো (প্ল্যানো, টেক্সাস) ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, সিনেমার্ক ভ্যালিভিউ এক্সডি (ভ্যালিভিউ, ওহাইও), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, সিনেমার্ক মেসা ১৬ (মেসা, অরিজোনা), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল হ্যাসিন্ডা ক্রসিং স্টেডিয়াম অ্যান্ড আইম্যাক্স (ডাবলিন, ক্যালিফোর্নিয়া), ২৬ ও ২৭ মার্চ বিকেল ৪টায়, সেঞ্চুরি অ্যাট প্যাসিফিক কমন্স অ্যান্ড আইম্যাক্স (ফ্রেমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া), ২০ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, সেঞ্চুরি ফলসম ১৪ (ফলসম, ক্যালিফোর্নিয়া), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল ইরভিন স্পেকট্রাম ২০ অ্যান্ড আইম্যাক্স (ইরভিন, ক্যালিফোর্নিয়া), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল অন্টারিও প্যালেস ২২ আইম্যাক্স অ্যান্ড আরপিএক্স (অন্টারিও, ক্যালিফোর্নিয়া), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়, রিগ্যাল মিরা মেসা স্টেডিয়াম ১৮ অ্যান্ড আরপিএক্স (স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া), ২৭ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায়।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NEW YORK | JAMAICA QUEENS | JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS | FRIDAY MARCH 18 | 12:50 PM, 4:00PM 7:10 PM, 9:40 PM |
| | JAMAICA QUEENS | JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS | SATURDAY MARCH 19 | 12:10 PM, 3:20 PM 6:30 PM, 9:40 PM |
| | JAMAICA QUEENS | JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS | SUN-THUR MARCH 20-24 | 12:50 PM, 4:00 PM 7:10 PM |
| NEW JERSEY | NORTH BRUNSWICK | REGAL COMMERCE CENTER STADIUM 18 | SUNDAY MARCH 27 | 4:00 PM |
| MASSACHUSSETTS | BOSTON | REGAL FENWAY 11 | SUNDAY MARCH 27 | 4:00 PM |
| VIRGINIA | FAIRFAX | REGAL FAIRFAX TOWNE CENTER 10 | SATURDAY MARCH 19 | 4:00 PM |
| | FAIRFAX | REGAL FAIRFAX TOWNE CENTER 10 | SUNDAY MARCH 20 | 4:00 PM |

TYPE **"MOVIE"** & SEND TO **(888) 474-0256** TO GET THE HALL LIST & WIN FREE TICKETS*

## বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের ৮০ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে -মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জরিপ

৫ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। এ দেশের কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৫৬ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিধা ভোগ করছে। এতে করে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে যে ২০০৭ সালে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে প্রবেশ করলেও বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে না পারার পেছনে মাদকাসক্তিই কি অন্যতম কারণ।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড হলো কোনো দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার আধিক্য। যখন কর্মক্ষম জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বেশি থাকে, তখন ওই দেশ ডেমোগ্রাফিক বোনাসকালে অবস্থান করছে বলে ধরা হয়। মনে করা হয়, এ জনসংখ্যা কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, যা দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সুবিধা ভোগ করছে। বর্তমানে দেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৭৩ বছর। ২০৫০ সালে এ আয়ুষ্কাল বেড়ে ৮০ বছর এবং ২০৭৫ সালে তা আরো বেড়ে ৮৫ বছর হবে। ফলে আগামী তিন দশকে একজন কর্মজীবী ব্যক্তি অবসরের পরও ২০ বছর আয়ু থাকবে। বাংলাদেশে বর্তমানে নির্ভরতার হার (ডিপেন্ডেন্সি রেশিও) ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০৫০ সালে এ হার বেড়ে ২৪ শতাংশ এবং ২০৭৫ সালে তা ৪৮ শতাংশ হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমীক্ষা বলছে, দেশের মোট মাদকসেবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৯ শতাংশ তাদের বন্ধুদের মাধ্যমে মাদক গ্রহণে উৎসাহিত হয়। ৪০ শতাংশের মাদক গ্রহণের পেছনে কাজ করে কৌতূহল। আর সহজে প্রশান্তি পেতে মাদক গ্রহণ করেন শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ মাদকসেবী। একই সংখ্যক মাদকসেবী পারিবারিক প্রতিকূলতার জন্য এবং সহজে মাদকদ্রব্য প্রাপ্তির কারণে মাদক গ্রহণ করেন।

দেশের মোট মাদকসেবীর সিংহভাগের বয়সই ৩৫ বছরের মধ্যে। বিষয়টি দেশের অর্থনীতির জন্যও বড় ঝুঁকি বলে মনে করছেন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আজিজুল ইসলাম। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ৩৫ বছর পর্যন্ত বয়সীরাই দেশের প্রধান কর্মক্ষম ব্যক্তি। মাদকসেবীদের মধ্যে এ বয়সীদের হার সবচেয়ে বেশি হওয়াটা উদ্বেগের। কারণ মাদকাসক্তি মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস করে, যার প্রভাব দেশের অর্থনীতিতেও পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এরই মধ্যে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় একটি সমন্বিত অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন বয়সী মাদকসেবীর জন্য আলাদা পরিকল্পনা থাকছে। পাশাপাশি একদম প্রাইমারি পর্যায়ে মাদকসেবীদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা থাকছে। এর পরের ধাপে থাকছে চিকিৎসার ব্যবস্থা। আর মাদক কারবারিদের জন্যও এ সমন্বিত অ্যাকশন প্ল্যানে বিশেষ পরিকল্পনা থাকছে। -বণিকবার্তা

## ইউক্রেন ইস্যুতে পুতিন-এরদোগান ফোনালাপে শান্তি চুক্তির জন্য মস্কোর বিভক্ত শর্ত

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্টকে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি; জবাবে পুতিন বলেন, ইউক্রেনের কারণেই যুদ্ধবিরতি সম্ভব হচ্ছে না।

১৮ মার্চ শুক্রবার পুতিনকে টেলিফোন করে শুলজ বলেন, গত তিন সপ্তাহ ধরে অভিযান চলার ফলে ইউক্রেনে দিন দিন ইউক্রেনের মানবিক বিপর্যয় প্রকট হয়ে উঠছে। দুই দেশের মধ্যকার সংকট কূটনৈতিক পন্থায় যত দ্রুত সম্ভব সমাধানের আহ্বানও জানান তিনি।

জবাবে পুতিন বলেন, ইউক্রেনের বেসামরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে রুশ সেনারা তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং বেলারুশে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সরকারি প্রতিনিধিরা যে বৈঠক করছেন, তা হয়তো এতদিনে সফলও হতো।

'কিন্তু বৈঠক যে সফল হচ্ছে না তার জন্য দায়ী ইউক্রেন। কিয়েভ বরাবরই সেই আলোচনা ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন অবাস্তব দাবি উত্থাপন করছে। তবুও রাশিয়া চেষ্টা করছে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের সংকট সমাধানের জন্য,' ড় শুলজকে বলেন পুতিন।

টেলিফোন আলাপে পশ্চিমা দেশগুলোর 'একচোখা' নীতি'রও সমালোচনা করেন পুতিন। বলেন, ইউক্রেনে অভিযান নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার নিন্দা জানাচ্ছে, অথচ দোনেতস্ক রিপাবলিকের মাকিভা ও দোনেতস্ক শহরে যে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী গোলাবর্ষণ করছে, সেদিকে পশ্চিমের কোনো নজর নেই।

গত ১৪ মার্চ দোনেতস্ক রিপাবলিকের প্রধান শহর দোনেতস্ক ও শিল্পশহর মাকিভায় ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইউক্রেনের সেনা বাহিনী। এতে এই দুই শহরে অন্তত ২০ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়েছেন। ইতোমধ্যে এই ঘটনার পরিপূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জাতিসংঘ।

পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোকে কেন্দ্র করে ২০০৮ সাল থেকে দ্বন্দ্ব চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। ওই বছরই ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিল ইউক্রেন। সম্প্রতি দেশটিকে পূর্ণ সদস্যপদ না দিলেও 'সহযোগী সদস্যপদ' হিসেবে মনোনীত করার পর আরও বাড়ে এই দ্বন্দ্ব। ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন প্রত্যাহারে ইউক্রেনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে গত দুই মাস রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তে প্রায় দুই লাখ সেনা মোতায়েন রেখেছিল মস্কো।

কিন্তু এই কৌশল কোনো কাজে আসেনি। উপরন্তু এই দু'মাসের প্রায় প্রতিদিনই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা অভিযোগ করে গেছেড় যে কোনো সময় ইউক্রেনে হামলা চালাতে পারে রুশ বাহিনী।

অবশেষে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দুই ভূখণ্ড দনেতস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় রাশিয়া; এবং তার দু'দিন পর, ২৪ তারিখ ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরুর নির্দেশ দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

শুক্রবার ২৩ তম দিনে পৌঁছেছে এই অভিযান। পুতিন বলেছেন, রাশিয়াকে হুমকি দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেইনকে ব্যবহার করার চেষ্টা প্রতিহত করা এবং দোনেতস্ক ও লুহানস্কের রুশভাষীদেরকে ইউক্রেইনের 'গণহত্যার' হাত থেকে বাঁচাতে এই 'বিশেষ সামরিক অভিযান' জরুরি হয়ে পড়েছিল।

অন্যদিকে ইউক্রেইন বলছে, তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় লড়ছে। পুতিন গণহত্যা সংক্রান্ত যে দাবি করছেন, তা ঠিক নয় বলেও ভাষ্য কিয়েভের।

## চীন-রাশিয়া নিয়ে উভয় সংকটে সৌদি যুবরাজ?

৮ পৃষ্ঠার পর

আলোচনা করছে। একটি সূত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স বলছে, সৌদি আরব যদি তা (চীনা মুদ্রা ইউয়ানে তেল বিক্রি) করে তবে সেটি বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের গতিশীলতা পরিবর্তন করবে। একইসঙ্গে সৌদি তেলের অন্য ক্রেতারাও এটি অনুসরণ করবে। সৌদি আরবের জ্বালানি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি সৌদি আরামকো গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যুতে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

একজন কূটনীতিক জানান, পশ্চিমাদের পেছনে ঠেলে দেওয়ার জন্য 'পুরাতন হুমকির' দিকে ঝুঁকছে রিয়াদ। যদিও কূটনীতিক ও অন্যরা বলছেন যে, মার্কিন ডলার ছেড়ে তেলের মূল্য ইউয়ানে লেনদেন করতে হলে বাস্তব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এছাড়া অপরিশোধিত তেলের দাম ডলারে দেওয়া হলে সৌদি রিয়াল স্থির বা মজবুত থাকে। অন্যদিকে রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে একই ভূমিকা পালন করতে পারবে না ইউয়ান। রয়টার্স বলছে, চলতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষে সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৪৯২ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সম্পদ ছিল। যার মধ্যে মার্কিন কোষাগারে রক্ষিত আছে ১১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সৌদি সরকারের সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের পরিমাণ ছিল ১০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আবুধাবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ মনিকা মালিক বলছেন, সৌদি আরব ধীরে ধীরে কিছু বিক্রয় ইউয়ানে স্থানান্তর করতে পারে। তার ভাষায়, ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ফলে প্রভাব হবে সীমিত।

এমনকি গত মঙ্গলবার (১৫ মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যখন রিয়াদে বৈঠক করছিলেন তখনও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে যে, ওয়াশিংটন তার মিত্রদের যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে বলছে না। সূত্র : রয়টার্স

## ইভিএম এখনো বুঝে উঠিনি, বিষয়টি নিয়ে পরে কথা বলবো - সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল

১০ পৃষ্ঠার পর

আর স্থানীয় সরকার নির্বাচন হোক আমাদের দায়িত্ব আইনের আলোকে সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করা।

আমরা আশা করি আগামী জাতীয় নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলে সবাই আনন্দিত হবে। সিইসির দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বারের মতো ৪ দিনের সফরে চট্টগ্রাম আসেন সিইসি কাজী হাবিবুল আওয়াল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন, অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম ।


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# 17 MARCH

## HAPPY 102TH BIRTHDAY

## FATHER OF THE NATION

# BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

BECAUSE OF YOU, WE ARE BANGLADESHI
BECAUSE OF YOU, WE GOT THE INDEPENDENT COUNTRY
BECASUE OF YOU, WE CAN SPEAK IN BANGLA
BECASUE OF YOU, WE ARE THE PROUD NATION IN THE WORLD
BECASUE OF YOU, WE GOT OUR MOTHER OF HUMANITY.

**YOU ARE THE LEGEND**
**YOU ARE THE CREATER OF THE COUNTRY**
**WE SALUTE YOU**
**HAPPY BIRTHDAY TO YOU**

JOY BANGLA
JOY BANGABANDHU

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

Z I RUSSELL
VICE PRESIDENT
METRO WASHINGTON AWAMI LEAGUE (USA)

courtesy by ZIR GROUP

# জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন

নিউইয়র্ক: গত১৭ মার্চ জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমূখর পরিবেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্য দিয়ে দুই পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্ব শুরু হয়। প্রথম পর্বে আরও ছিল জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত; রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, এবং জন্মদিনের কেক কাটা।

অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী শিশুদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়ালভাবে আয়োজিত শিশু আনন্দমেলা। এই আনন্দমেলায় ইতোপূর্বে মিশন আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপস্থাপন এবং 'নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে পত্রলিখন' প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা এবং তাদের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া দ্বিতীয় পর্বে শিশুদের অংশগ্রহণে আরও অনুষ্ঠিত হয় "শতবর্ষের নতুন প্রভাত" শীর্ষক আলেখ্য অনুষ্ঠান, সমবেত সঙ্গীত 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে' ও নৃত্যানুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র। ভার্চুয়াল এই আয়োজনে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শ করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে স্বাগত বক্তব্যে রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার/ সকল শিশুর সমান অধিকার' উল্লেখ করে শিশুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের দেশের শিশুদের সমান অধিকার রক্ষা, সাবলিল বিকাশ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য জাতির পিতা তার সাড়ে চার বছরের সরকারে অনেক কাজ করে গেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশু আইন প্রনয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। এরফলে শিশু বিকাশের পথ সুগম হয়। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার শিশু বিকাশ ও শিশু উন্নয়নে যেসকল যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং জাতিসংঘ শিশু সনদের সাথে সঙ্গতি রেখে শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। চালু রয়েছে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা। বছরের শুরুতেই শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক। আজ দেশের প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে।

শিশুদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে জড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর নাম। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একইসূত্রে গাঁথা।

এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার নানাদিক শিশুদের সামনে তুলে ধরেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন সমন্ধে অবহিত করা এবং শিশুকাল থেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অভিভাবকসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের সন্তান ও পরিবারের সদস্যগণ, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস্ (বিপা) এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস্ (বাফা) এর শিশু শিল্পী এবং নিউইয়র্কে বসবাসরত শিশু ও তাদের অভিভাবকসহ স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বগণ ভার্চুয়াল এই শিশু আনন্দমেলায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# আনজুমানে আল ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট কমিটি কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র শবেবরাতের তাৎপর্য ও মাহে রামাদানে করণীয় শীর্ষক সেমিনার সম্পন্ন

নিউ ইয়র্ক: মহিমান্বিত রাত লাইলাতুল বরাতে আত্মো ত্যাগের মাধ্যমে বেশি বেশি নফল ইবাদত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্য হাসিল করুন। গত ১৩ মার্চ ২০২২ ইং রোজ রবিবার বাদ মাগরিব এস্টোরিয়া গাউছিয়া জামে মসজিদে আনজুমানে আল ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেট কমিটির উদ্যোগে পবিত্র শবেবরাতের তাৎপর্য ও মাহে রামাদানে করণীয় শীর্ষক সেমিনার,মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে একথা বলেনআল্লামা জালাল সিদ্দিক সাহেব

নিউইয়র্ক স্টেট কমিটির সভাপতি মাওলানা শাবব্বীর আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা কাওছার আহমদের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন হাফিজ মোনাওয়ার আহমদ,নাতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করেন নিউইয়র্ক স্টেট আল ইসলাহ এর যুব বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ সায়েম। প্রধান অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নছিহত পেশ করেছেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ এর স্থায়ী কমিটির সভাপতি হযরত আল্লামা জালাল সিদ্দিক সাহেব তিনি তাঁর বক্তব্য বলেন ঃ বর্তমান সময়ের বহুমুখী ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করে পূর্ববর্তী মুমিনগণের তথা পূর্ববর্তী ইমাম ও হক্কানী উলামায়ে কেরামগণ,সর্বোপরি আউলিয়ায়ে কেরামগণের পথ অনুসরণ করতে হবে। উলামায়ে কেরামগণ শবেবরাত পালন করেছেন আমরাও তাদের মতো শবেবরাত পালনের মাধ্যমে বেশি বেশি করে এবাদত বন্দেগি করতে হবে। শবেবরাত পালনে যারা বেদআত, নাজায়েজ ফতোয়া দিতেছে তারা ভিত্তিহীন তাদের কোন দলিল নেই, তারা সরল মনা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিতেছে,আল্লাহর গোলামী থেকে মানুষদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে,তাদের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করতে হবে,আমাদের জেনারেশনকে রক্ষা করতে হবে। সারা দুনিয়ায় আউলিয়ায়ে কেরামগণের আধ্যাত্মিকতার ছোয়া পেয়ে মানুষ দলে দলে মুসলমান হয়েছে,ইসলামের সুমহান আদর্শে দিক্ষীত হয়েছে। বিশেষ করে আমেরিকায় অসংখ্য মানুষ আউলিয়ায়ে কেরামগণের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ মুসলমান হয়েছে,সুতরাং আমরা আউলিয়ায়ে কেরামগণের পথ অনুসরণ করবো।

> রামাদানুল মোবারকে তারাবীহ এর নামাজ বিশ রাকাআত পড়তে হবে, এর পক্ষে শক্ত দলিল রয়েছে। যারা ভিতর নামাজ এক রাকাআত পড়ে আর তারাবীহ এর নামাজ আট রাকাআত পড়ে, মনগড়া ফতোয়া দিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে, তারা সঠিক পথে নয় তারা গোমরাহ,তাদের থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথে যেন নিজেকে পরিচালিত করি। তিনি আরো বলেন, প্রবাস জীবনে আমাদেরকে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি দ্বীনের কাজে এগিয়ে আসতে হবে,আমাদের ঈমান আক্বীদা রক্ষায় আল ইসলাহ এর ছায়াতলে এসে নতুন জেনারেশনকে তা'লিম দিতে হবে,আল্লাহর বন্দেগীতে প্রত্যোককে মনোনিবেশ করতে হবে,তাযকিয়ায়ে নফসের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে হবে। বিশেষ করে সঠিক আকিদার সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষী ছাড়া দুনিয়ার কারো মুখাপেক্ষী হওয়া যাবেনা।তিনি আমেরিকা সহ বৈশ্বিক শান্তি কামনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আনজুমানে আল ইসলাহ'র স্থায়ী কমিটির সদস্য,ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার এর ইমাম ও খতিব আল্লামা সৈয়দ সাজিদুল হক সাহেব। মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাউছিয়া জামে মসজিদের ইমাম মাওঃ নুরুল আলম সিদ্দিকী।

মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট আল ইসলাহ এর উপদেষ্টা জনাব মোতাহির হোসেন,আনজুমানে আল ইসলাহ'র বিভিন্ন স্থরের নেতৃ বৃন্দ,আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর মুরিদীন, মুহিব্বীনসহ সর্বস্থরের ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেব তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বিভিন্ন অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য দোয়া চেয়ে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকা অবস্থায় উপস্থিত সকলের সরব উপস্থিতির জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

নিউইয়র্ক স্টেট আল ইসলাহ এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওঃ আব্দুল কাইয়ুম সালিক এর পরিচালনায় মিলাদ শরীফ এবং প্রধান অতিথির দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা হয়। রুকন হাকিম প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## বাংলাদেশে আসছে আইন, বন্ধ হবে নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা

১০ পৃষ্ঠার পর

শিকার নারীকে চরিত্রহীন প্রমাণের প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। কিন্তু কোনো একটি ঘটনাকে সেই ঘটনা দিয়েই বিবেচনা করতে হবে , তার অতীত চরিত্র, কার সঙ্গে কী সম্পর্ক সেটা দিয়ে নয়।" তিনি বলেন, এই আইনটির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কথা হচ্ছে। আদালতে রিট হয়েছে। আদালতও বলেছেন ওই আইন নারীর চরিত্র হননের সুযোগ করে দিয়েছে। আদালতও আইন বাতিল করতে বলেছেন। এখন সরকার তা বাতিলে উদ্যোগ নেয়ায় আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

এর আগে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আইনের ওই দুইটি ধারা সংশোধন করা হবে। খসড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাস হওয়ার পর সংসদে উত্থাপন করা হবে। কেউ আদালতে ধর্ষণের ভিকটিমদের চরিত্র নিয়ে যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারে আইনে তার ব্যবস্থা করা হবে।সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

## নারীদের শক্তিশালী হওয়ার আহবান পরীমণির

সম্প্রতি পাবলিক বাসে যৌন হেনস্তার শিকার কলেজছাত্রী কাজী জেবুননেসা কামাল নেহার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সেখানে দেখা যায়, রাজধানীর শনির আখড়া থেকে কল্যাণপুর যাওয়ার সময় বাসে যৌন হয়রানির শিকার হন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তার মা হালিমা খাতুন। এ সময় বাসে উপস্থিত অন্য কারও সাহায্য না পেয়ে সেই হেনস্তাকারীকে নিজেই নাস্তানাবুদ করেন নেহা।

ঘটে যাওয়া এই ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরব হয়েছেন ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী পরীমণি। ফেসবুকে নিজের ভেরিফাইড পেইজে নেহার সেই ভিডিওটি শেয়ার করে পরীমণি বলেন, বিশ্বাস করো এই বিচারটা সবসময় নগদে নিজেদেরই করা লাগবে। বাকিরা সব এমন নিরব ভুমিকায়ই থাকে আজীবন !

## রাশিয়ার স্থল অভিযান ব্যর্থ, দাবি ইউক্রেনের

৮ পৃষ্ঠার পর

করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে বিবিসি।

এদিকে, রাজধানী কিয়েভের আবাসিক ভবনে রুশ সৈন্যদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে অন্তত একজন নিহত ও আরও তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে কিয়েভের একটি আবাসিক ভবনে আঘাত হানার পর ক্ষেপণাস্ত্রটির ধ্বংসাবশেষ নিচে পড়ে গেলে হতাহতের ওই ঘটনা ঘটে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের জরুরি সেবা বিভাগ বলছে, কিয়েভের ডারনিৎস্কি জেলার একটি আবাসিক ভবনে ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোর ৫টা ২মিনিটের দিকে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র আঘাতে হেনেছে। পরে অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধারকারী দলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন।

জরুরি সেবা বিভাগ বলছে, ১১ তলাবিশিষ্ট উঁচু ভবনটি থেকে লোকজন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ভবনটি। ভবনের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়া লোকজনকে উদ্ধারে তল্লাশি চলছে।

বিবিসির রাশিয়াবিষয়ক সম্পাদক স্টিভ রসেনবার্গ বলেছেন, ইউক্রেনে আগ্রাসনের কারণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে এখন সব দিক থেকেই লড়াই করতে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, দেশে এবং বিদেশে পুতিনের ওপর চাপ বাড়ছে।

এক টুইটে রসেনবার্গ বলেছেন, পুতিন সব ফ্রন্টে লড়ছেন। ইউক্রেনে... এবং দেশেও। পশ্চিমাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এখানে গুরুতর অর্থনৈতিক যন্ত্রণার কারণ হবে বুঝতে পেরে তিনি এ বিষয়ে দোষারোপ করার জন্য কাউকে খুঁজছেন; যাতে রাশিয়ানরা তাকে দায়ী না করেন। ক্রেমলিনের বলির পাঠা : 'পঞ্চম কলামিস্ট', 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতক', 'পশ্চিমাপন্থী কাণ্ড।'

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে প্রেসিডেন্ট পুতিনের নির্দেশে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমারা একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে অর্থনতিক এবং কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হয়েছে দেশটি।

ইউক্রেনে সামরিক লড়াইয়ের কারণে বুধবার সন্ধ্যার দিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে 'যুদ্ধাপরাধী' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যকে 'অগ্রহণযোগ্য এবং ক্ষমার অযোগ্য' বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ক্রেমলিন।

# দুই বছর পর ড্রামা সার্কল এর “ফাগুন উৎসব”

নিউ ইয়র্ক: করোনা প্যান্ডেমিকের কারণে দুই বছর পর গত ১৩ মার্চ রবিবার ঐতিহ্যবাহী “ফাগুন উৎসব” এর আয়োজন করে প্রবাসের নন্দিত সাংস্কৃতিক সংগঠন ড্রামা সার্কল। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সভাপতি নার্গিস আহেমদ এর বাসভবনের মিলনায়তনে মিলিত হয়েছিলেন ড্রামা সার্কল এর সদস্য-সদস্যা, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধায়ীবৃন্দ। “ফাগুন উৎসব” উপলক্ষে আয়োজিত পিঠা উৎসব এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠেনর প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক ড. দেলোয়ার হোসেন। সংগঠনের সভাপতি আবীর আলমগীরের সঞ্চালনায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন নার্গিস আহমেদ । তিনি কোভিডে প্রাণ হারানো সকল প্রবাসীর আত্মার শান্তি কামনা করে দীর্ঘ দুই বছরেন ব্যবধান সত্ত্বেও পুনরায় মিলিত হওয়ার সুযোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁর স্বামী মুশতাক আহমেদ এর সুস্থতার জন্যও তিনি সকলের দোয়া প্রার্থনা করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক আজকাল এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ও সাবেক সাংসদ এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, কবি ও সংগঠক সালেম সুলেরী প্রমুখ।

# পেনসিলভেনিয়ার সিনেটের প্রার্থী কনর ল্যাম্বকে বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে সমর্থন প্রদান

ফিলাডেলফিয়া: গত রবিবার (০৩/১৪/২০২২ইং) ছিলো পেনসিলভেনিয়ার সিনেটর প্রার্থী কনর ল্যাম্বের সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির একটি পরিচিতি সভা। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ইবরুল চৌধুরী। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন ডঃ নিনা আহম্মেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কনর ল্যাম্ব।সভাটি পরিচালনা করেন কাউন্সিলম্যান মোহাম্মদ নূরুল হাসান এবং কাউন্সিলার শেখ সিদ্দিক। কনর জেমস ল্যাম্ব হলেন একজন আমেরিকান মেরিন, আইনজীবী (প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর) এবং রাজনীতিবিদ যিনি পেনসিলভানিয়ার ১৭ তম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে মার্কিন প্রতিনিধি। তিনি আগামী মার্কিন সিনেটের জন্য পেনসিলভেনিয়া থেকে ডেমোক্র্যাটিক মনোনয়নের জন্য প্রাইমারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কনর ল্যাম্ব হলেন মাত্র ৩৭ বৎসরের একজন তরুন এবং দুই সন্তানের পিতা। আপনারা হয়তো জানেন যে, আগামী নভেম্বরের নির্বাচন সিনেটের এই আসনটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।হয়তো এই আসনটির ফলাফলই নির্ধারণ করবে ডেমোক্র্যাটিক না রিপাবলিকান, কোন পার্টি সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। তাই পেনসিলভানিয়ার এই আসনটির গুরুত্ব অনেক বেশী।

ডাঃ ইবরুল চৌধুরী সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী রুহুল আমিন ভূঁইয়া, বিটিএসপির বর্তমান প্রেসিডেন্ট তোজাম্মেল হক, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সাইকুল ইসলাম এবং হায়দার আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইদুজ্জামান ডেনি এবং সালাম এ খান(নর্থ ইষ্ট), হবিগঞ্জ ডিস্কট্রিক সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়ার সাধারন সম্পাদক সৈয়দ শরিফ আহম্মেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবক হেলাল উদ্দিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক মোহাম্মদ হোসেন মিথুন, বিটিএসপির নির্বাচন কমিশনার শেখ শামিম, সেন্টার সিটির কমিউনিটি লিডার/কমিউনিটি পারর্সন মোহাম্মদ হারিস, বেসাপের সাবেক সাধারন সম্পাদক এবং হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্য কামরুল হাসান, আপার ডার্বীর কমিউনিটি লিডার/ওয়ার্ড লিডার আবিদ হোসেন কাজল, বিটিএসপির উপদেষ্টা এবং সমাজসেবক শহিদ প্রামানিক, বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়ার এডমিন আশরাফুল ইসলাম আরিফ।সভায় উপস্হিত সকলের মতামতের ভিওিতে সিনেটের প্রার্থী হিসাবে কনর ল্যাম্বকে সমর্থন প্রদান করা হয়।

সর্বশেষ সভার সভাপতি ডাঃ ইবরুল চৌধুরী ধন্যবাদ প্রদান করেন কংগ্রেসম্যান কনর ল্যাম্বের সাথে মিট এবং শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে। এছাড়াও তিনি আরো বলেন আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে কনর ল্যাম্বের সাথে আলোচনাটি সত্যিই ভাল ছিল। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# প্রবাসী বাঙালীদের জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদান করবে উৎসব গ্রুপের নতুন প্রতিষ্ঠান 'ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস'

৫২ পৃষ্ঠার পর

উৎসব গ্রুপের মার্কেটিং প্রধান সৈয়দ আল আমীন রাসেল ও রিলেশনশীপ ম্যানেজার তানজিলা রহমান তন্নি।

সংবাদ সম্মেলনে রায়হান জামান বলেন, ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস প্রবাসী বাঙালীদের জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে সক্ষম

হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রবাসীদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেয়া, ট্যাক্স প্রদান, ইন্টেরিয়র, সংরক্ষণ প্রভৃতি সেবামূলক কাজগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনা করবে। এই সেবায় থাকবে আধুনিক পোর্টাল সুবিধাও। যাতে প্রবাসীরা ঘরে বসেই অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন লেনদেন করতে পারবেন এবং জানতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে রায়হান জামান বলেন, বাংলাদেশ সরকারের আইন-কানুন মেনেই আমরা আমাদের ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার চেষ্টা করবো। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছর নানাভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত ছাড়াও কোম্পানীর উদ্যোগে গবেষণার মাধ্যমে সম্ভাব্য উদ্ভূত সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়টিও আমাদের মাথায় রয়েছে। অপর এক প্রশ্নের উত্তওে বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্বস্থতার সাথে উৎসব গ্রুপ বিভিন্ন প্রজেক্টেও মাধ্যমে মানুষের মাঝে যে বিশ্বাস অর্জন করেছে তারই আলোকে আমরা আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখবো।

সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ আল আমীন রাসেল ও তানজিলা রহমান তন্নি সাংবাদিকদেও বিভিন্ন প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেন। খবর ইউএনএ'র।

# নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

নিউ ইয়র্ক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস - ২০২২ উদযাপনের লক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দিনব্যাপি কর্মসূচী গ্রহণ করে।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনসাল জেনারেল জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কনস্যুলেটের সদস্যগণসহ সম্মিলিতভাবে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। কনসাল জেনারেল তাঁর স্বাগত বক্তব্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান যেসব উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। এর পরপরই বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভিডিও বার্তার

মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করে। জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের উপরে নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাতবরণকারী অন্যান্য সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধি ও প্রগতির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

একই দিন বিকালে এ বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরী-এর যৌথ উদ্যোগে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে "ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার" পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী বাংলাদেশের বন্ধু মি. লিয়ার লেভিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব লেভিন তার বক্তব্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা স্মরণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখতে পেরে সম্মানিত বোধ করেন বলে মি. লেভিন মন্তব্য করেন। জনাব তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ পরিচালিত 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রে জনাব লেভিন এর ধারনকৃত চিত্র ও ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করায়ও তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের ভালবাসা ও আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক বোরন। অনুষ্ঠানে ভারত, ভুটান, নেপাল ও তুরস্কের কনসাল জেনারেলসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা হয়। এরপর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষনান্তে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। কেক কাটার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস - ২০২২ উদযাপন সমাপ্ত হয়।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগে কমিউনিটি বিনির্মাণকারীদের সম্মাণনা প্রদান

৫২ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান জেম এফ জিনারো। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন কাউন্সিলম্যানের স্ত্রী উইন্ডি জিনারো, প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওনমান গণি, ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ আমিনুল্লাহ, ফার্মাসিস্ট কাজী আব্দুল হালিম, ফার্মাসিস্ট জায়েদুর রহমান, ডা. এম এম বিল্লাহ, নাসির আলী খান পল, ছদরুন নূর, ফার্মাসিস্ট আনোয়ারুল কবীর, হেলথ ফাস্ট-এর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার সালেহ আহমেদ, কুইন্স বরো অফিসের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদিক। এছাড়াও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ রশীদ, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, উপদেষ্টা শাহ নেওয়াজ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, সাবেক সভাপতি বেলাল আহমেদ চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ও বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব ও মূলধারার রাজনীতিক সাবুল উদ্দিন।

'আমাদের কৃতজ্ঞতা ও আগামীর প্রত্যাশা' শীর্ষক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর সম্মানিত অতিথিদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাউন্সিলম্যান জিম জেনারো জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর একটি অংশকে লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ হিসেবে নামকরণের সময় ভুলবুঝাবুঝির কারণে সৃষ্ট অব্য বস্থাপনার জন্য আন্তরিকভাবে দু:খ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবেনা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিভিন্ন কর্মকান্ড বিশেষ করে করোনা মহামারীতে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে জ্যামাইকাবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে সংগঠনটি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তার প্রশংসা করেন। বক্তারা বলেন, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি উদীয়মান কমিউনিটি। বিশেষ করে কুইন্সের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ মূলধারার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কমিউনিটি একদিনে গড়ে উঠেনি। বক্তারা কমিউনিটির বিনির্মাণে বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ করে প্রবীন প্রবাসীদের অবদানের কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী দম্পতি লেমন চৌধুরী ও ফারহানা তুলি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলায় ছিলেন তপন মোদক। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। খবর ইউএনএ'র।

# নিউইয়র্কে প্রবাসী মতলব সমিতি'র অভিষেক সম্পন্ন

নিউইয়র্কে বর্ণিল আয়োজনে অভিষিক্ত হলেন প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক'র নব নির্বাচিত কর্মকর্তারা। উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে গত ১৩ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি মিয়া ওবায়েদুর রহমান লিটন। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক ভবতোষ চন্দ্র সাহার পরিচালনায় নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ফারুক মজুমদার।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ার এর চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিইও গিয়াস আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফাহাদ সোলায়মান, বালাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী ও সাবেক নির্বাচন কমিশার মো. ইউনুছ সরকার, রূপসীচাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. ফখরুল ইসলাম মাসুম, বৃহত্তর কুমিল্লা সোসাইটির সিনিয়ার সহ সভাপতি মিয়া মো. দুলাল ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম সরকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম মনির।নির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণ শেষে দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত

সভাপতি রবিউল আলম। এসময় বিশ্বে মহামারি করোনায় নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নব নর্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো: নাজির উদ্দিন পাটওয়ারী (সোহেল)। অতিথিরা ছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মো: কবির রতন, প্রধান উপদেষ্টা ফারুক মজুমদার, উপদেষ্টা মো: লুৎফর রহমান সোহেল, মো: কবির প্রমুখ।নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলী প্রবাসী মতলব সমিতিকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা নব নির্বাচিত কমিটিকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন। নব নির্বাচিত কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সাফল্য কামনা করেন বক্তারা। ঐক্যবদ্ধভাবে সমিতিকে এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন সকলে।নব নির্বাচিত সভাপতি রবিউল আলম এবং নব নর্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো: নাজির উদ্দিন পাটওয়ারী (সোহেল) তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে সমিতিকে আরো শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরে প্রবাসী মতলববাসীর কল্যাণে কাজ করতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।অভিষেক আয়োজনে শেষ আকর্ষণ ছিলো জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এ পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, ইসরাত শর্মা, আমান সহ অন্যান্য শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রবাসী মতলব সমিতির সদস্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক মতলববাসী উপস্থিত ছিলেন।- ইউএসএনিউজ

## ঢাকায় মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি নুল্যান্ড

৫২ পৃষ্ঠার পর

শুক্রবার (১৮ মার্চ) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়ে বলা হয়, রবিবার (২০ মার্চ) ঢাকায় অষ্টম যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পার্টনারশিপ ডায়ালগে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড। বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন।

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু, প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি অ্যামান্ডা ডরিও আছেন মার্কিন প্রতিনিধি দলে। সরকারের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করবে প্রতিনিধি দলটি। যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের পর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যাবে।

## ফেসবুকে ভুয়া খবর বন্ধে নতুন ফিচার

৫২ পৃষ্ঠার পর

ইউজারের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায়। আর তাই এবার গ্রুপ অ্যাডমিনদের জন্য ফেসবুক নিয়ে এল নতুন ফিচার। যার সাহায্যে রুখে দেওয়া যাবে ভুয়া খবর।এবার থেকে ভুয়া খবরকে আগেভাগেই চিহ্নিত করা যাবে থার্ড পার্টি চেকারের সাহায্যে। যার সাহায্যে আপনা থেকেই ভুয়া তথ্যসংবলিত পোস্ট এলেই তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। আর সেক্ষেত্রে এই ফিচারের সাহায্যে সেটি ডিলিট করে দেওয়া যাবে। সেই সঙ্গে ওই পোস্টদাতাকে ব্লক কিংবা সাসপেন্ড করা যাবে। সেক্ষেত্রে আগামী সময়ে ওই পোস্টদাতা কোনো পোস্ট আর ওই গ্রুপে করতে পারবেন না।

অ্যাডমিন অ্যাসিস্ট নামের এই ফিচারের সাহায্যে গ্রুপটিকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এবার থেকে মেম্বার রিকোয়েস্টও আপনা থেকেই মুছে দেওয়া যাবে। আগে থেকে করে রাখা ফিল্টারের সাহায্যেই তা করা সম্ভব। প্রোফাইল ছবি না থাকা, নতুন অ্যাকাউন্ট, গ্রুপে ঢোকার আগে করা প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া কিংবা গ্রুপ রুল মেনে না চলার ক্ষেত্রে সেই ইউজারের অনুরোধ অমান্য করা সম্ভব।

আসলে ভুয়া খবর রুখতে বরাবরই সতর্ক ফেসবুক। এর আগেও এই ধরনের পোস্টকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে মার্ক জাকারবার্গের সংস্থাকে। কোভিড-১৯ থেকে শুরু করে বিভিন্ন নির্বাচনসংক্রান্ত ভুয়া খবর কিংবা সম্প্রতি ইউক্রেনে রুশ হামলার খবরের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তিমূলক খবর ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার এই ধরনের ভুয়া খবরকে চিহ্নিত করতেই নতুন পদক্ষেপ নিল ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি জ্ঞানের পরিধি নয়, ডক্টরেটধারী মানুষের সংখ্যা বাড়াচ্ছে

১০ পৃষ্ঠার পর

গবেষণার জন্য তাদের হাতে সময় অনেক কম। অন্যদিকে কলা অনুষদের শিক্ষকদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ সেই অর্থে নেই। সেজন্য তারা পিএইচডি শিক্ষার্থী নেন, যাতে সেখান থেকে কিছু অর্থ উপার্জন হয়। গবেষণা তত্ত্বাবধানে ভাতার পরিমাণ কম হওয়ায় বিজ্ঞানের শিক্ষকরা পিএইচডি শিক্ষার্থী নেয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী নন।

তিনি বলেন, ''বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডির যে পরিসংখ্যান, এটা নিছক সংখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। মান বিবেচনায় এর সিংহভাগ পিএইচডির কাতারেই পড়ে না। নিবিড় গবেষণার জন্য চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে পিএইচডি করতে হয়। আমাদের এখানে দেখি চাকরিও করছে, আবার পিএইচডিও করছে। এগুলো গবেষণা নয়; নামের আগে ড. বসানোর উপায়।''

গুণগত মানের পিএইচডি গবেষণার জন্য আগে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো প্রয়োজন উল্লেখ করে ড. কামরুল হাসান বলেন, ভারতে একজন অধ্যাপক মাসে আড়াই লাখ টাকার মতো বেতন পান। একজন পিএইচডি গবেষক মাসে ৫০ হাজার টাকার ফেলোশিপ পান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পিএইচডি গবেষক ও তাদের পরিবারের জন্য উন্নত আবাসন সুবিধা রয়েছে। সেখানে আমাদের অবস্থান কোথায়? সত্যিকারার্থে ভালো মানের গবেষণা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্তিশালী ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসংবলিত পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করতে হবে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কয়েক দশক ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের হার বাড়ছে। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে নেতৃস্থানীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি থেকে দেয়া পিএইচডি ডিগ্রির সংখ্যা ছিল ২২। এর এক দশক পর ২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ৩০টিতে। আর ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয় ৭৩ জনকে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে এসে পিএইচডি ডিগ্রির সংখ্যা কিছুটা কমে ৬৩ হলেও এর আগের কয়েক বছর সেটি অনেক বেশি ছিল। এ সংখ্যা ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ৯৯ ও ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ৮৬ ছিল।

পিএইচডি গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোর মতো একই চিত্র এর ইনস্টিটিউটগুলোতেও। উচ্চশিক্ষায় ইনস্টিটিউটের ধারণা এসেছে মূলত বিশেষায়িত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়টির ইনস্টিটিউটগুলো পরিচালিত হচ্ছে অনেকটা বিভাগের মতো করেই। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান নিয়েই ব্যস্ত থাকছেন সেখানকার শিক্ষকরা। এতে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটগুলোয় পিএইচডি গবেষণার হার খুবই কম। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০এই ১০ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটগুলো থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন মাত্র ৫১ জন গবেষক। এর মধ্যে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) থেকে ১২টি করে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। এর বাইরে পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞানে আট, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে (আইবিএ) সাত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ছয়, স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে তিন, পরিসংখ্যানে দুই ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের (আইএমএল) অধীনে একজন গবেষককে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে।

বছরভিত্তিক বিবেচনায় ডিগ্রির সংখ্যা বাড়লেও গবেষণার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বলে মনে করেন উচ্চশিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, পিএইচডি ডিগ্রি বৃদ্ধির সংখ্যাগত এ চিত্র দিয়ে গবেষণার উন্নয়ন ঘটেছে, এটা দাবি করার সুযোগ নেই। কারণ পিএইচডি গবেষণার মাধ্যমে যে প্রভাব ও সাফল্য আসার কথা, সেটি দৃশ্যমান নয়। যখন একটি পিএইচডি গবেষণার নিবন্ধ মানসম্মত ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ও পিআর রিভিউড জার্নালে প্রকাশিত হয়, তখন আন্তর্জাতিকভাবে এর স্বীকৃতি মেলে। সাইটেশন, ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ারসহ (ডিওআই) বিভিন্ন ইনডেক্সে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব পিএইচডি গবেষণা হচ্ছে, তার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিসন্দর্ভই আন্তর্জাতিক মানসম্মত জার্নালে প্রকাশিত হয় না।

এছাড়া চৌর্যবৃত্তির অভিযোগও রয়েছে অনেক গবেষকের বিরুদ্ধে। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ওই বিভাগেরই শিক্ষক আবুল কালাম লুৎফুল কবির। যদিও ডিগ্রি পাওয়ার কয়েক বছর পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর একটি প্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ থেকে ৯৮ শতাংশ হুবহু নকল করে নিজের অভিসন্দর্ভে ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে। এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের প্রমাণও পেয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বণিক বার্তাকে বলেন, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চতর গবেষণায় আগ্রহীদের জন্য উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্কলারশিপসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তাই এসব বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই গবেষণার জন্য বিদেশে পাড়ি জমান। এজন্য বিজ্ঞান-প্রকৌশলে আমরা পিএইচডি গবেষক অনেক কম পাই। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় কলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই এসব বিষয়ে গবেষক ও ডিগ্রির সংখ্যাও বেশি। মান ও চৌর্যবৃত্তি বিষয়ে দুর্যোগ বিজ্ঞানের এ অধ্যাপক বলেন, এটা সত্য যে যেসব পিএইচডি গবেষণা হচ্ছে, তার খুব কমসংখ্যক অভিসন্দর্ভই আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্য উচ্চশিক্ষায় জ্ঞান সৃষ্টির যে লক্ষ্য রয়েছে, আমরা সেটি অর্জন করতে পাচ্ছি না। আর গবেষণায় চৌর্যবৃত্তি ঠেকাতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেটি চূড়ান্ত করা হবে। - বণিকবার্তা

স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন ১০ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠান

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ১০ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' পাচ্ছেন। গতকাল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এই বেসামরিক পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের নাম প্রকাশ করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। পুরস্কারপ্রাপ্তদের ছয়জন মরণোত্তর এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী, শহীদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম) ছাড়াও মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন বিশ্বাস ও সিরাজুল হক মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন। একই ক্যাটাগরিতে এ সম্মাননা পাচ্ছেন আব্দুল জলিল ও সিরাজ উদ্দীন আহমেদ।

চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া এবং অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল ইসলাম পাচ্ছেন এ সম্মাননা। সাহিত্যে মো. আমির হামজা এবং স্থাপত্যে স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেনকে মরণোত্তর এ পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। আর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে।

এবারের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী ছিলেন গণপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, মুজিব বাহিনীর কোষাধ্যক্ষ এবং একজন ক্রীড়া সংগঠক। বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম) মহান মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল ৬ নম্বর সেক্টরের অধীনে রংপুরে একটি সাবসেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দীন আহমেদ ১৯৭১ সালে বরগুনা জেলা সংগ্রাম কমিটির সমন্বয়কারী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে এক ডজনের বেশি বই লিখেছেন তিনি। বীর মুক্তিযোদ্ধা ছহিউদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের কুমিল্লা-৪ আসনের এমপি। মাগুরার সন্তান আমির হামজা গান, কবিতা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। সৈয়দ মাইনুল হোসেন মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখা জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি।

অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, নিউরো সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান ও সার্জারি বিভাগের ডিনের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতালের সাবেক অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল ইসলাম একক চিকিৎসক হিসেবে দেশে এক হাজারের বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন করার নজির স্থাপন করেছেন।

## ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা

৬ পৃষ্ঠার পর

এরই মধ্যে এফএও-এর ফেব্রুয়ারির খাদ্যমূল্যের সূচক রেকর্ড স্পর্শ করেছে, এক বছর আগের তুলনায় ২০ দশমিক সাত শতাংশ বেড়েছে।

**রপ্তানি সীমিত করছে রাশিয়া**

এদিকে বিশ্ব বাজারে খাদ্য পণ্যের দাম বেড়ে চলার মুখে রপ্তানিতে লাগাম টেনে ধরছে রাশিয়া। অভ্যন্তরীণ বাজার ঠিক রাখতে বার্লি, রাই, গম, ভুট্টা, চিনিসহ বিভিন্ন খাদ্য পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করতে যাচ্ছে ক্রেমলিন। রপ্তানির এই নিষেধাজ্ঞা মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হচ্ছে, যা চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত।

তবে কিছু কিছু দেশ এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে ইউরেশিয়ান ইউকোনমিক ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলো, যার মধ্যে রয়েছে আর্মেনিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান। সম্প্রতি রাশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইউক্রেনের লুহানস্ক ও দনেৎসও এই রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন। - রয়টার্স, এএফপি, এপি, ডিপিএ

# নিউইয়র্কে আল ইসলাহ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার'র উদ্বোধন : প্রবাসীদের আর্থিক সহযোগিতা কামনা

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে আল ইসলাহ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নামে একটি জামে মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে গত ১১ মার্চ শুক্রবার। ম্যানহাটানের মসজিদ ভবণে মুসল্লির জুমার নামাজ আদায় এবং বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে মসজিদটির নব যাত্রা শুরু হয়।

ম্যানহাটানের ১৭৯৫ লেক্সিংটন এভিনিউ এলাকায় মসজিদটি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ভাড়া বাড়িতে মসজিদ স্থাপন করা হলেও সকলের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে নিজস্ব ভবণ ক্রয় করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

উদ্বোধন উপলক্ষে দু'দিনব্যাপি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা ও দোয়া মাহফিল। এ উপলক্ষে নতুন মসজিদ ভবণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ওলামা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি আল্লামা জালাল সিদ্দিকী।

গত ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার ১ম দিনের আলোচনায় প্রবাসের বিশিষ্ট আলেম-ওলামারা অংশ নেন। ১১ মার্চ শুক্রবার জুমার পূর্বে আলোচনায় অংশ নেন আল্লামা জালাল সিদ্দিকী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খতিব অধ্যাপক মাওলানা মোখলেসুর রহমান।অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে পবিত্র কাবা শরীফ, আল আকসা মসজিদ সহ বিভিন্ন মসজিদ নির্মানের বিস্ময়কর ঘটনা তুলে ধরা হয়। মসজিদ নির্মানে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি সহ ইসলামের দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দেন বক্তারা। মসজিদকে ইবাদত বন্দেগীর সর্বশ্রেষ্ট স্থান হিসেবে উল্লেখ করে তারা মসজিদে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ জানান।

উদ্বোধনী জুমার নামাজে ইমামতি করেন খতিব অধ্যাপক মাওলানা মোখলেসুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মুসল্লীর অংশগ্রহণে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন আল্লামা জালাল সিদ্দিকী। দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার শান্তি, কল্যাণ কামনায় দোয়া করা হয়।

-ইউএসএনিউজ

# দোহা কর্মসূচি অর্জনে আন্তর্জাতিক সংহতি প্রয়োজন - জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

নিউ ইয়র্ক: স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য 'দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (ডিপিওএ)'-এর সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতি ও অংশীদারিত্ব। ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতিসংঘ এলডিসি সম্মেলনের প্রথম পর্বে প্রদত্ত বক্তব্যে এ কথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এলডিসি-৫ কনফারেন্সটি দুই পর্বে বিভক্ত করে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার এর প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হলো।মূলত প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এলডিসির দেশগুলোর দশকব্যাপী (২০২২-২০৩১) উন্নয়ন রোডম্যাপ বাস্তবায়নার্থে 'দোহা প্রোগাম অব অ্যাকশন' অনুমোদনের জন্য। দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে কাতারের রাজধানী দোহায় ২০২৩ সালে ৫-৯ মার্চ।

দ্বিতীয় পর্বে অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে যেখানে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে।

এলডিসি-৫ কনফারেন্স এর প্রস্তুতি পর্বে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ও জাতিসংঘে নিযুক্ত কানাডার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত বব রে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন। ইভেন্টটিতে দুই যৌথ-সভাপতির পক্ষে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

বক্তব্যে তিনি কোভিড-১৯ অতিমারির ভয়াবহতা, এর মোকাবিলা ও সাড়াদানের ক্ষেত্রে অসমতার চিত্র তুলে ধরেন এবং এক্ষেত্রে ডিপিওএ গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিশ্রুতি ও সংহতির প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ডিপিওএ -এর সফল বাস্তবায়নে এর প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া এবং এর ফলো-আপ ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াকে সমর্থন জোগাতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অনুরোধ জানান।সভার শুরুতেই কাতারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল-থানি এলডিসি-৫ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাকে এবং কাতার সরকারকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

# দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস

৫২ পৃষ্ঠার পর

ইসলাম। তিনি ওপেনার জানেমান মালানকে মাত্র ৪ রানে আউট করে দেন। ওই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দলীয় রান ছিল ১৮। প্রোটিয়া শিবিরে দ্বিতীয় আঘাতটি হানেন তাসকিন দলীয় ৩৬ রানের মাথায়। এ সময় তিনি ওপেনার কাইল ভেরেন্নেকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন। এরপর এই ৩৬ রানের সময়ই এইডেন মাক্রামকে ক্যাচ আউট করেন। মাক্রামের ক্যাচটি দুর্দান্তভাবে তালুবন্দি করেন মেহেদি হাসান মিরাজ। এরপর জুটি গড়েন রাসি ফন ডার ডাসেন ও ডেভিড মিলার। তাদের বিপজ্জনক জুটিটেও ভাঙেন তাসকিন।

তাসকিনের অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের ছোড়া বল হাঁটু গেড়ে লেগে ঘুরান ফন ডার ডাসেন। আর ছুটে গিয়েই বলটি তালুবন্দি করেন ইয়াসির। আর এতে ভেঙে যায় ৭০ রানের জুটি। সর্বশেষ ৪০ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার রান ৫ উইকেটে ১৯৯।

টাইগারদের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেছেন সাকিব আল হাসান। অন্যদিকে সমান ৫০ রান করে করেছেন ইয়াসির আলী ও লিটন দাস।

এক ইনিংসে যত রেকর্ড ভাঙলো বাংলাদেশ

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেঞ্চুরিয়নে ৩১৪/৭ সংগ্রহ নিয়ে ইনিংস শেষ করে টাইগাররা। আর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওই ইনিংসেই একগাদা রেকর্ড গড়ে বাংলাদেশ।

সর্বোচ্চ : দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ানডেতে এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর। এর আগে ২০১৭ সালে কিম্বার্লিতে ২৭৮ রান করেছিল সফরকারী বাংলাদেশ। সে ম্যাচে অবশ্য কুইন্টন ডি কক ও হাশিম আমলার শতকে ১০ উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ।

প্রথম : দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ানডেতে এই প্রথম উদ্বোধনী জুটি বাংলাদেশকে পঞ্চাশোর্ধ্ব রান এনে দিয়েছে। তামিম ইকবাল ও লিটন দাস ৯৫ রান করেছেন প্রথম উইকেট জুটিতে। আগের ৯ ওয়ানডেতে ওপেনিংয়ে সর্বোচ্চ সংগ্রহ ছিল ৪৬।

দ্বিতীয় : দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাত্র দ্বিতীয়বারের মতো ৩০০ পেরিয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম ঘটনাটি দুই দলের সর্বশেষ দেখায়। ২০১৯ বিশ্বকাপে লন্ডনের ওভাল মাঠে ৩৩০ রান করে ২১ রানের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ।

৩ : অর্ধশতকের দেখা পাওয়া বাংলাদেশি ব্যাটারের সংখ্যা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কখনো ঘরে বা ঘরের বাইরে কোনো ম্যাচেই এক ইনিংসে দুইয়ের বেশি ব্যাটার অর্ধশতকের দেখা পাননি। এর আগে ছয় ইনিংসে দুজন ব্যাটারকে অর্ধশতক করতে দেখা গেছে।

পঞ্চম : দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২১তম ওয়ানডেতে পঞ্চম শতরানের জুটির দেখা পেল বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে যেকোনো উইকেট জুটিতেই এই প্রথম শতরান পেয়েছে বাংলাদেশ।

৬ : সেঞ্চুরিয়নে আগে ব্যাট করে প্রতিপক্ষ দলের ৩০০ রান তোলার ষষ্ঠ ঘটনা এটি। পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড এ কাজ করেছে দুবার।

৮.৫১ : মাত্র ৮১ বলে ১১৫ রান যোগ করে বাংলাদেশকে দারুণ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সাকিব-ইয়াসির জুটির রানরেট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পঞ্চাশোর্ধ্ব কোনো জুটির ক্ষেত্রে এর চেয়ে দ্রুত রান তুলতে দেখা গেছে মাত্র দুবার। ২০০৭ সালে বিশ্বকাপের ম্যাচে সপ্তম উইকেটে ৫.১ ওভারের জুটিতে ৫৪ রান এনেছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা ও মোহাম্মদ আশরাফুল।

৫০ : পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে নিজের পঞ্চাশতম পঞ্চাশ পেয়েছেন সাকিব। বাংলাদেশিদের মধ্যে মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডেতে ৫০টি অর্ধশতক পেয়েছেন সাকিব। এ কীর্তিতে প্রথম তামিম ইকবাল।

১১৫ : চতুর্থ উইকেট জুটিতে সাকিব আল হাসান ও ইয়াসির আলীর তোলা রান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চতুর্থ উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ। এর আগে চতুর্থ উইকেটে মাত্র একবারই পঞ্চাশের বেশি রান করেছিল বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে কিম্বার্লিতে ৬৯ রান এনে দিয়েছিলেন মুশফিকুর রহীম-মাহমুদুল্লাহ জুটি।

১২০.৩১ : সাকিব আল হাসানের স্ট্রাইক রেট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পঞ্চাশ বা পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংসের মধ্যে সাকিবের ইনিংসই সবচেয়ে দ্রুতগতির। ২০১৫ সালে চট্টগ্রামে সৌম্য সরকারের করা ৭৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসটি এতদিন শীর্ষে ছিল।

# যুক্তরাষ্ট্রের ২৩ টি প্রেক্ষাগৃহে চলবে 'স্ফুলিঙ্গ'

৫২ পৃষ্ঠার পর

এছাড়া আগামী শুক্রবার (২৫ মার্চ) থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আরো কয়েকটি শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে প্রদর্শিত হবে 'স্ফুলিঙ্গ'।

আশরাফুল হাসান বুলবুল ও সোনিয়া সিরাজের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে 'স্ফুলিঙ্গ' এর পরিচালক তৌকির আহমেদ, অভিনেত্রী ও শিল্পী বিপাশা হায়াত, সংবাদ সম্মেলনের ব্য বস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেরা ডিজিটালের কর্ণধার শেখ গালিব রহমান, কম্যুনিটি এক্টিভিষ্ট শাহনেওয়াজ সহ অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন এর শুরুতে 'স্ফুলিঙ্গ' এর ট্রেলার দেখানো হয়। 'স্ফুলিঙ্গ' বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট নিয়ে তৈরি হয়েছে। বায়স্কোপ প্রধান রাজ হামিদ আরো বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যেই একের পর এক মুভি যুক্তরাষ্ট্র তথা উত্তর আমেরিকায় নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরীর বাঙালি দর্শকদের ভুয়সী প্রশংসাও করেন।

# ঢাকায় ২০০ টাকায় থাকতে পারবেন প্রবাসীরা

৫২ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

সাময়িক এ আবাসস্থলের নাম দেওয়া হয়েছে, 'বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার'। এখানে প্রবাসীরা রাত যাপন করতে পারবেন মাত্র ২০০ টাকায় । শুক্রবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এ সেন্টারের উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার উদ্বোধনের পর এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ সেন্টারে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৪০ কাঠার বেশি জায়গা নিয়ে করা সেন্টারটিতে আপাতত ৪৮ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রমজানের পর এটি বড় পরিসরে চালু হবে।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী বলেন, কর্মীদের জন্য এখানে আপাতত একটি থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে অনেক কম মূল্যেই তারা থাকতে এবং খেতে পারবেন।

এ সময় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, বিএমইটি মহাপরিচালক শহীদুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক হামিদুর রহমান ও যুগ্ম সচিব নাসরিন জাহান উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টারে যেসব সুবিধা পাবেন প্রবাসীরা

এক রাত থাকার জন্য প্রবাসী কর্মীদের খরচ হবে ২০০ টাকা। রয়েছে সাশ্রয়ী মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা। এখানে প্রবাসী কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশন (পুনঃএকত্রীকরণ) এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বা করণীয় সম্পর্কে ব্রিফিং দেওয়া হবে।

কর্মীদের জন্য সেন্টার থেকে বিমানবন্দরে যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুবিধাসহ সেফ লকারে লাগেজসহ মূল্যবান মালামাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা, টেলিফোন সুবিধা, ইন্টারনেট ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকছে।

এছাড়া কর্মীদের জন্য কাউন্সিলিং ও মোটিভেশনের ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থাও থাকছে।

সেন্টারে থাকতে যা যা লাগবে

সেন্টারের আওতায় সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে বিদেশগামী ও ফেরত প্রবাসী কর্মীরা ১০০ টাকা ফি দিয়ে সরাসরি কিংবা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সেন্টারে অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র, যেমন- পাসপোর্ট ও এয়ার টিকিট কপি, বহির্গমন ছাড়পত্র/মেম্বারশিপ সনদের কপিসহ সংশ্লিষ্ট কাগজ লাগবে। একজন কর্মী একটি সিটের জন্য আবেদন করতে পারবেন। একজন প্রবাসী প্রতিবার সর্বোচ্চ দুই রাত অবস্থান করতে পারবেন।

# চ্যানেল আইর নির্বাহী পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরকে দেখতে মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং হাসপাতালে গৃহায়ন মন্ত্রী স ম রেজাউল করিম

নিউইয়র্কে একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে (মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং) চিকিৎসাধীন বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব চ্যানেল আইর নির্বাহী পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর কে ১৮ মার্চ শুক্রবার দেখতে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশের গৃহায়ন মন্ত্রী ও সাংসদ স ম রেজাউল করিম । সাথে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান।

মন্ত্রী তাঁর ফেসবুকে উপরের ছবিটি পোষ্ট করে লিখেছেন 'তার শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটাই স্থিতিশীল । প্রত্যাশা করি তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আল্লাহ সহায় হোন । কায়মনোব ক্যে প্রার্থনা করি সাগর ভাই আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসুন আপন মহিমায়'।

## ন্যাটোর সম্প্রসারণ এবং ভেটোয় ঠুঁটো-জগন্নাথ জাতিসংঘ

৫২ পৃষ্ঠার পর

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘ, তার ক্ষমতা-কাঠামোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতার নাম এই ভেটো। কাগজে-কলমে জাতিসংঘের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ সংগঠন নিরাপত্তা পরিষদ। বিশ্বজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এর কাজ। কিন্তু কাজটা যে তারা সব সময় সঠিকভাবে করতে পারছে না, তার অন্যতম কারণ এই ভেটো ক্ষমতা। যে কারণে আসলে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের কোনো একটির ইচ্ছের বাইরে যাওয়ার আসলে কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এই নিয়মটাই এমন যে, ওই পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের কেউ না চাইলে, বাকি সবাই একমত হলেও নিরাপত্তা পরিষদে কোনো সিদ্ধান্তই নেয়া সম্ভব নয়।

১৯৪৬ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ভেটো প্রয়োগের ইতিহাস খুঁজে দেখলেই এর একটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত এই ক্ষমতার ব্যবহার করা হয়েছে মোট ২৬৩ বার; তার মধ্যে রাশিয়া একাই ১২০ বার ভেটো দিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, যার সর্বশেষ ঘটনাটি গত ২৫ ফেব্রুয়ারির। ইউক্রেনে সেনা অভিযানের নিন্দা এবং অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বানে উত্থাপিত প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেছে পুটিন সরকারের ভেটোর কারণে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র রাশিয়ার আপত্তির মুখে খোদ রাশিয়ারই একটা অন্যায়ের প্রতিবাদটাও করতে পারলো না নিরাপত্তা পরিষদ! যদিও পরে সাধারণ পরিষদে এ নিয়ে একটি নিন্দা প্রস্তাব পাশ হয়েছে বিপুল ভোটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার, সাধারণ পরিষদের আসলে বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা নেই। তাই বাস্তবে রাশিয়ার আক্রমণ ঠেকানোর কোনো উদ্যোগও নেয়া সম্ভব হয়নি।

এমন ঘটনা আসলে নিয়মিতই ঘটে আসছে। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে সিরিয়া পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অনেকগুলো উদ্যোগ ভেস্তে গেছে রাশিয়া ও চীনের ভেটোর কারণে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়া সম্ভব হয়নি প্রতিবারই যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়ায়।

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতায় ভেটো ক্ষমতার কিছুটা যৌক্তিকতা হয়ত ছিল; বিজয়ী পক্ষ হিসেবে ওই সুবিধাটুকু নিয়েছিল রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য, পরে যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছায় চীন আর যুক্তরাজ্যের প্রস্তাবে ফ্রান্সকেও দেয়া হয় এই ক্ষমতা। কিন্তু একুশ শতকের বাস্তবতায় এই ক্ষমতা অব্যাহত রাখার আর তেমন কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে এটা। আফগানিস্তানে বা ইরাকে মার্কিন সেনা অভিযান ঠেকাতে, ফিলিস্তিনের নিরস্ত্র মানুষের ওপর ইসরাইলি সেনাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে কিংবা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিগত সহিংসতা থামাতে গিয়ে জাতিসংঘ যে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি, তার কারণ এই সকল ক্ষেত্রে অভিযুক্ত পক্ষের সঙ্গে কোনো কোনো বৃহৎ শক্তির স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকায় তারা একক ক্ষমতায় ঠেকিয়ে দিয়েছে।

এই ক্ষমতা আছে বলেই পুটিন সাহস করেছেন ইউক্রেন আক্রমণের, কারণ, তিনি জানতেন, অন্তত জাতিসংঘ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারবে না।

কিন্তু কেউই কি নিতে পারবে না অমন ব্যবস্থা? কার্যত এরকম ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে অন্য একটি সংগঠনের। সেটা ন্যাটো। নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গ্যানাইজেশন নামে এই সংস্থাটিকে নিয়েও কিন্তু কিছু প্রশ্ন তোলাই যায়। ন্যাটো যখন গঠিত হয়েছিল, তখনকার বিশ্ব পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। স্নায়ুযুদ্ধের সেই যুগে পূর্ব আর পশ্চিমের দুনিয়া বিভক্ত ছিল দুটি সামরিক শিবিরে। তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ন্যাটোর প্রতিদ্বন্দ্বী একটি পক্ষ ছিল, যারা ওয়ারশ্ব প্যাক্ট নামে আরেকটি সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আলাদা একটি জোট গড়ে তুলেছিল। নব্বই দশকের শুরুতে প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তারপর একে একে পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় ভাঙনের সূত্র ধরে অনেক আগেই অকার্যকর হয়ে গেছে ওয়ারশ্ব জোট। কিন্তু ন্যাটো জোট বহাল তবিয়তে টিকে আছে শুধু নয়, নিজেদের এলাকা, মানে আটলান্টিকের উত্তর ছেড়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে সারা ইউরোপে। আজকের এই ইউক্রেন সংকটের মূলেও কিন্তু রয়েছে তাদের এই সম্প্রসারণ।

ভাঙনের আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ন্যাটোর একটি চুক্তি হয়েছিল, যেখানে উল্লেখ ছিল বার্লিনের পূর্ব দিকে তারা আর অগ্রসর হবে না। কিন্তু সে কথা তারা রাখেনি। রাশিয়ানদের যুক্তি, তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে এই চুক্তির অংশীদার করে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে তাদের নাকের ডগায় সামরিক ঘাঁটি তৈরি করছে ন্যাটো, যা তাদের দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। ইউক্রেনে ন্যাটোর ঘাঁটি তৈরি নিয়েই তাদের যত আপত্তি, এবং এই আপত্তির কথা তারা অনেক দিন ধরেই বলে আসছে। সেই আপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেয়ারও কোনো সুযোগ নেই, কারণ, দৃশ্যত ন্যাটো জোটের এই এলাকায় সামরিক উপস্থিতির পেছনে আসলেই প্রত্যক্ষ কোনো কারণ নেই। যে চুক্তি হয়েছিল আটলান্টিক তীরবর্তী দেশগুলোকে সম্ভাব্য শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতিতে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে, স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে তো আসলে সেই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা দৃশ্যত নেই, কারণ এখন আর 'প্রতিপক্ষ' কোনো জোটেরই অস্তিত্ব নেই। তাহলে কেন ন্যাটোর এই সম্প্রসারণ?

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণকে সমর্থন করার কোনো সুযোগ নেই, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, রাশিয়াকে এই আক্রমণে যাওয়ার অজুহাত তৈরি করে দিয়েছে কৃষ্ণসাগর তীরে মার্কিন নেতৃত্বাধীন এই জোটের সামরিক উপস্থিতিই! শুধু ইউক্রেন সংকটই নয়, আসলে এরকম আরো অনেক সংকটেরই হয়ত জন্ম দেবে ন্যাটোর সম্প্রসারণ। আর তেমনটা হলে যদি বিশ্ব শান্তি হুমকির মুখে দাঁড়ায়, তখন সেটা ঠেকানোর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সকল সদস্যের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। যতদিন ভেটো নামের বিশেষ অধিকার ভোগ করবে রাশিয়ার মতো উচ্চাভিলাষী বৃহৎ শক্তি, ততদিন জাতিসংঘ ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়েই থাকবে। -এ কে এম খাদেমুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

# নিউইয়র্ক প্রবাসীর পৈতৃক জমি দখলের চেষ্টা ও সন্ত্রাসী হামলা প্রতিকারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা

নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক প্রবাসী আমিনুল সিকদারের পৈতৃক জমি দখলের চেষ্টা ও সন্ত্রাসী হামলা প্রতিকারে তিনি অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ প্রধানসহ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভুয়ারপুর) আসনের এমপি তানভীর হাসান ছোট মনিরের মদদপুষ্ট টাঙ্গাইলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা টাঙ্গাইল জেলা শহরের আশেকপুরে ঐ প্রবাসীর জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর ধরে ১৭ শতাংশ জমিতে তারা বসবাস করছেন। বর্তমানে ঐ জমির আনুমানিক মূল্য ৫/৬ কোটি টাকা। জ্যাকসন হাইটস্থ ইটসজি রেষ্টুরেন্টে সোমবার (১৪ মার্চ) সন্ধ্যায় আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে প্রবাসী আমিনুল সিকদার উপরোক্ত অভিযোগ করেন। এসময় সময় তিনি তাদের বাড়ী দখল নিতে সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ডের ভিডিও সাংবাদিকদের সামনেও তুলে ধরেন। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় 'চর দখলের মতো' সন্ত্রাসী কায়দায় প্রকাশ্যে প্রবাসীর পৈত্রিক বাড়ী দখলের অপচেষ্টা চলছে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আমিনুল সিকদার বলেন, আমি একজন নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী। আমার পৈত্রিক বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার আশেকপুর। পৈত্রিক সূত্রে আমার বাবা ও পরিবারের সব সদস্যরা দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে টাঙ্গাইল পৌরসভার আশেকপুর মৌজায় অবস্থিত নিজ বসতবাড়ির মালিকানা ভোগ দখল করে আসছি। কিন্তু দীর্ঘদিনের পূর্ব শত্রুতা জের ধরে এলাকার ও এলাকার বাইরের তথা টাঙ্গাইল জেলার চিহ্নিত সন্ত্রাসী অনেক দিন ধরে আমাদের পৈত্রিক বাড়ি বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এরই জের ধরে গত ৩ মার্চ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটায় সুসজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসীরা আমার বাড়িতে প্রবেশ করে টিনের বাউন্ডারি বেড়া, লোহার গেট, ৮টি সিসি টিভি ক্যামেরা ভেঙে ট্রাকে তুলে লুট কওে নিয়ে যায়। এ সময় বাধা দিতে গেলে আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে মারধর করে গুরুতর আহত করা হয়। ঘটনার সিসি টিভি ফুটেজ সংরক্ষিত আছে। এ ঘটনায় মামলা করলে আমাকে খুন ও লাশ গুমের হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা।

আমিনুল সিকদার বলেন, 'এই বিষয়ে গত ৮ মার্চ টাঙ্গাইল সদর মডেল থানায় আমার বড় ভাই ঠান্ডু মিয়া একটি মামলা দায়ের করলে সেদিন রাত ১টার দিকে একই চিহ্নিত সন্ত্রাসী অস্ত্রবাজ বাহিনী আবারও আমাদের বাড়ি বেদখল ও হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। হামলার ঘটনার সিসি টিভির ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, গোপালপুর-ভুয়াপুর আসনের সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ছোট মনিরের মদদপুষ্ট টাঙ্গাইলের চিহ্নিত সন্ত্রাসী কিশোর গ্যাংয়ের প্রধান মো. হোসেন সাদাব অন্তু (মনি) নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়। গত ৩ মার্চ পূর্বপরিকল্পিতভাবে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা আমার বাড়িতে হামলা ও জোরপূর্বক প্রবেশ করে, বাধা দিতে গেলে আমার স্ত্রীকে মারধর করে গুরুতর রক্তাক্ত আহত করা হয়। ঘটনার সিসি টিভি ফুটেজ সংরক্ষিত আছে। এ ঘটনায় মামলা করলে আমাকে খুন ও লাশ গুমের হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা।'

উল্লেখ্য, এর আগেও ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল-২ আসনের সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ছোট মনিরের মদদপুষ্ট চিহ্নিত সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে আমার বড় ভাইকে অস্ত্রের মুখে নিজ বাড়ি হতে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় এবং সংসদ সদস্য নিজমুখে জমি ছাড়ার নির্দেশ অন্যথায় হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলা হবে বলে হুমকি দেন।

গত ৩ মার্চের হামলার ঘটনায় আমাদের পক্ষ হতে দায়েরকৃত মামলার আসামিরা হলো: মো. আলী হোসেন (৬৫), মো. আব্দুল (৫৭), মো. সবদুল মিয়া (৫৫), মো. তায়েব আলী (৫০), মো. আরিফ (৪০), শহিদুল ইসলাম (৩০), ফিরোজ মিয়া (৩৪), সোহাগ (২৮), মো. আমিনুল ইসলাম (২৭), মো. রফিকুল ইসলাম (৬০), মো. সাহেদ পারভেজ (৫০), শাহজামাল (৪০), মো. শামছুদ্দোহা জোয়াদ্দার (৫০), মো. রফিকুল ইসলাম (মনির) (৪০), রাসেল পারভেজ (৬৫), মো. রফিকুল ইসলাম (৪৫), নাজমুল হুদা আকন্দ (৪০) ও হজরত আলী (৫৫)।

হামলাকারী ও এই মামলার আসামিদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন যারা আমার বাবার হত্যা মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ করেছেন। আমার বাবাকেও একই সন্ত্রাসী গ্রুপের কিছু ব্যক্তি এই বাসার দখল করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ১৯৮১ সালে খুন করে। আমরা এখনও আমার বাবার হত্যার বিচার পাইনি। উপরন্ত আবারও তারা আমাদের বাড়ি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জমি ছেড়ে না দিলে আমার সব ভাইয়ের পরিণতিও আমার বাবার মতো হবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে বারবার।

লিখিত বক্তব্যে আমিনুল সিকদার অভিযোগ করে আরো বলেন যে, আমরা বারবার অনুরোধ করা সত্বেও পুলিশ আসামিদের গ্রেফতার না করায় পুনরায় হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় যে কোনও সময় বড় ধরনের সংঘর্ষ, আইন-শৃঙ্খলার অবনতির ও আমার পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছি। ফলে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ প্রধানসহ জেলাপ্রশাসন ও পুলিশ সুপারস সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। গত ১২ মার্চ এই ঘটনা সাংবাদিকদের জানানোর জন্য ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)-তে আমার বড়ভাই শাহানুর ইসলাম ঠান্ডু সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেই খবর সন্ত্রাসীদের কানে পৌঁছালে তারা ওই দিনই আবারও আমাদের আশেকপুরের বাড়িতে দ্বিতীয় দফায় হামলা ও ভাঙ্গচুর চালায়।

আমিনুল সিকদার বলেন, আমরা বিচার না পেয়ে সন্ত্রাসীদের কাছে অসহায় হয়ে এই প্রবাসে বসে আপনাদের (সাংবাদিক) সাহায্যর জন্য হাত বাড়িয়েছি। আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে যদি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন হয় তাহলে আমরা সুবিচার পাবো বলে আশা করি। একই সাথে আপনাদের লেখনীর কারণে সন্ত্রাসীরা গ্রেফতার হলে আমরা নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমিনুল সিকদার তার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, 'একজন প্রবাসী হিসেবে আমি আমার পৈত্রিক বাড়ি রক্ষায় আপনাদের সহানুভূতি আশা করছি। আপনারা চাইলে সন্ত্রাসীরা কারো বাড়ি বা ভুমি দখল করতে পারবে না। একই সাথে নিউইয়র্কের কন্সুলেট জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। যাতে তার হস্তক্ষেপে আমার মতো একজন প্রবাসীর বাড়ি বেদখলের অপচেষ্টার সংবাদটি তিনি যথাস্থানে অবহিত করেন এবং বাড়িটি রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সংশ্লিস্ট জমির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে নিউইয়র্ক প্রবাসী আমিনুল সিকদার জানান, টাঙ্গাইল পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের আশেকপুর মৌজায় পৈত্রিক সূত্রে দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর ধরে বসবাস করছি। এই মৌজায় বাবার কাছ থেকে ১৯৬৭ সালে ৪৭৮৬ নং সাব-কবলা দলিলে ১৭ শতাংশ জামি পাই। যার এস এখতিয়ান নং-১৭৮, এসএ দাগ নং-২৪৬/৩০৩। পরে একই বছরের ১২ ডিসেম্বর বায়নাপত্র মূলে আদালতের ডিক্রি প্রাপ্ত হয়ে ৪৮ শতাংশভূমি ২৪/০৯/১৯৭৮ নং ডিক্রি জারি মোকদ্দমা মূলে ১৯৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর নালিশীভূমি রেজিস্ট্রেশন হয়। এরপর ১৯৮০ সালে ওই ভূমি আদালতের মাধ্যমে দখল পেয়ে স্বপরিবারে ভোগ দখল করছি। হাল জরিপে নালিশী সিএস দাগনং ৯১/৯১, এর ১/১ খতিয়ানে রেকর্ড হয়; ওই রেকর্ড সংশোধনের জন্য টাঙ্গাইলের ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইবুন্যালে ১২৩৮/২০১৬ নং রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। পরে আমিনুল সিকদার উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।খবর ইউএনএ'র।

Shilpakala Academy USA Inc
শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ ইনক
SHILPAKALA ACADEMY USA INC
২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২২
আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
অতিথিবৃন্দঃ
উদ্বোধন করবেন
মোঃ আনোয়ার হোসেন
বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর
তারিখঃ ২৬শে মার্চ, ২০২২, শনিবার
সময়ঃ বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা
স্থানঃ জ্যাকসন হাইটস্ ডাইভারসিটি প্লাজা
আয়োজনেঃ শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ ইনক
সহযোগীতায়ঃ জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশ ক্লাব

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

# নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সী ও ক্যালিফোর্ণিয়ার ভাড়াটিয়াদের বাড়ী ভাড়ার জন্য আরো সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সী ও ক্যালিফোর্ণিয়ার ভাড়াটিয়াদের বাড়ী ভাড়ার জন্য আরো সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাইডেন প্রশাসন। যেসকল ষ্টেটে, বিশেষ করে রিপাবলিকান পার্টি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যেখানে ভাড়াটিয়াদের জন্য বরাদ্দকৃত ফেডারেল সহায়তার বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

বাইডেন প্রশাসন ঐসব ষ্টেট এর বরাদ্দ কাটছাট করে প্রায় ৩৭৭ মিলিয়ন সরিয়ে এনে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সী ও ক্যালিফোর্ণিয়ার ভাড়াটিয়াদের প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। চারটি ষ্টেট নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সী, ইলিনয় ও ক্যালিফোর্ণিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের

এক তৃতীয়াংশ স্বল্প আয়ের ভাড়াটিয়ারা বসবাসস করেন এবং যাদের একটি বড় অংশ এখনো উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে বসবাস করছেন। এসকল ষ্টেটের গভর্ণররা বাড়ী ভাড়া প্রদানে সহায়তায় বাইডেন প্রশাসনের নিকট অতিরিক্ত বরাদ্ধ দাবী করে আসছিলেন।

২০২০ সালে কংগ্রেসে ৪৬ বিলিয়ন ডলারের ভাড়া সহায়তা বিল প্রথম পাশ হয়েছিল যার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষকে বাড়ী থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে হলেও ঠেকানো সম্ভব হয়েছিল।

## নিউ ইয়র্ক ষ্টেটে কোভিডকালীন জরুরী অবস্থার মেয়াদ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি

নিউ ইয়র্ক : নিউ ইয়র্ক ষ্টেটে কোভিডকালীন জরুরী অবস্থার মেয়াদ আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন গভর্ণর ক্যাথি হোকুল। কোভিড সংক্রমেনর হারের ক্রমবর্ধমান উন্নতি সত্ত্বেও হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা গড়ে দৈনিক ১০০ জনের বেশী থাকায়সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গভর্ণর জরুরী অবস্থার মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ।

## ঢাকায় মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি নুল্যান্ড

ঢাকা: দক্ষিণ এশিয়ার তিন দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা সফরের অংশ হিসেবে শনিবার (১৯ মার্চ) ঢাকায় এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

## ফেসবুকে ভুয়া খবর বন্ধে নতুন ফিচার

ফেসবুকে ভুয়া খবর ছড়ানো আটকাতে তৎপর মেটা। আর ভুয়া খবর ছড়ানোর ক্ষেত্রে ফেসবুক গ্রুপগুলোকে বারবার ব্যবহার করা হয়। কেননা এর ফলে একসঙ্গে বহু *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

## ঢাকায় ২০০ টাকায় থাকতে পারবেন প্রবাসীরা

বিদেশগামী এবং বিদেশ থেকে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছেই সাময়িক আবাসস্থল তৈরি করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## যুক্তরাষ্ট্রের ২৩ টি প্রেক্ষাগৃহে চলবে 'স্ফুলিঙ্গ'

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের ২৩ টি প্রেক্ষাগৃহে চলবে বাংলা মুভি 'স্ফুলিঙ্গ'। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পরিবেশক বায়স্কোপের ব্যবস্থাপনায় এ মুভি প্রদর্শিত হবে নিউ ইয়র্কসহ বিভিন্ন নগরের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে। গত ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে জ্যামাইকার একটি ক্যাফেতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বায়স্কোপের প্রধান রাজ হামিদ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শুক্রবার ১৮ মার্চ জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সসহ চারটি প্রেক্ষাগৃহে 'স্ফুলিঙ্গ' এক সপ্তাহব্যাপী চলবে। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## ন্যাটোর সম্প্রসারণ এবং ভেটোয় ঠুঁটো-জগন্নাথ জাতিসংঘ

**এ কে এম খাদেমুল হক:** রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালালো কোন অজুহাতে? হামলাটা কেন ঠেকানো গেল না? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হতে পারে ন্যাটো আর দ্বিতীয়টার উত্তর তো খুবই সোজা- ভেটো। ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুটিনের আক্রমণটাইবা কেন ঠেকানো গেল না? প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা একটু জটিল হলেও দ্বিতীয়টার উত্তর খুব সোজা। এক কথায় সেটার উত্তর- ভেটো। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার যে ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

## দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে ৩৮ রানের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। প্রোটিয়াদের মাঠে স্বাগতিকদের বিরুদ্ধে এটিই প্রথম জয় টাইগারদের। ২০ বছরে কয়েকবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করলেও তিন ফরম্যাটেই প্রাপ্তির খাতায় কিছু ছিল না বাংলাদেশের। এবার অধরা জয়ের আশাতেই সফরে গিয়েছিল। আগের দলগুলো যা পারেনি, সেটাই করে দেখালো তামিম ইকবালরা।

এর আগে সুপারস্পোর্ট পার্কে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে সাত উইকেট হারিয়ে ৩১৪ রান তোলেন তামিম-সাকিবরা। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ১০ উইকেটে ২৭৬ রানে থেমে যায়।

টাইগারদের দেওয়া বিশাল রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে প্রোটিয়ারা। আর তাদের বিপদে ফেলেছেন পেসার তাসকিন আহমেদ। তিনি দলীয় অষ্টম ওভারের প্রথম ও চতুর্থ বলে উইকেট তুলে নেন।

বাংলাদেশকে প্রথম সাফল্য এনে দেন পেসার শরিফুল *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## প্রবাসী বাঙালীদের জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদান করবে উৎসব গ্রুপের নতুন প্রতিষ্ঠান 'ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস'

নিউইয়র্ক: উৎসব গ্রুপের নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করছে 'ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস'। এটি হবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বহুমাত্রিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান। যার মাধ্যমে প্রবাসীরা তাদের নিজস্ব জমি, ফ্ল্যাট প্রবাসে বসেই ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া প্রদান করতে পারবেন। মঙ্গলবার (১৫ মার্চ) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে 'ম্যানেজোলজি হোল্ডিংস' সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদেও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

# জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগে কমিউনিটি বিনির্মাণকারীদের সম্মাণনা প্রদান

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে কমিউনিটি বিনির্মাণকারীদের সম্মাণনা প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে রোববার (১৩ মার্চ) অপরাহ্নে জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯